গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফর মুহরী ইরিগেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)

চূড়ান্ত প্রতিবেদন

জুন ২০২০

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
নির্বাহী সারসংক্ষেপ		i
Acroynms		iii
প্রথম অধ্যায়	প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা	১-১৩
১.১	প্রকল্পের পটভূমি	১
১.২	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণী	৩
১.৩	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	৩
১.৪	অনুমোদন/সংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধি	৫
১.৪.১	প্রকল্প ও ডিপিপি সংশোধনীর কারণ ও যৌক্তিকতা	৫
১.৫	অর্থায়নের অবস্থা (মূল/সংশোধন-এর হ্রাস/বৃদ্ধির হার)	৭
১.৬	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজসমূহ	৮
১.৭	অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা	৮
১.৮	প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা	১০
১.৯	আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা	১১
১.১০	লগ ফ্রেম	১১
১.১১	পরিকল্পনা টেকসইকরণ	১৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি ও সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা	১৪-২১
২.১	নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের উদ্দেশ্য	১৪
২.২	নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কার্যপরিধি (ToR)	১৪
২.৩	নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি	১৫
২.৩.১	সংখ্যাগত বিশ্লেষণ	১৫
২.৩.১.১	নমুনা পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণ (Sample Methodology & Size Determination)	১৬
২.৩.১.২	এলাকা ও উত্তরদাতা নির্বাচন	১৭
২.৩.২	গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ	১৮
২.৩.২.১	সেকেন্ডারি উপাত্তগুলির বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন	১৮
২.৩.২.২	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD)	১৮
২.৩.২.৩	মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার (KII)	১৯
২.৩.২.৪	কেস স্টাডি	১৯
২.৩.২.৫	ভৌত পর্যবেক্ষণ	১৯
২.৩.২.৬	SWOT বিশ্লেষণ	২১

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
২.৩.২.৭	তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি	২১
২.৪	সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	২১
তৃতীয় অধ্যায়	ফলাফল পর্যালোচনা	২৩-৬৯
৩.১	প্রকল্পের অগ্রগতি	২৩
৩.১.১	প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	২৩
৩.১.২	অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়	২৪
৩.১.৩	প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি	২৪
৩.১.৪	প্রকল্পের প্যাকেজভিত্তিক অগ্রগতি	২৫
৩.১.৫	সার্বিক এবং বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ	২৭
৩.২	ক্রয় কার্যক্রম	৩৬
৩.২.১	ক্রয় পরিকল্পনা	৩৬
৩.২.১.১	প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যালোচনা	৩৯
৩.২.২	ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা	৪১
৩.৩	উদ্দেশ্য অর্জন	৪৪
৩.৩.১	প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা	৪৪
৩.৩.২	আরডিপিপি অনুযায়ী উদ্দেশ্য	৪৫
৩.৩.৩	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের সম্ভাব্যতা ও সফলতা	৪৫
৩.৩.৪	প্রকল্পের বাস্তবায়ন সর্ম্পকিত সমস্যা	৪৫
৩.৩.৫	প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগফ্রেমের আলোকে আউটপুট পর্যায়ের অর্জন অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ	৪৫
৩.৪	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	৪৬
৩.৪.১	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ	৪৬
৩.৪.২	জনবল নিয়োগ	৪৬
৩.৪.৩	পরামর্শক	৪৭
৩.৪.৪	স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ	৪৮
৩.৪.৫	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ	৪৯
৩.৪.৬	প্রকল্পের এক্সিট প্লান	৪৯
৩.৪.৭	বেইজ লাইন সার্ভে	৪৯
৩.৫	প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও বিশ্লেষণ	৫০
৩.৫.১	খানা জরিপের উত্তরদাতাদের মতামত বিশ্লেষণ	৫০
৩.৫.১.১	উপকারভোগীদের বয়সসীমা	৫০
৩.৫.১.২	উত্তরদাতার লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন (%)	৫০
৩.৫.১.৩	উত্তরদাতাদের পেশা	৫১

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা
৩.৫.২	প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক কাজের তথ্য বিশ্লেষণ		৫১
৩.৫.২.১	উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন সংক্রান্ত তথ্যাদি		৫১
৩.৫.২.২	স্লুইস পুনর্বাসন সংক্রান্ত তথ্যাদি		৫১
৩.৫.২.৩	স্লুইস নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যাদি		৫২
৩.৫.২.৪	পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো পুনর্বাসন সংক্রান্ত তথ্যাদি		৫৩
৩.৫.২.৫	পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যাদি		৫৩
৩.৫.২.৬	খাল পুনঃখনন সংক্রান্ত তথ্যাদি		৫৪
৩.৫.২.৭	ফার্মার ক্যানাল সিস্টেম সংক্রান্ত তথ্যাদি		৫৫
৩.৫.২.৮	বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন সংক্রান্ত তথ্যাদি		৫৬
৩.৫.২.৯	স্কিম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি		৫৭
৩.৫.৩.১০	সংশ্লিষ্ট এলাকায় পরিবেশগত অবস্থার তথ্যাদি		৫৬
৩.৫.৩.১১	সেচ পানির প্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি		৫৯
৩.৩.১.১২	ফসল উৎপাদন, মৎস্য চাষ ও উৎপাদনশীলতা সংক্রান্ত তথ্যাদি		৬০
৩.৬	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে সংগৃহীত তথ্যাদি/মতামত বিশ্লেষণ কেআইআই		৬১
৩.৭	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও প্রাপ্ত মতামত		৬২
৩.৮	কেস স্টাডি পর্যালোচনা		৬৩
৩.৯	প্রকল্প অঙ্গসমূহের অবস্থান ও নিবিড় পরিবীক্ষণ		৬৫
৩.১০	স্থানীয় কর্মশালা		৬৮
চতুর্থ অধ্যায়	**প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক পর্যালোচনা (SWOT Analysis)**		**৭০-৭১**
৪.১	সবল দিকসমূহ		৭০
৪.২	দুর্বল দিকসমূহ		৭০
৪.৩	সুযোগসমূহ		৭১
৪.৪	ঝুঁকিসমূহ		৭১
পঞ্চম অধ্যায়	**পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ**		**৭২-৭৬**
৫.১	সার্বিক পর্যবেক্ষণ		৭২
ষষ্ঠ অধ্যায়	**সমীক্ষার পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা**		**৭৭-৭৮**
৬.১	সুপারিশমালা		৭৭
৬.১.১	স্বল্পমেয়াদি সুপারিশমালা		৭৭
৬.১.২	দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশমালা		৭৭
৬.২	উপসংহার		৭৮
	পরিশিষ্ট-১	উপকারভোগীদের জন্য সমীক্ষার প্রশ্নমালা	
	পরিশিষ্ট-২	উপকারভোগীদের সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) গাইডলাইন	
	পরিশিষ্ট-৩	চেকলিস্ট-১: কেআইআই (পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা	

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট		কমিশন, আইএমইডি এবং এডিবি)	
	পরিশিষ্ট-৪	চেকলিস্ট-২: কেআইআই (প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রকল্প সাইটে কর্মরত বাপাউবো কর্মকর্তা)	
	পরিশিষ্ট-৫	চেকলিস্ট-৩: কেআইআই (প্রকল্প সংশ্লিষ্ট উপজেলায় কর্মরত কৃষি সম্প্রসারণ ও মৎস্য কর্মকর্তা)	
	পরিশিষ্ট-৬	উপকারভোগীদের জন্য কেসস্টাডির প্রশ্নমালা	
	পরিশিষ্ট-৭	সরেজমিন পরিদর্শন চেকলিস্ট	
	পরিশিষ্ট-৮	ক্রয় সংক্রান্ত চেকলিস্ট	
	পরিশিষ্ট-৯	Terms of References (ToR)	

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক সেচ প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের 'মুহুরী সেচ প্রকল্প'; যা দীর্ঘ তিন দশকের অধিক সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়নে অন্যতম ভূমিকা পালন করেছে। পরবর্তীতে নদীতে পলি জমাট, খাল ভরাট হওয়া ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাব প্রভৃতি কারণে প্রকল্পটির কার্যকারিতা বহুলাংশে হ্রাস পায়। ফলে প্রকল্পটির আধুনিকায়নের মাধ্যমে পুনরায় অধিক পরিমাণ জমিকে সেচের আওতায় নিয়ে আসা, আধুনিক প্রযুক্তির সন্নিবেশের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা ও সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নত করার উদ্দেশ্যে "ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইম্প্রভমেন্ট প্রজেক্ট ফর মুহুরী ইরিগেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়; যা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ৫৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মূল প্রকল্পটি মোট ৪৫৭৩৫.৭২ লক্ষ (জিওবি ৮৯৩৫.৭২ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ৩৬৮০০.০০ লক্ষ) টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৭-০৬-২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বৈদেশিক অর্থায়নকারী সংস্থা এডিবি-এর ঋণচুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে মূল প্রকল্প অনুমোদিত হয়। মূল ডিপিপি অনুমোদিত ঋণচুক্তি অনুযায়ী ভৌত নির্মাণ কাজে জিওবি খাতে ১০% সংস্থান না থাকায় মূলত ডিপিপি ১ম সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে এডিবির আবেদনের প্রেক্ষিতে জুলাই, ২০১৬ সালে প্রথমবার সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মোট ৪৬৭১০.১৬ লক্ষ (জিওবি ৮৯৩৫.৭২ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ৩৭৭৭৪.৪৪ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৪ থেকে জুন, ২০২০ মেয়াদে প্রকল্পের ১ম সংশোধন করা হয়। পরবর্তীতে কতিপয় প্রকল্প অঙ্গের পরিমাণ ও ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি এবং প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর অর্থাৎ জুন, ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে মোট ৫৮০১৪.০০ লক্ষ (জিওবি ১০৪১৪.১৪ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ৪৭৬০০.০০ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পের ২য় সংশোধনী করা হয়।

প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দরিদ্রতা হ্রাস; এছাড়া আধুনিকায়ন ও প্রকল্প সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নপূর্বক ব্যবস্থাপনা, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ; বন্যা ও লবণাক্ততা প্রতিরোধ, সাগর থেকে সুরক্ষা এবং সেচ সুবিধা প্রদানপূর্বক বিদ্যমান পানি সম্পদের কার্যকর ব্যবহার; সেচ চার্জ আদায়ের জন্য Irrigation Management Operator নিয়োগ এবং সার্বিকভাবে কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও উন্নত জীবনমান নিশ্চিতকরণ। চট্টগ্রাম বিভাগের ফেনী জেলার পরশুরাম, ফুলগাজী, ছাগলনাইয়া, ফেনী সদর ও সোনাগাজী এবং চট্রগ্রাম জেলার মীরসরাই (তিনটি ইউনিয়ন) উপজেলাসহ মোট ৬টি উপজেলার সর্বমোট ৬০,২৫৮ হেক্টর ভূমির পানি সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোর পুনর্বাসন এ প্রকল্পের মাধ্যমে করা হচ্ছে ।

মুহুরী সেচ প্রকল্পের আধুনিকায়ন ও প্রকল্প সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন ও দরিদ্রতা দূরীকরণ এবং গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প ও তিস্তা প্রকল্পের অনুরূপ উন্নয়নের নিমিত্ত সংশোধিত প্রকল্প এলাকায় নিম্নলিখিত অঙ্গগুলো যথা- ৪০৫ কিমি খাল পুনঃখনন, ১৭.৮৫ কিমি উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ, ২টি স্লুইস নির্মাণ, ৪টি স্লুইস পুনর্বাসন, ৪টি পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ, ৩টি পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনর্বাসন, ১টি বৈদ্যুতিক সাবস্টেশনসহ ২১০ কিমি বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন, ১৮,০০০ হেক্টর ফার্মার ক্যানেল সিস্টেম নির্মাণ, ৮৫০টি স্কিম সংখ্যা, ৮৫০টি পাম্প হাউস, ৮৫০টি হেডার ট্যাঙ্ক, ৮৯০টি পাম্প স্থাপন, ৮৬০টি প্রিপেইড মিটার সরবরাহ ও ৮৫০ কিমি ইউপিভিসি পাইপ লাইন নির্মাণ করা।

প্রকল্পটির এ পর্যন্ত ভৌত কাজের অগ্রগতি ৪০.৩০ শতাংশ ও আর্থিক অগ্রগতি ১৭৮০৫.৫২ লক্ষ টাকা (৩০.৬৯ শতাংশ) (এপ্রিল ২০২০); যা ২০১৪ হতে ২০২০ অর্থবছরের ভৌত অগ্রগতির লক্ষমাত্রার (প্রায় ৪৬ শতাংশ) থেকে অনেকটাই কম। এছাড়া এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত অঙ্গভিত্তিক ভৌত অগ্রগতির ক্ষেত্রে উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন (৮৭ শতাংশ), খাল পুনঃখননের (৮৯ শতাংশ) কাজ প্রায় সমাপ্ত হলেও বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন (৫২ শতাংশ) ও ফার্মার ক্যানাল সিস্টেমের (১২ শতাংশ) কাজে ধীর গতি এবং বিদ্যুৎ বিতরণের জন্য সাব-স্টেশন নির্মাণে জমি এখনও অধিগ্রহণ না হওয়ায় প্রকল্পটি নির্দিষ্ট সময়ে সমাপ্ত করা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে বলে প্রতীয়মান হয়। (৩.১.৪ অনু.)।

প্রকল্পের ক্রয় (কার্য, সেবা ও পণ্য) কার্যক্রমসমূহের ভৌত কার্যের ৯টি প্যাকেজের মধ্যে সবকটির ক্রয় কার্যক্রম পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮ ও এডিবি-এর গাইডলাইন অনুসরণ করে করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। তবে প্যাকেজ CW-01, CW-02, CW-04, CW-08A দরপত্র জমার হার কম ও সর্বনিম্ন দরদাতার উদ্ধৃত দর বাস্তব সম্মত না হওয়ায় পুনঃদরপত্র আহ্বান করা হয়। এছাড়া প্রতিটি প্যাকেজ Delegation of Financial Power অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলেও গড় রেসপনসিভ দরদাতার সংখ্যা স্বাভাবিকের থেকে কম ছিল (প্রতি ক্ষেত্রেই ১ জন) (৩.২.১.১ অনু.)।

সুবিধাভোগীদের সরবরাহ করা প্রকল্প সংশ্লিষ্ট আর্থ-সামাজিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ফার্মার ক্যানাল সিস্টেম (প্রায় ৬৮ শতাংশ) ও বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন (প্রায় ৮২ শতাংশ) নির্দিষ্ট সময়ে সমাপ্ত হবে না বলে মতামত দিয়েছেন। (৩.৫.২.৭ ও ৩.৫.২.৮ অনু.) অপরদিকে, ৬২.৭৬% উপকারভোগী মনে করেন মুহুরী নদীতে ও সংশ্লিষ্ট খালে পানির প্রবাহ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে; ফলে এখন কৃষি সেচের পানি সহজলভ্য হবে এবং তাদের মতে (প্রায় ৭৮% উপকারভোগী) ফসলের নিবিড়তা ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। নদী ও খালের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তারা (৭২% উপকারভোগী) বলেছেন যে, সেখানে পানির প্রবাহ বেড়েছে ও লবণাক্ততা কমেছে (৩.৫.৩.১ অনু.)।

SWOT Analysis-এ প্রকল্পের সবল দিকসমূহ হচ্ছে অনাবাদী জমির বড় একটি অংশ শুষ্ক মৌসুমে ফসলের চাষাবাদের আওতায় আসবে ও ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি পাবে; উপকূলীয় বাঁধ ও খাল পুনঃখননের কাজ প্রায় শেষ হওয়ায় পানির প্রবাহ বৃদ্ধি ও লবণাক্ততা হ্রাস; কম খরচে কৃষকের পানি লাভের সুবিধা; স্মার্ট প্রিপেইড কার্ড চালু করায় পানির অপচয় রোধ। দুর্বল দিক হচ্ছে খাল খনন এবং স্লুইস ও পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো প্রায় সম্পন্ন হয়ে নদী ও খালে পানি প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেলেও ফার্মার ক্যানাল সিস্টেম ও বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন, পাম্পহাউসে প্রিপেইড মিটার সরবরাহে বিলম্বজনিত কারণে প্রকল্পের সুফল না পাওয়া; প্রকল্প পরবর্তী সময়ে নদীতে পলি জমা, সেচ খাল ভরাট, ফার্মার ক্যানাল সিস্টেমের পিভিসি বারিড পাইপ বিনষ্ট হওয়া, পাম্প ও প্রিপেইড মিটার অকার্যকারিতার ফলে কৌশল কী হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা না থাকা। সুযোগসমূহ হচ্ছে শুধুমাত্র খরিপ মৌসুমের কৃষিজীবীই নয়, মৎস্যজীবী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসহ সকল শ্রেণির মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা; 'বঙ্গবন্ধু শিল্প পার্ক'-এর জন্য সুপেয় পানির প্রধান সরবরাহক্ষেত্র হতে পারে এই প্রকল্প। ঝুঁকিসমূহ হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নদীতে পানির প্রবাহ হ্রাস; ভাটিতে বৃহৎ শিল্পাঞ্চল হওয়ায় নদীর পানির অধিক বরাদ্দে সেচকার্যে ব্যাঘাত; পলি জমার হার বৃদ্ধি পেলে এবং তা অপসারণের পথ রুদ্ধ হলে প্রকল্পের কার্যকারিতা ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।

প্রকল্পের মূল ডিপিপি, আরডিপিপি, বিভিন্ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও সরেজমিন পরিদর্শন করে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ প্রদান করা হলো:

ক) পানি ব্যবস্থাপনা দলগুলোতে দায়িত্বশীল উপকারভোগী কৃষকদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে; (৫.১.১৮ অনু.)

খ) ঠিকাদারদের নির্দিষ্ট সময়ে কাজ সমাপ্ত করার তাগিদ দিয়ে সময়মত কাজ সম্পন্ন করার জন্য মাঠপর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জনবল বৃদ্ধি ও WMO-র সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা দরকার; (৩.৫.২.৮ অনু.)

গ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সেচের পানির নির্ধারিত মূল্য বর্তমানে প্রতি একরে ২১০০ টাকা হলেও বেসরকারী পানি ব্যবস্থাপনা দল যাতে পানির চার্জ বৃদ্ধি না করতে পারে সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা দরকার। বেসরকারী পানি ব্যবস্থাপনা দল কর্তৃক পানির অধিক মূল্য নির্ধারণ কৃষককে ফসল চাষে নিরুৎসাহিত করতে পারে; (৫.১.৯ অনু.)

ঘ) কমিউনিটি সম্পদ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে সংশ্লিষ্ট এলাকার উপকূলীয় বাঁধ ও খালগুলোর দুই পাশের ডাইকে শক্ত শেকড় ও গভীর মূল বিশিষ্ট বৃক্ষ রোপন ও বনায়ন করা যেতে পারে; (৩.৫ অনু.)

ঙ) দরপত্র প্রক্রিয়াতে একমাত্র অংশগ্রহণ এড়ানোর জন্য দরপত্রের নথিতে সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা, আর্থিক মানদন্ড, নির্দিষ্ট দরপত্রের ক্ষমতা বিবেচনা করা যেতে পারে। নন-রেসপনসিভ দরপত্র এড়াতে দরপত্র প্রস্তুত করার কৌশলটিকে ফোকাস করে প্রাক-দরপত্র সভার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। (অনু. ৫.১.৫)

চ) ডিজাইন মোতাবেক খালগুলোর গভীরতা রক্ষার্থে জমাটবদ্ধ পলি বা স্থানীয় মানুষের ফেলা ময়লা আবর্জনা অপসারণ করে পানির প্রবাহ সঠিক রাখা প্রয়োজন; (৩.৮ অনু.)

ছ) বাপাউবো-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারদের নির্মিত অবকাঠামোগুলোর (বিশেষকরে খননকৃত খাল পাড়ের মাটি ধ্বস, পাম্প হাউসগুলোর সংরক্ষণ কাজ, বারিড পাইপের লিক/বিনষ্ট হওয়া) নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে কোথাও কোন ধরনের ক্ষতি হলে সাথে সাথেই তা মেরামতের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন; (৩.৭ ও ৫.১.৩ অনু.)

জ) প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্যাদি সম্পন্ন করা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা গোষ্ঠীকে দায়িত্ব দিয়ে ক্ষমতায়িত করা যেতে হবে; (৩.৮ ও ৩.১০ অনু.)

ঝ) সেচ সুবিধার আওতায় শুষ্ক মৌসুমে আরও অধিক ভূমিকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে ফার্মার ক্যানাল সিস্টেমের দৈর্ঘ্য ও সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে; (৩.৭ অনু.)

ঞ) জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নানামুখী প্রাকৃতিক দূর্যোগে যাতে নির্মিত বাধঁ ও অন্যান্য স্থাপনাগুলো সঠিকভাবে তদারকির অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কম হয় এবং টেকসই করা যায়, সেজন্য স্থানীয় জনগণকে এর পুনর্বাসন ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত করা যেতে পারে; (৩.৭ অনু.)

ট) শুষ্ক মৌসুমে প্রয়োজনের তুলনায় নদীগুলোর পানিপ্রবাহ অনেক কম থাকে। প্রয়োজনে জলাধার সৃষ্টি করে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে; (৩.৬ অনু.)

ঠ) বর্ষাকালে অধিক বৃষ্টিপাতের সময় জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে পানি নিষ্কাশনের নিমিত্ত ভবিষ্যৎ প্রকল্পের জন্য সমীক্ষার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিয়ন্ত্রণযোগ্য আউটলেট নির্মাণ করা যেতে পারে; (৩.৫ অনু.)

ড) উপকূলীয় বাঁধ দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসইকরণের লক্ষ্যে কংক্রিট ব্লক দিয়ে ঢাল সংরক্ষণ করা যেতে পারে; (৫.১.১৬ অনু.)

ঢ) ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে বেসলাইন সমীক্ষাপূর্বক যথাযথ ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে ডিপিপি প্রণয়ন করা উচিত যাতে ত্রুটিপূর্ণ ডিপিপি'র কারণে প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজন না পড়ে; (৫.১.১ অনু.)

ণ) 'বঙ্গবন্ধু শিল্প পার্ক'র জন্য সুপেয় পানির যোগান মুহুরী সেচ প্রকল্প থেকে পূরণ করতে চাইলে এখনই কার্যকরী পরিকল্পনা নিতে হবে যাতে সেচ প্রকল্পের পানির প্রাপ্যতায় সমস্যার সৃষ্টি না হয়; (৪.৪ অনু.)

Acronyms

ADB	Asian Development Bank
BOQ	Bill of Quantity
DAE	Department of Agricultural Extension
DPP	Development Project Proforma/Proposal
EIRR	Economic Internal Rate of Return
ERD	Economic Relations Division
FCDI	Flood Control Drainage and Irrigation
FIRR	Financial Internal Rate of Return
FGD	Focus Group Discussion
GoB	Government of Bangladesh
G-K	Ganges-Kobadak
ICC	Implementation Coordination Committee
IMED	Implementation Monitoring and Evaluation Division
IMIP	Irrigation Management Improvement Project
IMO	Irrigation Management Operator
ISC	Irrigation Service Charge
KII	Key Informants Interview
LLP	Low Lift Pump
MIP	Muhuri Irrigation Project
MIS	Management Information System
MOM	Management Operation and Maintenance
NGO	Non-Governmental Organization
PMDC	Project Management and Design Consultant
PMU	Project Management Unit
PPA	Public Procurement Act
PPP	Public Private Partnership
PPR	Public Procurement Rules
PPTA	Project Preparatory Technical Assistance
RFP	Request for proposal
RDPP	Revised Development Project Proforma/Proposal
SPSS	Statistical Package for the Social Sciences
SWOT	Strengths Weaknesses Opportunities and Threats
TOR	Terms of Reference
WMA	Water Management Association
WMF	Water Management Federation
WMG	Water Management Group
বাপাউবো	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

প্রথম অধ্যায়

প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা

১.১ প্রকল্পের পটভূমি

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের চট্টগ্রাম বিভাগের চট্টগ্রাম ও ফেনী জেলার মুহুরী উপত্যকায় ফেনী, মুহুরী ও সিলোনিয়া নামক তিন নদীর মোহনায় ক্লোজার ও রেগুলেটর নির্মাণপূর্বক ১৯৭৭-৭৮ হতে ১৯৮৫-৮৬ সালে "মুহুরী সেচ প্রকল্প" নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। বাংলাদেশে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত সেচ প্রকল্পগুলির অন্যতম একটি প্রকল্প হচ্ছে "মুহুরী সেচ প্রকল্প" যা একটি সার্থক ও কার্যকরী প্রকল্প। কিন্তু দীর্ঘ প্রায় তিন দশক পর প্রকল্পটিতে নানাবিধ কারণে আর আগের মত সেচ সুবিধা প্রদান করা সম্ভবপর ছিল না। বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে প্রকল্প সংলগ্ন এলাকার ফসলের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছিল। ফলে মুহুরী সেচ প্রকল্প ও অনুরূপ প্রকল্পগুলোর আধুনিকায়নে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)-এর অর্থায়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড-এর আওতাধীন বৃহদাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (FCDI) সমূহের জন্য উন্নতর নব ব্যবস্থাপনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে DIAMMIS (Developing Innovative Approach to Management of Major Irrigation Schemes) শীর্ষক Capacity Development Technical Assistance (CDTA) সমীক্ষা প্রকল্প বিগত নভেম্বর ২০০৯ হতে ফেব্রুয়ারি ২০১১ পর্যন্ত পরিচালিত হয়। সমীক্ষায় মুহুরী সেচ প্রকল্প (MIP)-এর জন্য Specialized Management Unit (SMU) সম্বলিত একটি Improved Management System প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়। পরবর্তীতে ২০১২ সালে এডিবি-এর অর্থায়নে 'Preparing Irrigation Management Improvement Program' শীর্ষক Project Preparatory Technical Assistance-PPTA-IMIIP সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ নেওয়া হয়। উক্ত সমীক্ষা প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল মুহুরী সেচ প্রকল্প (MIP)-এর আধুনিকায়ন/পুনর্বাসনসহ কার্যকরী Irrigation Service Charge (ISC) আদায়ের মাধ্যমে চাহিদা মাফিক পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) পদ্ধতিযুক্ত আধুনিক ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন ও বিনিয়োগ প্রকল্পের খসড়া ডিপিপি প্রণয়ন। এছাড়া মুহুরী সেচ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পাইপলাইন দ্বারা বৈদ্যুতিক পাম্পের সাহায্যে প্রিপেইড মিটার ব্যবস্থায় খাল থেকে সেচের পানি সরবরাহ পদ্ধতি প্রণয়ন করা এবং গজ্ঞা-কপোতাক্ষ (জি-কে) ও তিস্তা প্রকল্পের অনুরূপ উন্নয়নের নিমিত্ত বিস্তারিত সমীক্ষা সম্পন্নকরণ এ সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। উক্ত সমীক্ষা প্রকল্পদ্বয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে মুহুরী সেচ প্রকল্প-এর আধুনিকায়ন ও পুনর্বাসনসহ প্রকল্পটিকে টেকসই করার উদ্দেশ্যে এবং জি-কে ও তিস্তা প্রকল্পে অনুরূপ উন্নয়নের নিমিত্ত পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা কাজ পরিচালনার জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক –এর ঋণ সহযোগিতায় **"ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফর মুহুরী ইরিগেশন প্রজেক্ট"** শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

জুন/২০১৪ সালে অনুমোদিত হওয়া "ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফর মুহুরী ইরিগেশন প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম হলো বাঁধ পুনর্বাসন, খাল পুনঃখনন, সেচের পানি সরবরাহের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পাইপলাইন স্থাপন, পাম্পসমূহের বিদ্যুতায়ন ও স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদান ইত্যাদি। কিন্তু বৈদেশিক অর্থায়নকারী সংস্থা এডিবি'র ঋণচুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে মূল প্রকল্প অনুমোদিত হয়। মূল ডিপিপি অনুমোদিত ঋণচুক্তি অনুযায়ী ভৌত নির্মাণ কাজে জিওবি খাতে ১০% সংস্থান না থাকায় মূলত ডিপিপি ১ম সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে এডিবি'র আবেদনের প্রেক্ষিতে জুলাই, ২০১৬ সালে প্রথমবার সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে বিস্তারিত ও সংশোধিত নকশা, বিভিন্ন সামগ্রীর দর বৃদ্ধি, প্রায় পাঁচ বছরের মুদ্রাস্ফীতি, সর্বনিম্ন দরদাতার উদ্ধৃত মূল্য, নতুন নকশা অনুযায়ী বিভিন্ন নতুন আইটেমের অন্তর্ভুক্তির কারণে ২য় সংশোধনীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে প্যাকেজ CW-04 এর ক্রয় পদ্ধতি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা, ভৌত কাজের দরবৃদ্ধি এবং ডলারের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে ব্যয় বৃদ্ধি, প্যাকেজ নং CW-06 এবং CW-07-এর নকশা প্রস্তুতের কাজ বিলম্বিত হওয়া, এডিবি কর্তৃক নির্ধারিত বরাদ্দ অপেক্ষা

১৩.৫ মিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত অর্থায়নের সম্মতি ও প্রকল্পটি জুন/২০২২ সালে সমাপ্তির জন্য PAM এ বর্ণিত ব্যয় বরাদ্দের তুলনায় অপ্রতুল বরাদ্দ, প্রশিক্ষণখাতে ঋণচুক্তি এর চেয়ে বেশি বরাদ্দ ইত্যাদি কারণে প্রকল্পের ২য় সংশোধন করা হয়েছে।

মুহুরী সেচ প্রকল্পের আধুনিকায়ন ও প্রকল্প সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন ও দরিদ্রতা দূরীকরণ এবং গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প ও তিস্তা প্রকল্পের অনুরূপ উন্নয়নের নিমিত্ত সংশোধিত প্রকল্প এলাকায় ৪০৫ কিমি খাল পুনঃখনন, ১৭.৮৫ কিমি উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ, ২টি স্লুইস নির্মাণ, ৪টি স্লুইস পুনর্বাসন, ৪টি পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ, ৩টি পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনর্বাসন, ১টি বৈদ্যুতিক সাবস্টেশনসহ ২১০ কিমি বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন, ১৮,০০০ হেক্টর ফার্মার ক্যানেল সিস্টেম নির্মাণ, ৮৫০টি স্কিম সংখ্যা, ৮৫০টি পাম্প হাউস, ৮৫০টি হেডার ট্যাঙ্ক, ৮৯০টি পাম্প স্থাপন, ৮৬০টি প্রিপেইড মিটার সরবরাহ ও ৮৫০ কিমি ইউপিভিসি পাইপ লাইন নির্মাণ করা।

মূল প্রকল্পটি মোট ৪৫৭৩৫.৭২ লক্ষ (জিওবি ৮৯৩৫.৭২ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ৩৬৮০০.০০ লক্ষ) টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৭-০৬-২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মোট ৪৬৭১০.১৬ লক্ষ (জিওবি ৮৯৩৫.৭২ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ৩৭৭৭৪.৪৪ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৪ থেকে জুন, ২০২০ মেয়াদে প্রকল্পের ১ম সংশোধন করা হয়। এর পরবর্তীতে কতিপয় প্রকল্প অঙ্গের পরিমাণ ও ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি এবং প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর অর্থাৎ জুন, ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে মোট ৫৮০১৪.০০ লক্ষ (জিওবি ১০৪১৪.১৪ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ৪৭৬০০.০০ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পের ২য় সংশোধনী করা হয়।

“ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফর মুহুরী ইরিগেশন প্রজেক্ট” শীর্ষক প্রকল্পটি চট্টগ্রাম বিভাগের ফেনী জেলার পরশুরাম, ফুলগাজী, ছাগলনাইয়া, ফেনী সদর, সোনাগাজী ও চট্রগ্রাম জেলার মীরসরাই (আংশিক) উপজেলাসহ মোট ৬টি উপজেলার মোট ৬০,২৫৮ হেক্টর ভূমির পানি সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোর পুনর্বাসন করা হচ্ছে। প্রকল্প এলাকায় মোট চাষযোগ্য ভূমির পরিমান ২৮,৬৬৩ হেক্টর। এর মধ্যে প্রকল্প শুরুর আগে ভূ-উপরস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ মোট সেচকৃত ভূমি হচ্ছে ১৭,৯০০ হেক্টর; যা প্রকল্প শেষে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ২৩,৬০০ হেক্টর।

এ প্রেক্ষিতে প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলো কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে তা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ, প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা, পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ এর নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা এবং প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ করার জন্য সমীক্ষাটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনার জন্য পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান “ইস্কার্ফ কনসাল্টিং সার্ভিসেস”-কে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

১.৩ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

প্রকল্পের নাম	:	ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফর মুহুরী ইরিগেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)		
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (পাসম)		
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)		
প্রকল্প ব্যয়	:	৫৮০ কোটি টাকা (২য় সংশোধিত)		
বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২২ (২য় সংশোধিত)		
প্রকল্পের অবস্থান	:	জেলা	ফেনী	চট্টগ্রাম

		উপজেলা	পরশুরাম, ছাগলনাইয়া, ফেনী সদর, সোনাগাজী ও ফুলগাজী	মিরসরাই
নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের জন্য নির্বাচনের যৌক্তিকতা	:	❖ মূল প্রকল্পটি নির্দিষ্ট সময়ে সমাপ্ত না হওয়া ও প্রকল্পের দুইবার সংশোধনীর কারণে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া; এবং ❖ প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলো কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে/হচ্ছে তা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ, প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা, পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর- ২০০৮ এর নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয়েছিল/হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করা;		

১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ❖ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দরিদ্রতা হ্রাস;
- ❖ মুহুরী সেচ প্রকল্প (MIP) এর আধুনিকায়ন ও প্রকল্প সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নপূর্বক ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (MOM);
- ❖ বন্যা ও লবণাক্ততা প্রতিরোধ, সাগর থেকে সুরক্ষা এবং সেচ সুবিধা প্রদানপূর্বক বিদ্যমান পানি সম্পদের কার্যকর ব্যবহার;
- ❖ মুহুরী সেচ প্রকল্পের ভৌত নির্মাণ কাজে তদারকী, ভূগর্ভস্থ পাইপলাইন স্থাপনের নক্শা প্রণয়ন ও সেচ চার্জ আদায়ের জন্য Irrigation Management Operator (IMO) নিয়োগ;
- ❖ মুহুরী সেচ প্রকল্পের বাস্তব কাজের অবশিষ্ট ডিজাইন সম্পন্নকরণ, প্রাক্কলনসহ জি-কে এবং তিস্তা সেচ প্রকল্পে অনুরূপ উন্নয়নের নিমিত্ত পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা কাজ পরিচালনা জন্য Project Management and Design Consultant (PMDC) নিয়োগ করা; এবং
- ❖ সার্বিকভাবে কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও উন্নত জীবনমান নিশ্চিতকরণ;

ছবি-২.১: বাংলাদেশের মানচিত্রে এক নজরে প্রকল্প এলাকা

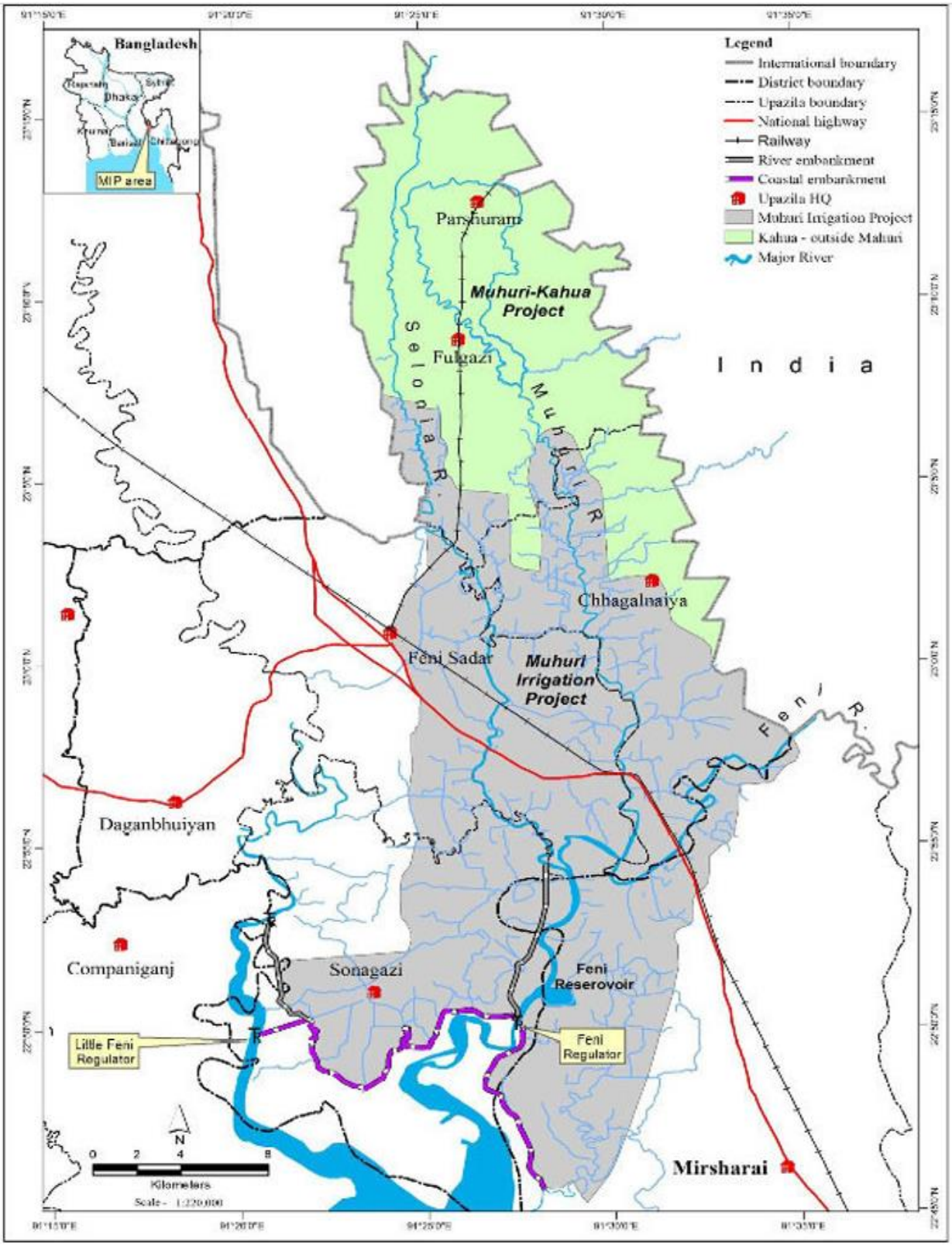

১.৪ অনুমোদন, সংশোধন ও মেয়াদ বৃদ্ধি

"ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফর মুহুরী ইরিগেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক মূল প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করার কথা থাকলেও নানাবিধ কারণে তা ১ম ও ২য় বার সংশোধিত হয়ে জুন, ২০২২ পর্যন্ত করা হয়েছে। সর্বশেষ ২য় বার সংশোধিত হওয়ার ফলে প্রকল্পের মেয়াদ দুই বছর বৃদ্ধি পেয়েছে।

টেবিল-১.১: প্রকল্পের অনুমোদন/সংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধি

	প্রাক্কলিত ব্যয়	বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ	অনুমোদনকারী সংস্থা
মূল	৪৫৭৩৫.৭২ লক্ষ টাকা	জুলাই, ২০১৪ থেকে জুন, ২০১৯	১৭/০৬/২০১৪	একনেক
১ম সংশোধিত	৪৬৭১০.১৬ লক্ষ টাকা	জুলাই, ২০১৪ থেকে জুন, ২০২০	১৩/০৭/২০১৬	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
২য় সংশোধিত	৫৮০১৪.০০ লক্ষ টাকা	জুলাই, ২০১৪ থেকে জুন, ২০২২	১৫/১০/২০১৯	একনেক

তথ্যসূত্রঃ ডিপিপি (২০১৪), আরডিপিপি (২য় সংশোধিত) (জুন, ২০১৯)

টেবিল-১.২: প্রকল্পের সংশোধন ও ব্যয়ের বাস্তব অগ্রগতি

প্রাক্কলিত ব্যয়		**প্রকৃত ব্যয় (এপ্রিল ২০২০)**	**পরিকল্পিত বাস্তবায়ন**		**প্রকৃত ব্যয় (সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)**	**বাস্তব অগ্রগতি (এপ্রিল ২০২০)**
মূল ডিপিপি অনুযায়ী	**সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী**		**মূল ডিপিপি অনুযায়ী**	**সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী**		
৪৫৭৩৫.৭২ লক্ষ টাকা	৫৮০১৪.০০ লক্ষ টাকা	১৭৮০৫.৫২ লক্ষ টাকা	জুলাই ২০১৪-জুন ২০১৯	জুলাই ২০১৪-জুন ২০২২	৩০.৬৯%	৪০.৩০%

১.৪.১ প্রকল্প ও ডিপিপি সংশোধনীর কারণ ও যৌক্তিকতা

প্রথম সংশোধনীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী সাহায্যকারী সংস্থা এডিবি'র ঋণচুক্তির পূর্বে মূল ডিপিপি অনুমোদিত হওয়ায় মূল ডিপিপিতে ঋণচুক্তি অনুযায়ী জিওবি খাতে ১০% সংস্থান না থাকায় মূলত ডিপিপি ১ম সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আবার বিস্তারিত ও সংশোধিত নকশা, বিভিন্ন সামগ্রীর দর বৃদ্ধি, প্রায় পাঁচ বছরের মুদ্রাস্ফীতি, সর্বনিম্ন দরদাতার উদ্ধৃত মূল্য, নতুন নকশা অনুযায়ী বিভিন্ন নতুন আইটেমের অন্তর্ভুক্তির কারণে দ্বিতীয় সংশোধনীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই সব কারণের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলোঃ

- শুধু উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসনে ৪.৮৫ কিমি অংশ তুলনামূলক ভাল থাকায় প্রকল্পের ১ম সংশোধনীতে উপকূলীয় বাঁধ এর দৈর্ঘ্য ২২.৬০ কিমি হতে কমে ১৭.৭৫ কিমি করা হয়। পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি হতে জানা যায় যে, মূল ডিপিপিতে ২২.৬০ কিমি উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসনের কাজ নির্ধারিত ছিল। প্রি-ওয়ার্ক জরিপে ৪.৮৫ কিমি অংশ তুলনামূলক ভাল থাকায় মোট ১৭.৭৫ কিমি কাজের ব্যয় প্রাক্কলন করা হয় ও বাস্তবায়ন শুরু হয়। পরবর্তীতে দেখা যায়, ৭.৭৫ কিমি দৈর্ঘ্যে পাকা রাস্তা বিদ্যমান ও বাঁধের প্রায় ২.৫০ কিমি অংশে বাঁধের নদীর দিকে স্লোপে

পুকুর/নিচু/খাঁড়া অংশ থাকায় স্লোপ প্রতিরক্ষায় জন্য নতুন নকশার প্রয়োজন হয়। উক্ত অনুমোদিত নকশা ও উদ্ভুত দরপত্র বহির্ভূত আইটেম অনুসারে এ খাতে পরিমাণ হ্রাস এবং ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ও প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজন পড়ে।

- প্রকল্পের সমীক্ষা/১ম সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে ৪৬০ কিমি খাল পুনঃখনন উল্লেখ থাকলেও কাজ বাস্তবায়নকালীন সময়ে নকশা ও প্রাক-জরিপ অনুসারে মোট মাটির পরিমান প্রায় ৩০% কম পাওয়া, কতিপয় খাল এলজিইডি/বিএডিসি কর্তৃক খনন করা, খনন করার নির্ধারিত স্থানে বাড়িঘর, রাস্তা বিদ্যমান থাকা ও কিছু খাল খননের প্রয়োজনীয়তা না থাকায় প্রকল্পের ২য় সংশোধনীতে খালের দৈর্ঘ্য ৫৫ কিমি হ্রাস পেয়ে ৪০৫ কিমি হয়েছে।

- প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে ৫টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো (২ ভেন্ট-২টি, ৪ ভেন্ট-২টি ও ৭ ভেণ্ট-১টি) নির্মাণ বাবাদ ১৯.৫৮ কোটি টাকা এবং ৩টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো পুনর্বাসন বাবদ ১.২৮ কোটি টাকার (প্রতিটি গড়ে ৪২.৬৭ লক্ষ টাকা) সংস্থান রাখা হয়। পরবর্তীতে, ১টি ৭ -ভেন্ট এর পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা না থাকায় প্রকল্পের ২য় সংশোধনীতে ৪টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো রাখা হয়। ৫টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোর পরিবর্তে প্রকল্পের ২য় সংশোধনী প্রস্তাবে ৪টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্ধারিত হওয়ায় এ খাতে ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া অনুমোদিত নকশা মোতাবেক সেচ খালের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়মিত মনিটরিং এর জন্য ৪০০টি খাল রেফারেন্স সেকশন নির্মাণ কাজের ব্যয়ও স্লুইস/পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ/মেরামত খাতে যোগ করা হয়েছে।

- ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে ২টি স্লুইস (প্রতিটি ২ভেন্ট) নির্মাণ বাবদ ৪.৪৫ কোটি টাকা (প্রতিটি গড়ে ২.২২৫০ কোটি টাকা) এবং ৪টি স্লুইস পুনর্বাসন বাবদ ১.৪৩ কোটি টাকা রয়েছে। ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে ২টি স্লুইস নির্মাণ বাবদ প্রতিটি ২.৩০৫০ কোটি টাকা করে ৪.৬১ কোটি টাকা এবং ৪টি স্লুইস পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে ১.৮৩ কোটি টাকা করা হয়েছে। এই ব্যয় বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, দরপত্র অন্তর্ভুক্ত আইটেম (শিট পাইল, রং করা, ওয়েল্ডিং, সিসি ব্লক নির্মাণ ইত্যাদি) এবং দরপত্র বহির্ভুত নতুন আইটেম (এপ্রোচ রোড নির্মাণ, পরিবহনকৃত মাটির কাজ, অতিরিক্ত/স্লাশি মাটি অপসারণ, ফ্লাপ গেইট ও গেইট পেইন্টিং ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় নতুন নকশার আলোকে ভেরিয়েশন প্রস্তাব অনুযায়ী চুক্তিমূল্য নির্ধারিত হওয়ায় এ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

- ফার্মার ক্যানাল সিস্টেম বিষয়ে জানা যায়, প্রকল্পের ১ম সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে ১৭০০০ হেক্টর ফার্মার ক্যানাল সিস্টেম (স্কিম ৮৫০টি, পাম্প ৯৫০টি, পাম্প হাউস-০টি, হেডার ট্যাঙ্ক-০টি, ইউপিভিসি পাইপ ৬৮০ কিমি, প্রি-পেইড মিটার ৮০০টি) বাবদ ১১২.২২ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়। প্রকল্পের ২য় সংশোধনীতে ১৮০০০ হেক্টর ফার্মার ক্যানাল সিস্টেম (স্কিম ৮৫০টি, পাম্প ৮৯০টি, পাম্প হাউস-৮৫০টি, হেডার ট্যাঙ্ক-৮৫০টি, ইউপিভিসি পাইপ ৮৫০ কিমি, প্রি-পেইড মিটার ৯০২টি) বাবদ ২১৭.৫০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়। এই সংশোধনের কারণ সম্পর্কে জানা যায়, প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ফার্মারস ক্যানাল সিস্টেম, প্রি-পেইড মিটার, পাম্প ও বারিড পাইপ ইত্যাদি (প্যাকেজ CW-05, CW-06, CW-07) এর ব্যয় প্রাক্কলন ২০১৩-১৪ সালের দর অনুযায়ী টিপিক্যাল ডিজাইন অনুসরণ করে পিপিটিএ পরামর্শক কর্তৃক প্রণীত হয়। ইতোমধ্যে প্রায় ০৫ বছর অতিবাহিত হওয়ায় রেট শিডিউল পরিবর্তনের কারণে ২০১৭-১৮ সালের শিডিউল রেট এবং নতুন আইটেমের অন্তর্ভুক্তি (মূল প্রাক্কলন ৭৫টি আইটেমের বিপরীতে অনুমোদিত নকশানুসারে ১১৩টি হয়) এবং আন্তর্জাতিক দরপত্র আহব্বানের মাধ্যমে গৃহীত দরপত্রের সর্বনিম্ন রেসপনসিভ দরদাতার উদ্ধৃত মূল্যের ভিত্তিতে ২য় সংশোধনীতে ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়।

- ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে একটি সাব-স্টেশনসহ ১৮০ কিমি বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন উন্নতকরণ বাবদ ৪৪.৪০ কোটি টাকার সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পের এই অঙ্গের ব্যয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক জানা যায়, বিদ্যুতায়ন বিলিকরণ পদ্ধতি উন্নতকরণ আইটেমটি প্রকল্পের cw-04 প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত প্যাকেজের রেসপনসিভ সর্বনিম্ন দরপত্র মূল্য ৪৬৯৪.০০ লক্ষ টাকা কিন্তু ডিপিপিতে বরাদ্দ সংস্থান কম থাকায় কাজের পরিমাণ কমিয়ে ৪৪৩৬.০০ লক্ষ টাকার কার্যাদেশ দেওয়া হয়। ফলে, একটি সাবস্টেশন ও ১৮০ কিমি বিতরণ লাইন নির্মাণের জন্য দরপত্র মোতাবেক অতিরিক্ত ২৫৮.০০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন পড়ে। এছাড়া প্রাক-মূল্যায়নে ওভারহেড বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ১৮০ কিমি'র পরিবর্তে ৩০ কিমি বৃদ্ধি পেয়ে ২১০ কিমি হওয়ায় অতিরিক্ত ৫৫০.০০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন দেখা দেয়। অধিকন্তু ৮৫০টি স্কিমে বিদ্যুৎ এনার্জি মিটার সংযোগ, নিরাপত্তা ও এপ্লিকেশন জামানত, ফিজিবিলিটি, ৫টি স্কিমে সোলার বিদ্যুৎ স্থাপনের জন্য দরপত্র বহির্ভুত ৩২৫.০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে সংস্থানকৃত ৪৪.৪০ কোটি টাকার বিপরীতে মোট ৫৬ কোটি টাকার প্রয়োজন হওয়ায় এ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

- প্রকল্পের ১ম সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে পরামর্শক সেবা যথা-প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এন্ড ডিজাইন কন্সাল্টেন্ট (পিএমডিসি) (আন্তর্জাতিক ৮২ জনমাস ও দেশীয় ৪৯৮ জনমাস) বাবদ ৫২.৮৮ কোটি টাকা এবং পরামর্শক সেবা যথা- ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট অপারেটর (আইএমও) ফর এমআইপি (আন্তর্জাতিক ৪৪ জনমাস ও দেশীয় ১৩৭৪ জনমাস) বাবদ ৪৮.২৬ কোটি টাকা সংস্থান রাখা হয়। প্রকল্পের ২য় সংশোধনী প্রস্তাবে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এন্ড ডিজাইন কন্সাল্টেন্ট (পিএমডিসি) (আন্তর্জাতিক ৪৯ জনমাস ও দেশীয় ১৫২০ জনমাস) বাবদ ৫৪.১৮৩৩ কোটি টাকা এবং পরামর্শক সেবা যথা- ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট অপারেটর (আইএমও) ফর এমআইপি (আন্তর্জাতিক ৪৪ জনমাস ও দেশীয় ১৩৭৪ জনমাস) বাবদ ৫৫.৪৪৭৪ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়। পরামর্শক খাতে ব্যয় বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি জানান যে প্রকল্পের ১ম সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী সংশোধিত চুক্তিমূল্য পিএমডিসি পরামর্শক বাবাদ ৫৮.৮৭ কোটি, এর মধ্যে ৪.৬৯ কোটি টাকা ট্যাক্স, ভ্যাট খাতে দেখানো আছে, অবশিষ্ট ৫৪.১৮৩৩ কোটি টাকা পিএমডিসি সেবা খাতে প্রদর্শন করা হয়েছে। এছাড়া, আইএমও পরামর্শক বাবদ মূল চুক্তিমূল্য ৫০.৭৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১.১৩ কোটি টাকা ট্যাক্স, ভ্যাট খাতে দেখানো হয়েছে, অবশিষ্ট ৪৯.৬১ কোটি টাকার সাথে ২ বছর সময় বৃদ্ধির জন্য আরও অতিরিক্ত ৫.৮৪ কোটি টাকাসহ মোট ৫৫.৪৫ টাকা দেখানো হয়েছে।

- প্রকল্পের ১ম সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে ভূমি অধিগ্রহণের কোনো সংস্থান ছিল না। প্রকল্পের ২য় সংশোধনীতে ৪০ শতাংশ ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ৫০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। এই ব্যয় বৃদ্ধির ব্যাপারে জানা যায়, প্রকল্পের আওতায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১টি সাবস্টেশন নির্মাণ দরকার। ইতোমধ্যে খাসজমি সংগ্রহের জন্য জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হলেও সুনির্দিষ্ট জায়গায় খাস জমি না পাওয়ায় সাবস্টেশন নির্মাণ কাজ ব্যহত হচ্ছে বিধায় প্রকল্পের ২য় সংশোধনী প্রস্তাবে ৪০ শতাংশ ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ৫০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়।

- প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি'র ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ভৌত কাজের মোট ১৩টি প্যাকেজের সংস্থান আছে। তন্মধ্যে ৯টি প্যাকেজের টেন্ডার আহবান করা হয়েছে; যার ৬টি কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং ৩টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পের ২য় সংশোধনী অনুযায়ী খাল পুনঃখননে প্রি-ওয়ার্ক জরিপ ও নকশা অনুযায়ী ৩০% কম আর্থওয়ার্ক ভলিউম দেখা দেওয়ায় ক্রয়-পরিকল্পনায় ৪টি প্যাকেজ (CW-09, CW-11, CW-12, CW-13) বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। ফলে ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে ৯টি পূর্ত কাজের প্যাকেজ (CW-01, CW-02, CW-03, CW-04, CW-05, CW-06, CW-07, CW-8A, CW-8B) ও ২টি পরামর্শক সেবার প্যাকেজ (CS-1, CS-2) অন্তর্ভুক্ত হয়।

টেবিল-১.৩: সংক্ষেপে ডিপিপি সংশোধন

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ	মূল ডিপিপি		১ম সংশোধিত ডিপিপি		২য় সংশোধিত ডিপিপি		১ম হতে ২য় সংশোধনীর আর্থিক ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি (%)
		আইটেম	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	আইটেম	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	আইটেম	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	
১	উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন	২২.৬০ কিমি	৫৯৯.৬৩	২২.৬০ কিমি	২৮৪.০০	১৭.৭৫ কিমি	৫৪৪.০০	১০৭.০৪% বৃদ্ধি
২	স্লুইচ পুনর্বাসন	৪টি	১৩০.০৯	৪টি	১৪৩.০০	৪টি	১৮৩.১৫	২৮.০৮% বৃদ্ধি
৩	স্লুইচ নির্মাণ (২×৩ ভেন্টস)	২টি	৪০৪.৮৭	২টি	৪৪৫.০০	২টি	৪৬১.৬৪	২৬.২১% বৃদ্ধি
৪	পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো পুনর্বাসন	৩টি	১১৬.০১	৩টি	১২৮.০০	৩টি	২২৪.২৩	৭৫.১৮% বৃদ্ধি
৫	পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ	৫টি	১৭৮০.০২	৫টি	১৯৫৮.০০	৪টি	৮৯৫.৯৭	৫৪.২৪% হ্রাস
৬	খাল পুনঃখনন	৪৬০.০০ কিমি	৬১৬৮.৮০	৪৬০.০০ কিমি	৭১৬০.০০	৪০৫.০০ কিমি	৪১১২.৮৪	৪২.৫৬% হ্রাস
৭	ফার্মার ক্যানাল সিস্টেম	১৭০০০ হেক্টর	১০১৮৫.৫৮	১৭০০০ হেক্টর	১১২২২.০০	১৮০০০ হেক্টর	২১৭০০.০০	৯৩.৩৭% বৃদ্ধি
৮	বিদ্যুতায়ন বিলিকরণ পদ্ধতি উন্নতকরণ	১৮০.০০ কিমি	২৪০০.০০	১টি সাব-স্টেশনসহ ১৮০.০০ কিমি	৪৪৪০.০০	১টি সাব-স্টেশনসহ ২১০.০০ কিমি	৫৬০০.০০	২৬.১৩% বৃদ্ধি
৯	স্কিম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	১টি	২৮০৮.০০	১টি	২০০০.০০	১টি	২০০০.০০	হ্রাস/বৃদ্ধি নেই
মোট		**-**	**৪৫৭৩৫.৭২**	**-**	**৪৬৭১০.১৬**	**-**	**৫৮০১৪.০০**	

তথ্যসূত্রঃ ডিপিপি (২০১৪), আরডিপিপি (২য় সংশোধিত) (জুন, ২০১৯)

১.৫ অর্থায়নের অবস্থা (মূল/সংশোধন-এর হ্রাস/বৃদ্ধির হার)

টেবিল-১.৪: অর্থায়নের মূল/সংশোধনের হ্রাস/বৃদ্ধি

	প্রাক্কলিত ব্যয়			ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি			বৃদ্ধির হার (%)
	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
মূল	৪৫৭৩৫.৭২	৮৯৩৫.৭২	৩৬৮০০.০০	-	-	-	-
১ম সংশোধিত	৪৬৭১০.১৬	৮৯৩৫.৭২	৩৭৭৭৪.৪৪	৯৭৪.৪৪	-	৯৭৪.৪৪	**২.১৩%**
২য় সংশোধিত	৫৮০১৪.০০	১০৪১৪.০০	৪৭৬০০.০০	১১৩০৩.৮৪	১৪৭৮.২৮	৯৮২৫.৫৬	**২৪.৭২%**

তথ্যসূত্রঃ ডিপিপি (২০১৪), আরডিপিপি (২য় সংশোধিত) (জুন, ২০১৯)

১.৬ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজসমূহ

টেবিল-১.৫: প্রকল্পের প্রধান অঙ্গের পরিমাণ ও প্রাক্কলিত ব্যয়

ক্রমিক নং	মূল অঙ্গসমূহ	সংখ্যা/পরিমাণ	সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)
১	উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন	১৭.৭৫ কিমি	৫.৪৪০০
২	স্লুইচ পুনর্বাসন	৪টি	১.৮৩১৫
৩	স্লুইচ নির্মাণ (২×৩ ভেন্টস)	২টি	৪.৬১৬৪
৪	পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো পুনর্বাসন	৩টি	২.২৪২৩
৫	পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ (২×২ ভেন্টস, ১×১ ভেন্টস, ১×৫ ভেন্টস)	৪টি	৮.৯৫৯৭
৬	খাল পুনঃখনন	৪০৫.০০ কিমি	৪১.১২৮৪
৭	ফার্মার ক্যানেল সিস্টেম	১৮০০০ হেক্টর	২১৭.০০০০
৮	বিদ্যুতায়ন বিলিকরণ পদ্ধতি উন্নতকরণ	১টি সাব-স্টেশনসহ ২১০.০০ কিমি	৫৬.০০০০
৯	স্কিম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	১টি	২০.০০০০

তথ্যসূত্রঃ ডিপিপি (২০১৪), আরডিপিপি (২য় সংশোধিত) (জুন, ২০১৯)

১.৭ অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

"ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফর মুহুরী ইরিগেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক চলমান প্রকল্পটি জুন, ২০২২ সালে সমাপ্ত হবে। এর মধ্যে বেশ কিছু প্রকল্প উপাদান/অঙ্গের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। নিচে প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক কাজের সর্বশেষ অগ্রগতির অবস্থা সারণি আকারে দেওয়া হলঃ

টেবিল-১.৬: প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক প্রধান কাজের এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি

ক্রমিক নং	মূল অঙ্গসমূহ	একক	এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত কাজের অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	
			বাস্তব (%)	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	আইটেমের ভৌত (%)	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	আইটেমের ভৌত (%)	আর্থিক (লক্ষ টাকা)
১	উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন	১৭.৭৫ কিমি	৮৭.০০ %	২১১.৮৪	৪৭.৭৯%	২৬০.০০	১৭.০০%	-
২	স্লুইসের পুনর্বাসন ও খাল উল্লেখপূর্বক (৮০)	৪টি	৬৩.৭৯ %	৭৯.৭৩	৬৫.৬৭%	৪২৩.৪৪	২.৮৭%	৭১.৮৯
৩	স্লুইস নির্মাণ (২*৩ ভেন্ট) খাল উল্লেখপূর্বক (৯৪)	২টি	৬৪.৫০ %	২০০.৯৬		-	২.৮৭%	
৪	পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর পুনর্বাসন খাল উল্লেখপূর্বক (৫৮)	৩টি	৬৩.৭৯ %	১২৮.৯৯	৪১.০৪%	৪৫৯.৭৬	২.৮৭%	-

ক্রমিক নং	মূল অঙ্গসমূহ	একক	এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত কাজের অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	
			বাস্তব (%)	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	আইটেমের ভৌত (%)	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	আইটেমের ভৌত (%)	আর্থিক (লক্ষ টাকা)
৫	পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর নির্মাণ (২*২ ভেন্টস, ১*১ ভেন্টস, ১*৫ ভেন্টস) খাল উল্লেখপূর্বক (১৬৮)	৪টি	৬৩.৭৯ %	৫১৫.৩৯		-	১.৪৩%	-
৬	খাল পুনঃখনন	৪০৫ কিমি	৮৯.০০ %	৩৩৫৪.৮৭	২৩.৮৮%	৯৮১.৯৭	৮.০০%	২২১.৯৯
৭	ফার্মার ক্যানাল সিস্টেম (১৮০০০ হেক্টর সেচ) [স্কিম-৮৫০টি; পাম্প-৮৯০টি; পাম্প হাউস-৮৫০টি; হেডার ট্যাংক-৮৫০টি; পিভিসি পাইপ-৮৫০কিমি; প্রিপেইড মিটার-৮৬০টি;	১৮০০০ হেঃ	১২.৬৩ %	১২৯৩.৮৪	২২.৩০%	৪৮৩৮.৮১	৪.৪৩%	২০৯২.৩৬
৮	বিদ্যুতায়ন বিলিকরণ পদ্ধতি উন্নতকরণ	১টি সাব-স্টেশনসহ ২১০.০০ কিমি	৫২.০০ %	২০৫০.৭৭	২৫.০০%	১৪০০.০০	০.০০%	-
৯	স্কিম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (ভূ-গর্ভস্থ পাইপলাইনের আংশিক নির্মাণ; ফার্মের সেচ ব্যবস্থাপনা) (নতুন প্যাকেজ)	১টি	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	-	-

তথ্যসূত্রঃ আরডিপিপি (২য় সংশোধিত) (জুন, ২০১৯), প্রকল্প অফিস ও আইএমইডি-০৫

১.৮ প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা

ডিপিপি ও আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় কর্মপরিকল্পনার টেবিল নিচে উল্লেখ করা হল-

টেবিল-১.৭: প্রকল্পের বছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	প্রকল্প সংশোধন	ব্যয়				
		জিওবি (এফই)	প্রকল্প সাহায্য (পিএ)			মোট
			আরপিএ		ডিপিএ	
			জিওবি	বিশেষ হিসাব		
১	২	৩	৪	৫	৬	৯
বছর-১-অর্থবছরঃ ২০১৪-১৫	২য় সংশোধন	২০৭.৯৯ (-)	-	২৮৮.৮৩	৩৬০.৪৫	৮৫৭.২৭
	১ম সংশোধন	২০৭.৯৯ (-)	-	২৮৮.৮৩	৩৬০.৪৫	৮৫৭.২৭
	মূল	১২৯০.১৪ (-)	-	২৪০৭.৭০	৯৬৩.১৩	৪৬৬০.৯৭
	২য় সংশোধন	৫৩৯.৩১ (-)	-	১৪১৭.০২	৮৩৬.০৯	২৭৯২.৪২

অর্থবছর	প্রকল্প সংশোধন	ব্যয়				
		জিওবি (এফই)	প্রকল্প সাহায্য (পিএ)			মোট
			আরপিএ		ডিপিএ	
			জিওবি	বিশেষ হিসাব		
বছর-২-অর্থবছরঃ ২০১৫-১৬	১ম সংশোধন	১২৩১.৬০ (-)	-	২৮০২.১৫	১০৭৮.২৫	৫১১২.০০
	মূল	১৭৭৪.৪২	-	৪৪৮৮.১৫	১৩৪৪.৮০	৭৬০৭.৩৭
বছর-৩-অর্থবছরঃ ২০১৬-১৭	২য় সংশোধন	৫৭৯.৩৯ (-)	-	২৩২২.১৯	৩৪৪.৬১	৩২৪৬.১৯
	১ম সংশোধন	১৬৬১.৮৬	-	৬৮৮০.০০	১৭৫২.৩৩	১০২৯৪.১৯
	মূল	১৮৮৭.০২ (-)	-	৭০২৪.১৬	১৯৭৩.২৭	১০৮৮৪.৪৫
বছর-৪-অর্থবছরঃ ২০১৭-১৮	২য় সংশোধন	৫২৯.৬১ (-)	-	২০৩৭.৭৬	৪৪৪.০০	৩০১১.৩৫
	১ম সংশোধন	১৯৮৬.৯৩ (-)	-	৯২৮৬.২৬	১০৫৫.৩৬	১২৩২৮.৫৫
	মূল	১৯২৯.০২ (-)	-	৮২৮১.২১	২৩৯১.৬৪	১২৬০১.৮৭
বছর-৫-অর্থবছরঃ ২০১৮-১৯	২য় সংশোধন	৭৪৭.০০ (-)	-	৪৫৯০.০০	৩৬১.০০	৫৬৯৮.০০
	১ম সংশোধন	২১৭৯.৫৭ (-)	-	৭২৫৪.৮৩	৯৮০.৯৭	১০৪১৫.৩৭
	মূল	২০৫৫.১২(-)	-	৫৭৯৮.৭৮	২১২৭.১৬	৯৯৮১.০৬
বছর-৬-অর্থবছরঃ ২০১৯-২০	২য় সংশোধন	১৫৫৫.৮১(-)	-	৮৬৪৯.৫৯	৯৪৭.৮৩	১১১৫৩.২২
	১ম সংশোধন	১৬৬৭.২৭(-)	-	৫১০৪.৭৬	৯৩০.২৫	৭৭০২.৭৮
	মূল	-	-	-	-	-
বছর-৭-অর্থবছরঃ ২০২০-২১	২য় সংশোধন	৩২০৫.১৪(-)	-	১৬৮০৫.৬৬	১৬৯৯.১৭	২১৭০৯.৯৭
	১ম সংশোধন	-	-	-	-	-
	মূল	-	-	-	-	-
বছর-৮-অর্থবছরঃ ২০২১-২২	২য় সংশোধন	৩০৪৯.৭৭(-)	-	৫১৪৫.৩৭	১৩৫০.৪৫	৯৫৪৫.৫৯
	১ম সংশোধন	-	-	-	-	-
	মূল	-	-	-	-	-
মোট	**২য় সংশোধন**	**১০৪১৪.০০ (-)**	**-**	**৪১২৫৬.৪০**	**৬৩৪৩.৬০**	**৫৮০১৪.০০**
	১ম সংশোধন	৮৯৩৫.৭২(-)	-	৩১৬১৬.৮৪	৬১৫৭.৬০	৪৬৭১০.১৬
	মূল	৮৯৩৫.৭২(-)	-	২৮০০০.০০	৮৮০০.০০	৪৫৭৩৫.৭২

তথ্যসূত্রঃ ডিপিপি (২০১৪), আরডিপিপি (২য় সংশোধিত) (জুন, ২০১৯)

১.৯ আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা

প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি'র ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ভৌত কাজের মোট ৯টি পূর্ত কাজের প্যাকেজ (CW-01, CW-02, CW-03, CW-04, CW-05, CW-06, CW-07, CW-8A, CW-8B) ও ২টি পরামর্শক সেবার প্যাকেজ (CS-1, CS-2) অন্তর্ভুক্ত আছে। এর মধ্যে CW-01, CW-02, CW-03, CW-04 প্যাকেজের কাজ প্রায় শেষের পথে। অন্য প্যাকেজের কাজের ক্রয় প্রক্রিয়া চলমান।

১.১০ লগ ফ্রেম

আরডিপিপিতে (জুন, ২০১৯) ৪*৪ ম্যাট্রিক্স-এর একটি লগ-ফ্রেম দেয়া আছে। উক্ত লগ-ফ্রেমে Narrative Summary (NA), Objective Verifiable Indicators (OVI), Means of Verification (MOV), Important Assumptions (IA) কলাম রাখা হয়েছে। Narrative Summary কলাম-এ ইনপুট, আউটপুট, প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করা হয়েছে। লগ-ফ্রেম প্রস্তুত করতে If এবং Then যুক্তি অনুসরণ করা হয়েছে।

টেবিল-১.৮: প্রকল্পের লগ-ফ্রেম

বর্ণনার সারসংক্ষেপ (Narrative summary)	উদ্দেশ্যের যাচাইযোগ্য সূচকসমূহ (Objectively Verification Indicators)	যাচাইকৃত আর্থিক সংস্থান (Means of Verifications)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান/পূর্বধারণাসমূহ (Important Assumptions)
প্রকল্পের লক্ষ্য সেচ কার্য টেকসইকরণ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;	• নির্দিষ্ট বৃহৎ আকারের সেচ প্রকল্পে শুষ্ক মৌসুমে সেচের এলাকা ২০% বৃদ্ধি পেয়ে ৯৫,০০০ হেক্টর থেকে ১১৪, ০০০ হেক্টরে উন্নীতকরণ; • পুনর্বাসন ও ব্যবস্থাপনার ফলে ২০১৩ সালের বেসলাইন দক্ষতা ৩৫% থেকে পানি ব্যবহারের দক্ষতা ১৫% বৃদ্ধিকরণ; • পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা ব্যয় বর্তমানের প্রয়োজনভিত্তিক বরাদ্দের ২০% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯০% উন্নীতকরণ;	প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন পিপিপি অপারেটরের বার্ষিক প্রতিবেদন পিপিপি অপারেটরের ব্যয় পুনরুদ্ধরের বার্ষিক বিবৃতি এবং সরকারী রেকর্ড	
প্রকল্পের উদ্দেশ্য মুহুরী সেচ প্রকল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্পের টেকসইকরণ; বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;	• **জুন, ২০২২** • মুহুরী সেচ প্রকল্পের শুকনো মৌসুমে সেচ এলাকা ১১,৩০০ হেক্টর থেকে ২৮% বৃদ্ধি পেয়ে ১৪,৪৫০ হেক্টরে উন্নীতকরণ; • পাশাপাশি বোরো মৌসুমে ২৫০০ হেক্টর ভূমি সেচের মাধ্যমে ধান ব্যতীত অন্যান্য শস্যের চাষকরণ; • পুনর্বাসন ও ব্যবস্থাপনার ফলে ২০১৩ সালের বেসলাইন দক্ষতা ৩৫% থেকে জল ব্যবহারের দক্ষতা ১৫% বৃদ্ধিকরণ; • প্রতি বছর ২০০ এমএম^{৩} পানি সরবরাহ করা এবং প্রিপেইড মিটারের মাধ্যমে সংগৃহীত ২.১ মিলিয়ন ডলার পানির রাজস্ব যোগান দেওয়া; • এফআইআরআরঃ ১৩.৭৫৫% • ইআইআরআরঃ ১৮.৪২%	প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন; পিপিপি অপারেটরের বার্ষিক প্রতিবেদন; পিপিপি অপারেটরের ব্যয় পুনরুদ্ধরের বার্ষিক বিবৃতি এবং সরকারী রেকর্ড;	**পূর্বানুমানসমূহ** ব্যয় পুনরুদ্ধার সহ পিপিপি অপারেটর প্রতিষ্ঠায় সরকার, রাজনৈতিক ও স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের সমর্থন; **ঝুঁকি** জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পানির সহজলভ্যতা হ্রাস;
আউটপুটসমূহ	**জুন, ২০২২**		
সাফল্য ভিত্তিক সেচ ব্যবস্থাপনা এবং কৃষি সহায়তা পরিষেবা প্রতিষ্ঠাকরণ;	• মুহুরী সেচ প্রকল্পের মত বড় আকারের সেচ প্রকল্পের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ইজারা চুক্তি; • লেভেল ২ এবং লেভেল ৩ কমপক্ষে ৮০% MOM ব্যয় পুনরুদ্ধার সহ কার্যকর সেচ ব্যবস্থাপনা; • কমপক্ষে ২০% মহিলা প্রশিক্ষণার্থী সহ ফার্মারস ফিল্ড বিদ্যালয় এবং ডেমোন্সট্রেশন প্লট প্রতিষ্ঠাকরণ;	সইকৃত ইজারা চুক্তি পিপিপি অপারেটরের রেকর্ড	**পূর্বানুমানসমূহ** গুণগত বেসরকারী খাত সেচ ব্যবস্থাপনা অপারেটর নিযুক্ত করা যেতে পারে; **ঝুঁকি** বাপাউবো কর্মীরা MOM'কে

বর্ণনার সারসংক্ষেপ (Narrative summary)	উদ্দেশ্যের যাচাইযোগ্য সূচকসমূহ (Objectively Verification Indicators)	যাচাইকৃত আর্থিক সংস্থান (Means of Verifications)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান/পূর্বধারণাসমূহ (Important Assumptions)
			বেসরকারী খাতে স্থানান্তর করতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে;
সেচ ব্যবস্থার অবকাঠামো পুনর্বাসিতকরণ ও আধুনিকীকরণ;	• মুহুরী সেচ প্রকল্প নির্মাণের সময় মহিলা, ২০% গরীব ও সামাজিকভাবে বঞ্চিত শ্রমিকরা পুনর্বাসিত হয়েছে;	বাপাউবো, আইএমও রেকর্ড এবং এমআইএস ডেটা	**পূর্বানুমানসমূহ** সেবা-সংগ্রহ (প্রকিউরমেন্ট) শিডিউল; **ঝুঁকি** আইন দ্বারা নির্ধারিত অর্থের চেয়ে ব্যয় বৃদ্ধি;
প্রকল্পটি কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের মাধ্যমে দক্ষতার সাথে পরিচালিত;	• প্রকল্প ২'র জন্য পর্যায়ক্রমিক অর্থায়ন অনুরোধ নির্দিষ্ট সময়ে জমা দান; • প্রকল্প বার্ষিক চুক্তি সম্পাদন এবং বিতরণের সময়সূচী পূরণ করে; • প্রকল্প এমআইএস গঠন;	এডিবি রেকর্ড আর্থিক রেকর্ড প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন	**পূর্বানুমানসমূহ** বাপাউবো'র পিএমইউ'তে পর্যাপ্ত কর্মী সরবরাহ;
	ইনপুটসমূহ		
১.০	সাফল্য ভিত্তিক সেচ ব্যবস্থাপনা এবং কৃষিক্ষেত্র সহায়তা পরিষেবা প্রতিষ্ঠা করা হয়;		
১.১	পিপিপি ব্যবস্থাপনা একটি বৃহৎ আকারের সেচ প্রকল্পের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে;		
১.২	মুহুরী সাব প্রকল্পে স্কিম ব্যবস্থাপনা সাপোর্টের জন্য বাস্তবায়ন সমন্বয় কমিটি (আইসিসি) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে;		
১.৩	ব্যবস্থাপনা চুক্তির সম্পাদনের চার বছরে মধ্যে কার্যকরী পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা;		
১.৪	প্রকল্পের ৭ বছরের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী ইজারা চুক্তি;		
২.০	সেচ ব্যবস্থার অবকাঠামো পুনর্বাসিতকরণ ও আধুনিকীকরণ;		
২.১	মুহুরী প্রকল্পের জন্য অগ্রিম কাজের চুক্তি যা অন্তর্ভুক্তঃ (ক) খাল খনন ও বাঁধ পুনর্বাসন এবং (খ) ২০০০ হেক্টর জমিতে সেচের জন্য পাম্প ও পাইপ স্থাপন;		
২.২	মুহুরী প্রকল্পের জন্য বাকি কাজের চুক্তি যা অন্তুর্ভুক্তঃ (ক) কাঠামো, নদী শাসন এবং বিল্ডিং; (খ) বিদ্যুতায়ন এবং (গ) বাকি সেচকাজের জন্য পাম্প ও পাইপ স্থাপন;		
৩.০	পিএমডিসি চুক্তিকৃত নকশা;		

লগ-ফ্রেম অনুযায়ী প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে টেকসই সেচ ব্যবস্থা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি তথা প্রকল্প টেকসইকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও কার্যকরভাবে পানি সম্পদের ব্যবহার। লগ-ফ্রেমের আলোকে প্রকল্পটি সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার মাধ্যমে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে যা চতুর্থ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

১.১১ পরিকল্পনা টেকসইকরণ

প্রকল্পটি টেকসইকরণের লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার। এর মধ্যে পানি ব্যবস্থাপনা দলগুলোর প্রশিক্ষণ ও কাজের জবাবদিহিতা। এর ফলে পাম্প হাউসগুলোর সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও কৃষকের যথাযথ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এছাড়া যদিও অনুমোদিত নকশা মোতাবেক সেচ খালের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়মিত মনিটরিং এর জন্য ৪০০টি খাল রেফারেন্স সেকশন নির্মাণের করা হয়েছে, তথাপিও মনিটরিং ব্যবস্থা যেন যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকটে দায়বদ্ধ থাকে সে প্রচেষ্টা থাকতে হবে। কৃষককে উদ্বুদ্ধকরণ ও ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি করতে শতাংশ প্রতি পানি ব্যবহারে খরচ ন্যুনতম রাখতে হবে যাতে অধিক হারে অনাবাদী জমি চাষের আওতাভুক্ত হতে পারে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে স্মার্ট কার্ড, প্রিপেইড মিটার ইত্যাদি সংযোজনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে যা দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক হবে (SDG-1) । নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং জেন্ডার ইক্যুইটি বজায় থাকবে (SDG-5)। এছাড়া প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যক্ষভাবে সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, কম পানি ব্যবহার করে অধিক খাদ্য ফলন ও সেচ সুবিধার উন্নয়ন সাধিত হবে (SDG-6)। এভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসইকরণ করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি ও সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয়। এর মাধ্যমে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবায়িত প্রকল্পের সার্বিক অবস্থার তথ্য পাওয়া যায়। চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার প্রতিবেদনের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে অর্জিত অভিজ্ঞতা আইএমইডি সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষকে অবহিত করে।

২.১ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের উদ্দেশ্য

যখন প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়েছে, তখন প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তা চিহ্নিত করা এবং ঐ সকল সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশ প্রদান করা। যার ফলে প্রকল্পটি পরিকল্পনা অনুযায়ী শেষ করা সম্ভব হয়। সুতরাং এই নিবিড় পরিবীক্ষণের গুরুত্ব রয়েছে। বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় রেখে পরামর্শকের সুষ্ঠু দায়িত্ব পালন, কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন ও পরামর্শ প্রদানের গুরুত্ব অপরিসীম।

নিবিড় পরিবীক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহঃ-

- ✓ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা ও অগ্রগতির পর্যালোচনা করা অর্থাৎ পরিকল্পনার সাথে মিল রেখে অগ্রগতি হয়েছে কি না তা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
- ✓ প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে কোন প্রতিকূল অবস্থা/সমস্যা তৈরি হয়েছে কিনা? হলে তা কীভাবে সমাধান করা হয়েছে?
- ✓ প্রকল্পের ডিপিপি ও পরিকল্পনায় কোনো দুর্বলতা আছে কিনা তা চিহ্নিত করা এবং সমাধানের জন্য সুপারিশ করা;
- ✓ বাস্তবায়নকালীন দুর্বলতাসমূহ সনাক্ত করা; এবং
- ✓ প্রকল্পটি যথাসময়ে সঠিকভাবে শেষ করার ব্যাপারে পরামর্শ ও নির্দেশনা দেয়া যাতে কর্তৃপক্ষ সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে;

২.২ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কার্যপরিধি (ToR)

(১) প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(২) প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী/ লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

(৩) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৪) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিল উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যোলোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৫) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৬) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৭) প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যোলোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৮) প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়. বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৯) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(১০) প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;

(১১) প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT ANALYSIS;

(১২) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ, ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;

(১৩) প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(১৪) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী।

২.৩ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় প্রকল্প এলাকায় চলমান অংগভিত্তিক কর্মকান্ডের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা এবং প্রকল্প এলাকার উপকারভোগী উত্তরদাতাসহ অন্যান্য স্ট্যাকহোল্ডারদের অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতিটি **"ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফর মুহরী ইরিগেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)"** শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা পরিবীক্ষণ; প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ; ক্রয়কৃত মালামাল ও সেবার পরিমাণ ও গুণগত মান পর্যালোচনা; প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন বিশ্লেষণ যেমন সেচ প্রকল্পের ফলে ফসল উৎপাদন ও নিবিড়তা বৃদ্ধি, বাঁধ নির্মাণ ও খাল খননের ফলে লাভ/ক্ষতি, সংশ্লিষ্ট স্ট্যাকহোল্ডারদের টেকসই ও উদ্ভাবনী উন্নয়নের ফলে আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, ডিপিপি অনুযায়ী কৃষকদের মাঝে বিদ্যুৎ বিতরণ ও উন্নয়ন সহযোগিতা পরীক্ষাকরণ; প্রকল্পের শক্তিশালী ও দুর্বল দিক চিহ্নিতকরণ; প্রকল্পটির কার্যক্রম টেকসই করার লক্ষ্যে সুপারিশকরণ ইত্যাদি বিষয়ে মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং বিভিন্ন সেকেন্ডারি প্রমাণপত্র পর্যালোচনার কাজে সংশ্লিষ্ট সকলমহলকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষাটি আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার যথা প্রশ্নাবলির মাধ্যমে মাঠ সমীক্ষা, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি তথ্য সংগ্রহ, রির্পোট পর্যালোচনা এবং প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় ক্রয় প্যাকেজসমূহ (মালামাল, নির্মাণ কাজ ও সেবাসমূহ) যথাযথ ক্রয় প্রক্রিয়াসমূহ (দরপত্র আহ্বান, দরপত্র মূল্যায়ন, ক্রয় পদ্ধতি অনুমোদন, চুক্তিনামা সম্পাদন প্রভৃতি) বিদ্যমান ক্রয় নীতিমালার আলোকে সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়েছে। বর্তমান নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় তথ্য সংগ্রহের জন্য দুই ধরনের নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি যথা সংখ্যাগত (Quantitative) ও গুণগত (Qualitative) বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে, যা নিম্নে বিস্তারিত উল্লেখ করা হলোঃ

২.৩.১ সংখ্যাগত বিশ্লেষণ

চট্টগ্রাম বিভাগের ফেনী জেলার পরশুরাম, ফুলগাজী, ছাগলনাইয়া, ফেনী সদর ও সোনাগাজী এবং চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই (তিনটি ইউনিয়ন) উপজেলাসহ মোট ৬টি উপজেলার সর্বমোট ৬০,২৫৮ হেক্টর ভূমির পানি সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোর পুনর্বাসন করা হচ্ছে এই প্রকল্পের মাধ্যমে। অত্র ৬টি উপজেলার জনগোষ্ঠী প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত হয়েছেন এবং তাদেরকে সুবিধাভোগী বিবেচনা করে প্রতিনিধিত্বশীল নমুনা (representative sample) নির্বাচন করা হয়েছে।

২.৩.১.১ নমুনা পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণ (Sample Methodology & Size Determination)

সমীক্ষা অধ্যয়ন পরিমন্ডলের মোট জনসংখ্যা ২ টি জেলার ৬টি উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত। সুতরাং প্রথমে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের লোকের একটি প্রতিনিধি নমুনার আকার নির্ধারণ করা হয়েছে। যেহেতু পরামর্শকের কাছে যেমন, জনসংখ্যার আকার এবং আদর্শ বিচ্যুতি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় নমুনা মাত্রা বিষয়ে তথ্য রয়েছে। তাই পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Finite Population Correction (FPC) সহ ড্যানিয়েল (১৯৯৯) দ্বারা প্রস্তাবিত বহুল চর্চিত ফর্মুলা নমুনা আকার গণনা করার জন্য ব্যবহার করেছে যা নিচে বিস্তারিত দেওয়া হল।[1]

পরিমাণগত জরিপের জন্য নমুনা আকার গণনায় নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষাটিতে পরিসংখ্যানগত সূত্র যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। নমুনার আকার (n) নিম্নলিখিত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত পরিসংখ্যানগত সমীকরণ ব্যবহার করে নির্ধারণ করা হয়েছে, যেখানে ভুলের সীমারেখা বা নির্ভুলতার মাত্রা ৪% এবং কনফিডেন্স লেভেল ৯৫%।

নমুনা সংখ্যা, $n = \{N*X/(X+N-1)\} \times Design\ Effect$

যেখানে, $X = \frac{Z^2 \times P \times (1-P)}{MOE^2}$

এবং

n = নমুনা আকার (একটি নির্দিষ্ট জনসংখ্যার আলোকে নমুনা সংখ্যা);

N = নমুনা পরিমন্ডলের মোট জনসংখ্যা; অর্থাৎ এখানে দুটি জেলার ৬টি উপজেলার এলাকার জনসংখ্যার সমষ্টি যা ১৭, ৪৫,৪৫৬ (বিবিএস ২০১৫);

Z= প্রমিত নরমাল ভ্যারিয়েট, যার মান ৫% সিগনিফিকেন্ট লেভেল ও ৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেলে ১.৯৬;

P = নমুনা অনুপাত সম্ভাবনা, যেহেতু এ পর্যন্ত মোটামুটিভাবে ৫০% প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে, তাই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে অনুমান করা যেতে পারে যে, প্রকল্প এলাকার ৫০% জনগণ উপকৃত হয়েছে, যার মান ৫০% বা ০.৫০। অর্থাৎ এক্ষেত্রে, P = ০.৫০ এবং ১ – P = ১- ০.৫ = ০.৫;

MOE = ভুলের সীমারেখা (Margin of Error), যার মান এই নিবিড় পরিবীক্ষণ জরিপে ৪% ধরা হয়েছে. অর্থাৎ MOE = ০.০৪;

Design Effect = ভ্যারিয়েট অনুপাত, যার মান এই সমীক্ষায় ১.৫; প্রকল্পের মোট জনসংখ্যার আলোকে সিম্পল দৈব নমুনায়নের ফলে প্রাপ্ত নমুনার জন্য এই প্রকল্পে ১.৫ ডিজাইন ইফেক্ট নির্ধারণ করা হয়েছে যা প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য পূরণ করে;

উপরিল্লিখিত তথ্য ব্যবহার করে নিম্নলিখিত নমুনার আকার নির্ধারিত হয়েছে-

$$X = \frac{(১.৯৬)^২ \times ০.৫ \times ০.৫}{(০.০৪)^২}$$

[1] *Daniel WW (1999). Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences. 7th edition. New York: John Wiley & Sons.*

$$=> X = \frac{০.৯৬০৪}{০.০০১৬} = ৬০০.২৫$$

সুতরাং, নমুনা সংখ্যা, n = {১৭৪৫৪৫৬*৬০০.২৫ / (৬০০.২৫+১৭৪৫৪৫৬-১)} * ১.৫

= ৬০০.০৪ * ১.৫

= ৯০০.০৬

৯৫% কনফিডেন্স লেভেল ও ৪% ভুলের সীমারেখা ধরে পূর্ণাঙ্গ নমুনা সংখ্যায়, n = ৯০০.০৬। প্রদত্ত নির্ভুলতার মাত্রা বিবেচনায় রেখে উপরিউক্ত পরিসংখ্যানিক সমীকরণের সমাধানের মাধ্যমে সুবিধাভোগী উত্তরদাতার নমুনা আকার নির্বাচিত করা হয়েছে ৯০০ জন।

২.৩.১.২ এলাকা ও উত্তরদাতা নির্বাচন

নির্বাচিত ২টি জেলার (ফেনী ও চট্টগ্রাম) ৬টি উপজেলার প্রকল্প এলাকায় উপকারভোগী ৯০০ জন প্রতিনিধিক নমুনা জরিপের চাহিদা পূরণ করে। যদিও ঐসকল উপকারভোগীদের কাছে পৌঁছাতে, মাল্টিস্টেজ দৈব নির্বাচন পদ্ধতির দরকার পড়বে। প্রথম ধাপে, প্রকল্প এলাকার ২টি জেলায় পৌঁছানো। দ্বিতীয় ধাপে, ২টি জেলার ৬টি উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন নির্বাচন। তৃতীয় ধাপে, প্রতি ইউনিয়নে ৪টি গ্রাম নির্বাচিত করা হয়েছে। এভাবে মোট ১২*৪ = ৪৮টি গ্রাম নির্বাচিত করা হয়েছে। অর্থাৎ ২টি জেলার ৬টি উপজেলা ৪৮টি গ্রাম দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা হয়েছে যেখানে ১০০-এর অধিক পরিবার বড় গ্রাম ও ১০০-এর নিচে পরিবার সংখ্যা থাকলে তাকে ছোট গ্রাম হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এরপর চতুর্থ ধাপে, প্রতি উপজেলার দুটি ইউনিয়নের ৮টি গ্রাম থেকে স্তরভিত্তিক (Stratified) নমুনায়নের ভিত্তিতে ১৫০ জন করে উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়েছে। বিবিএস (২০১১) তথ্য অনুযায়ী প্রতিটি গ্রামের খানা সংখ্যার আনুপাতিক হারে গ্রাম প্রতি নমুনা সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। এভাবে ২টি জেলার ৬টি উপজেলার ৪৮টি গ্রাম থেকে মোট ১৫০*৬ = ৯০০ জন উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়েছে।

পঞ্চম ধাপে, গ্রাম প্রতি উত্তরদাতাদেরকে পদ্ধতিগত দৈবচয়ন নমুনায়নের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়েছে এবং প্রতিটি প্রকল্প ইউনিয়ন ও উপজেলার জন্য সমন্বিত নমুনা সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্প উপকারভোগী উত্তরদাতাদের নমুনা নির্বাচন ও বিতরণের সার-সংক্ষেপ টেবিল-৪.১ এ প্রদত্ত হল।

টেবিল-২.১: প্রকল্প উপজেলায় ইউনিয়ন ও গ্রাম অনুযায়ী নমুনা উপকারভোগী উত্তরদাতার সংখ্যা নির্বাচন ও বিতরণ

জেলার নাম	উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম	গ্রামভিত্তিক উত্তরদাতার সংখ্যা (পরিবারের সংখ্যার অনুপাতে)	মোট
ফেনী	ফেনী সদর	১. ঢালিয়া ২. চানুয়া	৮	১৫/৩০	১৫০
	পরশুরাম	১. চিতলিয়া ২. মির্জানগর	৮	১৫/৩০	১৫০
	ছাগলনাইয়া	১. মহমায়া ২. পাঠাননগর	৮	১৫/৩০	১৫০
	ফুলগাজী	১. জিএম হাট ২. মুন্সীরহাট	৮	১৫/৩০	১৫০
	সোনাগাজী	১. আমিরাবাদ ২. নবাবপুর	৮	১৫/৩০	১৫০

জেলার নাম	উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম	গ্রামভিত্তিক উত্তরদাতার সংখ্যা (পরিবারের সংখ্যার অনুপাতে)	মোট
চট্টগ্রাম	মীরসরাই	১. মতিগঞ্জ ২. ইচাখালি	৮	১৫/৩০	১৫০
মোট=২	**৬**	**১২**	**৪৮**	**-**	**৯০০**

২.৩.২ গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ

গুণগত পদ্ধতিগুলি তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হিসাবে সামাজিক মূল্যায়নে ক্রমবর্ধমনভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এগুলি স্থানীয় আলোকে গভীরভাবে বোঝাপড়া, জটিল মোকাবিলার কৌশলগুলি, প্রধান অগ্রাধিকারগুলি এবং লোকেদের দ্বারা ব্যবহৃত সমাধানগুলির গভীর উপলব্ধি এবং স্পষ্ট ধারণার যোগান দেয়। গুণগত কৌশলগুলি প্রাথমিকভাবে অধ্যয়নের সাথে সম্পর্কিত নির্বাচিত সূচকগুলির গভীরতা / ধারণাগত তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

সুতরাং, বর্তমান অধ্যয়নের জন্য অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়ন গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মধ্যে বর্তমান অধ্যয়নের জন্য সর্বাধিক প্রাসঙ্গিক একটি হল "স্টেকহোল্ডার (অংশীজন) বিশ্লেষণ" যা সবচেয়ে উপযুক্ত কৌশল। এই নিবিড় সমীক্ষা কার্যক্রমে গুণগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়েছে:

গুণগত বিশ্লেষণ	**উপাত্ত পর্যালোচনা**
	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD)
	মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার (KII)
	কেস স্টাডি

২.৩.২.১ সেকেন্ডারি উপাত্তগুলির বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন

- সেকেন্ডারি উপাত্ত থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরামর্শদাতা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা যেমন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, বাপাউবো'র বিভিন্ন কর্মকর্তার সহায়তায় এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে;
- পরার্মশদাতারা প্রকল্পের ব্যয়, বাস্তবায়ন সময়কাল, আরডিপিপি অনুযায়ী বছরভিত্তিক তহবিল বরাদ্দ, বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয় এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে;

২.৩.২.২ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD)

গুণগত বিশ্লেষণের জন্য ৬টি প্রকল্প উপজেলার প্রতিটি নির্বাচিত ইউনিয়নে ২টি করে ৬ উপজেলার ১২টি ইউনিয়নে মোট ১২টি এফজিডি করা হয়েছে। প্রত্যেক এফজিডিতে ন্যূনতম ১২ জন অংশগ্রহণকারী ছিল। প্রতিটি এফজিডিতে প্রকল্প গ্রামের বিভিন্ন স্তরের লোকজন তথা কৃষক, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, সমাজের গণ্যমান্য লোকজন, শিক্ষক, ছাত্র, সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে এবং তাঁদের কাছ থেকে এফজিডি গাইডলাইনস-এর মাধ্যমে প্রকল্পের কর্মকান্ড ও এর প্রভাব সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিটি এফজিডি প্রকল্প গ্রামের এমন একটি জায়গায় করা হয়েছে ফলে সকল ধরণের অংশগ্রহণকারী উক্ত স্থানে সহজে আসতে পেরেছে এবং অবাধে মতামত প্রদান করতে পেরেছে। সর্বমোট ১২টি এফজিডি করার ফলে প্রায় ১২০ জন অংশগ্রহণকারী মতামত দিতে পেরেছেন । এফজিডিগুলো এফজিডি গাইডলাইন (পরিশিষ্ট-২) অনুসারে পরিচালিত হয়েছে।

২.৩.২.৩ মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার (KII)

প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত মুখ্য ব্যক্তিবর্গ তথা প্রকল্প পরিচালক, ডিপিডি, প্রকৌশলী, পরামর্শদাতা এবং বাপাউবো'র প্রধান কার্যালয়, জেলা অফিস, আঞ্চলিক অফিস পর্যায়ের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে কেআইআই পরিচালনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মোট ৮টি কেআইআই সম্পন্ন করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর ও ডিএই-এর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আরো ১২টি কেআইআই সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, ইআরডি ও এডিবি'র কর্মকর্তাগণের ৬টি কেআইআই সম্পন্ন হয়েছে। এভাবে সর্বমোট ২৬টি কেআইআই সম্পন্ন করা হয়েছে।
প্রকল্পের মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাথে কেআইআই পরিচালনা করার জন্য একটি KII checklist (পরিশিষ্ট-৩, ৪ ও ৫) ব্যবহার করা হয়েছে। প্রস্তাবিত কেআইআইগুলোতে যে সকল বিষয়/সূচকগুলো নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে প্রকল্পের পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য অনুসারে বাস্তবায়ন, অর্জন ও প্রধান প্রধান কর্মকান্ডগুলোর বর্তমান কার্যকর অবস্থা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয়, প্রকল্পের মালামাল, নির্মাণ সামগ্রী ও সেবাসমূহের ক্রয় প্রক্রিয়া ও আর্থিক ব্যয়, প্রকল্প বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্প উন্নয়নে সুপারিশসহ খুঁটিনাটি, পুনর্বাসনের কাজগুলি (প্রযুক্তিগত ও আর্থিক) বাস্তবায়ন, উপকূলীয় বাঁধ সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ, স্লুইস নির্মাণ, জল নিয়ন্ত্রণের অবকাঠামো মেরামত/পুনর্বাসন, জল নিয়ন্ত্রণের অবকাঠামো নির্মাণ এবং গভীর সেচ পাইপ লাইন স্থাপন সম্পর্কিত বিষয়গুলি, পাম্প ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মীদের সাথে সাক্ষাৎকারের সময় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

২.৩.২.৪ কেস স্টাডি

উপকারভোগীদের জীবনযাত্রার ওপর প্রকল্প সর্ম্পকিত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্প এলাকায় ৪টি উপজেলার প্রতিটিতে একটি মোট ৪টি কেস স্টাডিজ (পরিশিষ্ট-৬) করা হয়েছে।

২.৩.২.৫ ভৌত পর্যবেক্ষণ

পরামর্শকগণ শতভাগ প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করে প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক কাজের বর্তমান বাস্তবায়িত অবস্থা তুলে ধরেছেন।

টেবিল-২.২: তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের সংক্ষিপ্তরূপ

কার্যক্রম	অংশগ্রহণকারী/ উত্তরদাতা	উত্তরদাতার সংখ্যা	উত্তরদাতার ধরন
ক. সংখ্যাগত সমীক্ষা (প্রশ্নাবলি ব্যবহার করে সরাসরি সাক্ষাৎকার)			
ক-১. প্রোগ্রাম গ্রুপ	প্রকল্প উপকারভোগী উত্তরদাতা	৯০০	প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী সকল ধরনের উপকারভোগী জনগণ যারা প্রকল্পের সেচ পানি ব্যবহার করে ফসল উৎপাদন করছে; বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জলাধারে মৎস্য চাষ করছে; বিদ্যুতের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা-দীক্ষাতে উপকার পেয়েছে; বাঁধ সংস্কারের ফলে উপকূলীয় ভাঙ্গন ও জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা থেকে উপকৃত হচ্ছে;
	মোট	**৯০০**	
খ. গুণগত সমীক্ষা			
খ-১. ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD)	১. শস্য উৎপাদনের সাথে জড়িত কৃষক, শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী;	০৯	সব ধরনের উপকারভোগী কৃষক; শ্রমিক; ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও অন্যান্য;

কার্যক্রম	অংশগ্রহণকারী/ উত্তরদাতা	উত্তরদাতার সংখ্যা	উত্তরদাতার ধরন
	২. মৎস্য চাষের সাথে জড়িত উপকারভোগী;	০৩	মৎস্যচাষী ও মৎস্য উৎপাদনের সাথে জড়িত উপকারভোগী;
	মোট	**(১২×১০) =১২০**	
খ-২. মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার (KII)	১. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	০১	প্রতিনিধি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (১)
	২. পরিকল্পনা কমিশন	০১	প্রতিনিধি, পরিকল্পনা কমিশন (১)
	৩. আইএমইডি	০২	মহাপরিচালক, সেক্টর-০৪ (১) পরিবীক্ষণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, সেক্টর-০৪ (১)
	৪. ইআরডি ও এডিবি	০২	প্রতিনিধি, ইআরডি ও এডিবি (২)
	৫. প্রকল্প বাস্তবায়ন ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্মকর্তা	০৮	প্রকল্প পরিচালক (১) উপ-প্রকল্প পরিচালক (১) সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী (২) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বাপাউবো আঞ্চলিক কর্মকর্তা (৪)
	৬. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	০৬	উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (৬)
	৭. মৎস্য অধিদপ্তর	০৬	উপজেলার মৎস্য কর্মকর্তা (৬)
	মোট কেআইআই	**২৬**	
খ-৩: কেস স্টাডি (সাফল্য ও ব্যর্থতা)	উপকারভোগী সংশ্লিষ্টরা	০৪	৪টি উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের পুরুষ ও মহিলা উপকারভোগীদের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রকল্পের সার্বিক দিকসমূহের চিত্র তুলে আনা হবে।
সমীক্ষার মোট নমুনা		**১০৫০**	
খ-৪ সমীক্ষার বাস্তবিক অবস্থা	**ভৌত পর্যবেক্ষণের অঙ্গসমূহ**	**কাজের পরিমাণ**	**মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ**
	মুহুরী সেচ প্রকল্পের প্রধান খালের পুনঃখনন	৪০৫ কি: মি:	সংশ্লিষ্ট খনন কাজ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ
	উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ	১৭.৭৫ কি.মি	সংশ্লিষ্ট এলাকার বাঁধ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ
	ফার্মার ক্যানাল সিস্টেম নির্মাণ	১৮০০০ হেক্টর	সংশ্লিষ্ট এলাকায় ক্যানাল সিস্টেম নির্মাণ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ
	স্লুইস নির্মাণ	২টি	সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্লুইস নির্মাণ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ
	স্লুইস পুনর্বাসন	৪টি	সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্লুইস পুনবার্সন এলাকা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ
	পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ	৪টি	সংশ্লিষ্ট এলাকায় পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ
	পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনর্বাসন	৩টি	সংশ্লিষ্ট এলাকায় পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনবার্সন পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ
	বিদ্যুতায়ন বিলিকরণ পদ্ধতি উন্নতকরণ	২১০ কিমি	সংশ্লিষ্ট লাইন পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ
	বাপাউবো'র অফিস বিল্ডিং মেরামত	১টি	সংশ্লিষ্ট অফিস পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ
	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ স্কীম	১টি	পর্যবেক্ষণ ও তথ্যাদি পর্যালোচনা

২.৩.২.৬ SWOT বিশ্লেষণ উপকারভোগীর কাছ থেকে সমীক্ষার প্রশ্নাবলির মাধ্যমে প্রকল্পের সবল (strength), দুর্বল (weakness), সুযোগ (opportunity) ও ঝুঁকি (threat) বিশ্লেষণের জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, তাছাড়া এফজিডি ও কেআইআই এর মাধ্যমেও SWOT বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রশ্নাবলি থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলো সমন্বয় করে খসড়া প্রতিবেদনে সংযোজন করা হয়েছে।

২.৩.২.৭ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

গুণগত ফলাফল ও সঠিক বিশ্লেষণের জন্য পূরণকৃত প্রশ্নাবলি খসড়া উপাত্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য নিম্নের কার্যক্রমগুলো গ্রহণ করা হয়েছে:

প্রশ্নাবলি সম্পাদনা ও কোডিং: প্রতিটি প্রশ্নাবলি কম্পিউটারে এন্ট্রি করার পূর্বেই সম্পাদনা ও কোডিংয়ের কাজ করা হয়েছে। কোডিং কাজ সরাসরি পরামর্শকের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করা হয়েছে।

কম্পিউটারে ডাটা এন্ট্রি: সম্পাদিত ও কোডিং তথ্য প্রশ্নাবলি অনুযায়ী ডাটা অপারেটরের মাধ্যমে কম্পিউটারের নির্দিষ্ট সফটওয়্যারে এন্ট্রি করা হয়েছে। SPSS নামক কম্পিউটার প্যাকেজ ডাটা এন্ট্রির জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে ও সমীক্ষার জন্য নির্ধারিত সমস্ত সূচক/ভেরিয়েবল অনুযায়ী ফ্রিকোয়েন্সি টেবিল এবং ক্রস টেবিল তৈরি করা হয়েছে।

তথ্য বিশ্লেষণ (Data Analysis): উপাত্ত যা মাঠপর্যায় সমীক্ষার মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে তা সামষ্টিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরামর্শক এ কাজের জন্য Excel এবং SPSS কম্পিউটার প্রোগ্রাম ব্যবহার করেছেন। প্রাথমিক উপাত্ত টেবিল সমস্ত প্রধান সূচকের জন্য তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু সেকেন্ডারি বিশ্লেষণের তথ্য ও প্রাথমিক বিশ্লেষণের উপাত্তের সাথে তুলনাপূর্বক বিস্তারিত টেবিল, বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রকল্প উপজেলা ও ইউনিয়নভিত্তিক উপাত্ত বিশ্লেষণ: পরামর্শক ৬টি উপজেলা ও ১২ নমুনা ইউনিয়নকে প্রাধান্য দিয়ে প্রকল্প এলাকার উপাত্তগুলো আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

২.৪ সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

০৫/০১/২০২০ তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ২০/০৫/২০২০ তারিখের মধ্যে নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তের লক্ষ্যে একটি সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা নিম্নে দেওয়া হল-

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ছক

পর্যায়	কার্যক্রম	জানু ২০২০				ফেব্রু ২০২০				মার্চ ২০২০				এপ্রিল ২০২০				মে ২০২০	
		৫-৩১				১-২৯				১-৩১				১-৩০				১-২০	
পর্যায়-১: প্রস্তুতিমূলক	প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধান																		
	টীম গঠন																		
	জরিপ পরিকল্পনা প্রণয়ন																		
	তথ্যানুসন্ধান এবং পর্যালোচনা																		
	প্রশ্নমালা প্রণয়ন																		
	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রস্তুতি																		
পর্যায়-২: জরিপ পরিচালনা পর্যায়	প্রশ্নমালা চূড়ান্তকরণ																		
	তথ্যসংগ্রহকারী নিয়োগ																		
	সুপারভাইজার ও তথ্য সংগ্রহকারিদের প্রশিক্ষণ																		

পর্যায়	কার্যক্রম	জানু ২০২০				ফেব্রু ২০২০				মার্চ ২০২০				এপ্রিল ২০২০				মে ২০২০	
		৫-৩১				১-২৯				১-৩১				১-৩০				১-২০	
	বাস্তব নিরীক্ষা																		
	জরিপের পূর্বে প্রিটেষ্টিং করা																		
	উপাত্ত সংগ্রহের জন্য খানা জরিপ																		
	জরিপ কার্যক্রম তদারকি করা																		
	এফজিডি পরিচালনা																		
	কেআইআই																		
	কেস স্ট্যাডি																		
	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা পরিচালনা করা																		
	ডাটা এন্ট্রি প্রোগ্রাম প্রস্তুতকরণ																		
	ডাটা চেকিং, এডিটিং এবং কোডিং																		
পর্যায়-৩: সমাপ্ত পর্যায়	ডাটা এন্ট্রি, চেকিং, বিশ্লেষণ এবং আউটপুট টেবিল প্রস্তুতকরণ																		
	১ম খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং দাখিল																		
	টেকনিক্যাল কমিটির পর্যালোচনা সভায় ১ম খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন																		
	টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশমালা সংশোধনপূর্বক ২য় খসড়া প্রতিবেদন দাখিল																		
	স্টিয়ারিং কমিটির সভায় ২য় খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন																		
	স্টিয়ারিং কমিটির সভার সুপারিশের আলোকে ২য় খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন এবং দাখিল																		
	জাতীয় কর্মশালায় খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন																		
	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদনের ওপর মতামত গ্রহণ এবং সংযোজন																		
	খসড়া প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ																		
	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল																		
	৪০ কপি বাংলা এবং ২০ কপি ইংরেজি প্রতিবেদন দাখিল																		

তৃতীয় অধ্যায়
ফলাফল পর্যালোচনা

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় "ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফর মুহুরী ইরিগেশন প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্পটির প্রধান দুটি কম্পোনেন্ট বা অঙ্গের (রাজস্ব ও ক্যাপিটাল) কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে অঙ্গসমূহের সামগ্রিক বাস্তবায়ন মূল্যায়নের পাশাপাশি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ওপর মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত উপকারভোগীদের নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৩.১ প্রকল্পের অগ্রগতি

প্রকল্পের উদ্দেশ্য এর কার্যক্রমের ফলাফলের ওপর নির্ভর করে। যেহেতু প্রকল্পের কার্যক্রম কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি হয় নি সুতরাং এর উদ্দেশ্য অর্জনও আশানুরূপ নয়। যে সকল কারণে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি লাভ করে নি তা হলোঃ মূল ডিপিপিতে অসঙ্গতি ও সংশোধন, অঙ্গসমূহের ভৌত কাঠামোর হ্রাস-বৃদ্ধি, প্রকল্প অনুমোদনে কালক্ষেপণের ফলে এডিবি কর্তৃক অর্থ ছাড়ে বিলম্ব, প্রকল্পের অঙ্গসমূহের নকশাতে পরিবর্তন, নতুন করে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের জন্য অর্থ সংস্থান এবং ডিপিপি পরিবর্তন করে অর্থের সংস্থান নিশ্চিত করা। এই সকল কারণে প্রকল্পের কার্যক্রম কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি হয় নি।

৩.১.১ প্রকল্পের অর্থ-বছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

টেবিল-৩.১: প্রকল্পের বছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি

ক্রমিক নং	অর্থ-বছর	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী		প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অর্জিত অগ্রগতি (%)
		বরাদ্দ (টাকা)	ভৌত অগ্রগতির লক্ষমাত্রা		
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	২০১৪-১৫	৮৫৭.২৭	২.৬৭%	৬৫৭.০০	২.০%
২.	২০১৫-১৬	২৭৯২.৪২	৩.৮৩%		
৩.	২০১৬-১৭	৩২৪৬.১৯	৫.৪৬%	৩০০৭.৫৬	৬.২%
৪.	২০১৭-১৮	৩০১১.৩৫	৫.১৪%	৩২৮৯.৮০	৮.১%
৫.	২০১৮-১৯	৫৬৯৮.০০	৯.০৮%	২৯৪৯.০৯	৮.০%
৬.	২০১৯-২০	১১১৫৩.২২	১৮.৮৬%	৫০০২.৮৭	১১.০%
৭.	২০২০-২০২১	২১৭০৯.৯৭	৩৬.৯৯%	-	-
৮.	২০২১-২০২২	৯৫৪৫.৫৯	১৬.১১%	-	-
সর্বমোট =		**৫৮০১৪.০০**	**১০০%**	**-**	**-**

তথ্যসূত্রঃ প্রকল্প অফিস ও আইএমইডি-০৫

টেবিল-৩.১ থেকে দেখা যায় আরডিপিপি অনুযায়ী ভৌত অগ্রগতির লক্ষমাত্রা ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে নির্ধারণ করা হয়েছিল যথাক্রমে ৯.০৮% ও ১৮.৮৬%। কিন্তু অর্জিত লক্ষমাত্রা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে লক্ষমাত্রার চেয়ে ১.০৮ শতাংশ কম। আবার ২০১৯-২০ অর্থবছরে লক্ষমাত্রার চেয়ে ৭.৮৬ শতাংশ কম।

৩.১.২ অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়

টেবিল-৩.২: প্রকল্পের বছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আরডিপিপি অনুযায়ী ব্যয়						
	জিওবি (এফই)	প্রকল্প সাহায্য (পিএ)			মোট বরাদ্দ	অর্থ-বছরভিত্তিক ব্যয়	
		আরপিএ		ডিপিএ		বাস্তব	শতাংশে
		জিওবি	বিশেষ হিসাব				
১	৩	৪	৫	৬	৯		
বছর-১-অর্থবছরঃ ২০১৪-১৫	২০৭.৯৯ (-)	-	২৮৮.৮৩	৩৬০.৪৫	৮৫৭.২৭	৬৫৭.০০	২.০%
বছর-২-অর্থবছরঃ ২০১৫-১৬	৫৩৯.৩১ (-)	-	১৪১৭.০২	৮৩৬.০৯	২৭৯২.৪২		
বছর-৩-অর্থবছরঃ ২০১৬-১৭	৫৭৯.৩৯ (-)	-	২৩২২.১৯	৩৪৪.৬১	৩২৪৬.১৯	৩০০৭.৫৬	৬.২%
বছর-৪-অর্থবছরঃ ২০১৭-১৮	৫২৯.৬১ (-)	-	২০৩৭.৭৬	৪৪৪.০০	৩০১১.৩৫	৩২৮৯.৮০	৮.১%
বছর-৫-অর্থবছরঃ ২০১৮-১৯	৭৪৭.০০ (-)	-	৪৫৯০.০০	৩৬১.০০	৫৬৯৮.০০	২৯৪৯.০৯	৮.০%
বছর-৬-অর্থবছরঃ ২০১৯-২০	১৫৫৫.৮১(-)	-	৮৬৪৯.৫৯	৯৪৭.৮৩	১১১৫৩.২২	৫০০২.৮৭	১১.০%
বছর-৭-অর্থবছরঃ ২০২০-২১	৩২০৫.১৪(-)	-	১৬৮০৫.৬৬	১৬৯৯.১৭	২১৭০৯.৯৭	-	-
বছর-৮-অর্থবছরঃ ২০২১-২২	৩০৪৯.৭৭(-)	-	৫১৪৫.৩৭	১৩৫০.৪৫	৯৫৪৫.৫৯	-	-
মোট	**১০৪১৪.০০ (-)**	**-**	**৪১২৫৬.৪০**	**৬৩৪৩.৬০**	**৫৮০১৪.০০**	-	-

তথ্যসূত্রঃ ডিপিপি (২০১৪), আরডিপিপি (২য় সংশোধিত) (জুন, ২০১৯)

৩.১.৩ প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি

টেবিল-৩.৩: প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহের অগ্রগতি

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	আরডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		সর্বশেষ এপ্রিল,২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	
১	০২	০৩	০৪		০৫		০৬		০৭	
			বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা)	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	উপকূলীয় বাঁধের পুনর্বাসন	কিমি	১৭.৭৫	৫৪৪.০০	৮৭.০০%	২১১.৮৪	৪৭.৭৯%	২৬০.০০	১৭.০০%	--
২	স্লুইসের পুনর্বাসন খাল উল্লেখপূর্বক (৮০)	সংখ্যা	৪	১৮৩.১৫	৬৩.৭৯%	৭৯.৭৩	৬৫.৬৭%	৪২৩.৪৪	২.৮৭%	৭১.৮৯

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	আরডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		সর্বশেষ এপ্রিল,২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	
১	০২	০৩	০৪		০৫		০৬		০৭	
			বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা)	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
৩	স্লুইস নির্মাণ (২*৩ ভেন্ট) খাল উল্লেখপূর্বক (৯৪)	সংখ্যা	২	৪৬১.৬৪	৬৪.৫০%	২০০.৯৬			২.৮৭%	
৪	পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর পুনর্বাসন খাল উল্লেখপূর্বক (৫৮)	সংখ্যা	৩	২২৪.২৩	৬৩.৭৯%	১২৮.৯৯	৪১.০৪%	৪৫৯.৭৬	২.৮৭%	-
৫	পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর নির্মাণ (২*২ ভেন্টস, ১*১ ভেন্টস, ১*৫ ভেন্টস) খাল উল্লেখপূর্বক (১৬৮)	সংখ্যা	৪	৮৯৫.৯৭	৬৩.৭৯%	৫১৫.৩৯			১.৪৩%	-
৬	খাল পুনঃখনন	কিমি	৪০৫	৪১১২.৮৪	৮৯.০০%	৩৩৫৪.৮৭	২৩.৮৮%	৯৮১.৯৭	৮.০০%	২২১.৯৯
৭	ফার্মার ক্যানাল সিস্টেম (১৮০০০ হেক্টর সেচ)	হেক্টর	১৮০০০	২১৭০০.০০	১২.৬৩%	১২৯৩.৮৪	২২.৩০%	৪৮৩৮.৮১	৪.৪৩%	২০৯২.৩৬
৮	বিদ্যুৎ বিতরণ লাইনের আধুনিকায়ন	কিমি	২১০	৫৬০০.০০	৫২.০০%	২০৫০.৭৭	২৫.০০%	১৪০০.০০	০.০০%	-
৯	স্কিম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	-	-	২০০০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০		-
সর্বমোট		-	-	**৫৮০১৪.০০**	**৪০.৩০%**	**৩০.৬৯%**	**১৭.২৮%**	-	**৫.২১%**	-

৩.১.৪ প্রকল্পের প্যাকেজভিত্তিক অগ্রগতি

নিচে প্রকল্পের প্যাকেজভিত্তিক কাজের সর্বশেষ অগ্রগতির অবস্থা সারণি আকারে দেওয়া হল-

টেবিল-৩.৪: প্রকল্পের প্যাকেজভিত্তিক কাজের এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি

প্যাকেজ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী কার্য ও সেবা সংগ্রহের বর্ণনা	চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকা)	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি (শতাংশে)	এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
CW-01	উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন + খাল পুনঃখনন গ্রুপ-১ + খাল পুনঃখনন গ্রুপ-২	২৫০১.২৯ /২৩৫৫.৬৭ (সংশোধিত)	১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬	১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ (সংশোধিত)	১০০.০০%	২৩৫৫.৬৭	সমাপ্ত
CW-02	খাল পুনঃখনন গ্রুপ-৩ + খাল পুনঃখনন গ্রুপ-৪	২৭৮৪.৮৬ /২৩০১.১৭ (সংশোধিত)	৩০ ডিসেম্বর ২০১৫	৩০ জুন, ২০১৯	৮৯.১৯%	২০৪৮.৮০	প্রায় সমাপ্ত

প্যাকেজ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী কার্য ও সেবা সংগ্রহের বর্ণনা	চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকা)	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি (শতাংশে)	এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
CW-03	ফার্মার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম স্টেজ-১; মোট ১৮৩০ হেঃ, পাইপলাইন	১৬৪৭.৫৩ /১৭৩৬.৬৬ (সংশোধিত)	১৮ আগস্ট, ২০১৬	০৩ এপ্রিল, ২০১৯	৮৬.৬৮ %	১৩১০.১৯	প্রায় সমাপ্ত
CW-04	বিদ্যুৎ বিতরণ লাইনের আধুনিকায়ন; ১৭০০০ হেক্টর	৪৪৪০.০০	১৫ নভেম্বর, ২০১৮	০৪ নভেম্বর, ২০২০	৪৬%	২০০৮.৯৪	লক্ষমাত্রার চেয়ে অগ্রগতি কম
CW-05	ফার্মারস' ডিস্ট্রিবিউশন পাম্পস এবং প্রিপেইড মিটারঃ স্টেজ-২; ৫১৭০ হেক্টর	৫৭৪১.৪০	১৪ অক্টোবর, ২০১৯	২৬ অক্টোবর, ২০২১			ধীর গতিতে কাজ চলমান।
CW-06	ফার্মারস' ডিস্ট্রিবিউশন পাম্পস এবং প্রিপেইড মিটারসঃ স্টেজ-৩; এলাকা ৫,০০০ হেক্টর	৬৫৭৭.২৫	২৮ ডিসেম্বর, ২০১৯	৩১ ডিসেম্বর, ২০২১			ধীর গতিতে কাজ চলমান।
CW-07	ফার্মারস' ডিস্ট্রিবিউশন পাম্পস এবং প্রিপেইড মিটার	৭৪৯১.৪২	২৮ ডিসেম্বর, ২০১৯	৩১ ডিসেম্বর, ২০২১			ধীর গতিতে কাজ চলমান।
CW-08A	নতুন পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ও স্লুইসের নির্মাণ; স্লুইস ও পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর পুনর্বাসন	১১১৬.৪৬	১৪ জুন, ২০১৭	১৪ জুন, ২০১৯	৬০%	৫৫৬.৬৭	
CW-08B	ফেনীর বাপাউবো বিল্ডিং মেরামত (১টি)	১২৭.৬৪	১৫ ডিসেম্বর, ২০১৬	২৮ জুন, ২০১৮	১০০%	১৪০.২১	সমাপ্ত
CS-1	প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ও ডিজাইন কনসালটেন্টস (পিএমডিসি)	৫৮৮৭.৩৬	১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫	১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	৭৬.০০ %	৩৬১৫.০৫	
CS-2	ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট অপারেটর (আইএমও)	৫০৭৪.৬৫	১৮ জানুয়ারী, ২০১৬	৩১ ডিসেম্বর, ২০২০	৫৯%	২৬৪৬.২০	

তথ্যসূত্রঃ প্রকল্প অফিস ও আইএমইডি-০৫

উপরের টেবিল-৩.৪ থেকে দেখা যায় যে, প্রকল্পের ৯টি প্যাকেজের মধ্যে দুটি (CW-01, CW-08B) প্যাকেজ সমাপ্ত এবং দুটি প্যাকেজ CW-02 ও CW-03'র যথাক্রমে প্রায় ৯০ শতাংশ ও ৮৭ শতাংশ অগ্রগতি হয়েছে। এছাড় বিদ্যুৎ বিতরণ লাইনের আধুনিকায়নের কাজের প্যাকেজ CW-04 প্রায় ৪৬ শতাংশ যার এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক প্রায় ২০০৮.৯৪ লক্ষ টাকা। প্যাকেজ CW-05, CW-06, CW-07 কাজ গতবছর অক্টোবর-ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে, যদিও বাস্তব অগ্রগতি নগণ্য। নতুন পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ও স্লুইসের নির্মাণ, স্লুইস ও পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর পুনর্বাসন কাজের প্যাকেজ CW-08A ভৌত অগ্রগতি ৬০% ও আর্থিক অগ্রগতি ৫৫৬.৬ লক্ষ টাকা। প্যাকেজটির সমাপ্তি ১৪ জুন, ২০১৯ ধরা হলে কিছু সংযোজন-বিয়োজনের ফলে নতুন সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্যাকেজ CW-01-এর কেস স্টাডিঃ CW-01 প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত Rehabilitation of Coastal Embankment, Re-excavation of Khal Group-1 and Re-excavation of Khal Group-2 কাজের অনুমোদিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮৭৬.৮৫ লক্ষ টাকা, কার্যাদেশ মূল্য ২৫০১.২৯ লক্ষ টাকা এবং সংশোধিত মূল্য ২৩৫৫.৬৭ লক্ষ টাকা। এই প্যাকেজের কাজ ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ শতভাগ সমাপ্ত হয়েছে। খাল পুনঃখনন পুরোপুরি সমাপ্ত হওয়ায় খালগুলোতে পানির প্রাপ্যতা বেড়েছে। ফার্মারস ক্যানাল সিস্টেমের মাধ্যেমে এখন পর্যন্ত পানি সেচের ব্যবস্থা চালু না হলেও স্থানীয় জনগণ ব্যক্তিগত পাম্পের সাহায্যে পানি সেচের মাধ্যমে নানারকম ফসল উৎপাদন করছেন।

প্যাকেজ CW-03-এর কেস স্টাডিঃ CW-03 প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত Farmers' Distribution System, Stage-1: Area 2000 hac pipeline (81 nos scheme) কাজের অনুমোদিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬৫০.০০ লক্ষ টাকা, কার্যাদেশ মূল্য ১৬৪৭.৫৩ লক্ষ টাকা এবং চুক্তি মূল্য ১৬৪৭.৫৩ লক্ষ টাকা। এ প্যাকেজের কাজ এ পর্যন্ত ৮৬.৬৮% সমাপ্ত হয়েছে যার আর্থিক অগ্রগতি ১৩১০.১৯ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের বড় একটি অংশ এই ফার্মারস ক্যানাল সিস্টেম যা অনেকগুলো প্যাকেজে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৩.১.৫ সার্বিক এবং বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতি ও বিশ্লেষণ

"ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফর মুহুরী ইরিগেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক চলমান প্রকল্পটি জুন, ২০২২ সালে সমাপ্ত হবে। এর মধ্যে বেশ কিছু প্রকল্প উপাদান/অঙ্গের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পের শুরু থেকে এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন লক্ষমাত্রা ও অগ্রগতি নিম্নের টেবিল-৩.৫-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। টেবিল-৩.৫ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রকল্পের অঙ্গকে প্রধানত দুটি ভাগ করা হয়েছে যেমন- রাজস্ব খাত ও ক্যাপিটাল খাত। আলোচনার সুবিধার্থে এই দুই খাত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল—

৩.১.৫.১ রাজস্ব খাতের অগ্রগতিঃ টেবিল-৩.৫-এর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, রাজস্ব খাতের সংশোধিত মূল বাজেট ১৮২.৭ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে আর্থিক অগ্রগতি ৭৪.১৮ কোটি টাকা এবং ভৌত অগ্রগতি এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের মোট ২৬.৬৩ শতাংশের মধ্যে ১৭.০৫ শতাংশ অর্থাৎ রাজস্ব খাতের প্রায় ৬৪.০৪ শতাংশ। এর মধ্যে সবচেয়ে পরামর্শ সেবা পিএমডিসি'র অগ্রগতি ৭৯.০% ও আইএমও'র অগ্রগতি ৫৯.০%। অপরদিকে, প্রশিক্ষণ (লোকাল) ৩৩.৫৪% ও বিদেশ ১৯.৯৯% অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। (লেখচিত্র-১)

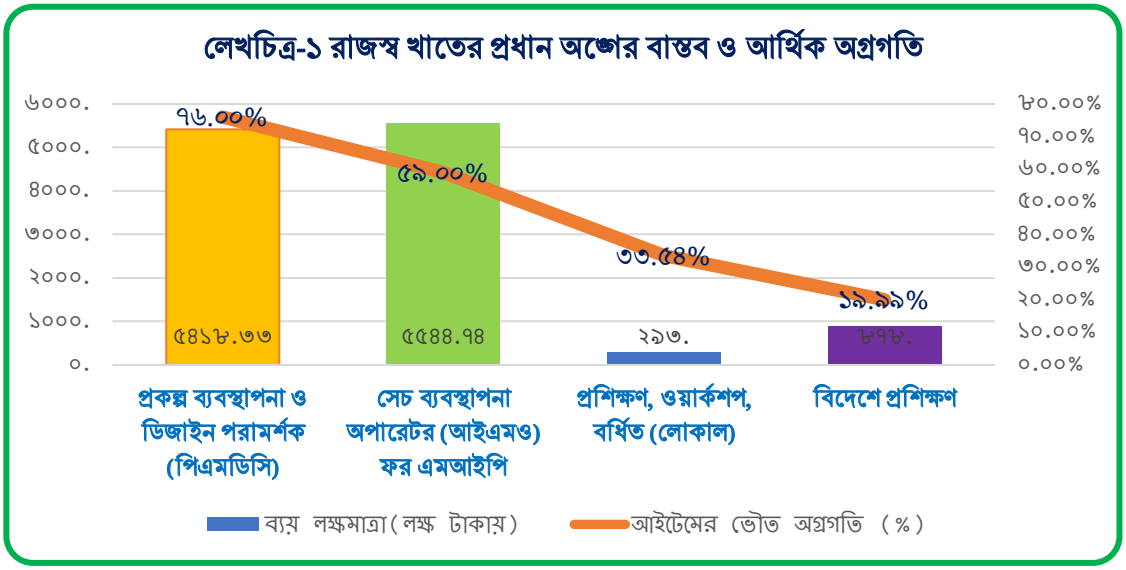

এ প্রকল্পের আওতায় ২টি পরামর্শক সেবা প্রতিষ্ঠান কাজ করে আসছে। তন্মধ্যে পরামর্শক সেবা ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট অপারেটর (আইএমও) পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে মূলত সকল কাজের বিস্তারতি নকশা প্রণয়ন ও

বাস্তবায়তি/বাস্তবায়নকালীন কাজরে তদারকী চলমান আছে। এছাড়া টারশিয়ারী লেভেলের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য নকশা প্রণয়ন (ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন এর জন্য এলএলপি এর সাথে স্মাট কার্ড),প্রি-প্রেইড মিটারের মাধ্যমে কার্যকর রাজস্ব সংগ্রহ পদ্ধতি স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা, অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনার জন্য পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন তৈরি করা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংগঠনের প্রতিনিধিদের দক্ষতা বৃদ্ধি করার কাজ চলমান আছে। এসকল কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য পরামর্শক সেবা ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট অপারেটর (আইএমও) ফর এমআইপি প্যাকেজের আওতায় আন্তর্জাতিক ৪৯ জনমাস ও দেশীয় ১৫২০ জনমাস নিয়োগের সংস্থান আছে ।

এছাড়া প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এন্ড ডিজাইন কনসালটেন্ট (পিএমডিসি) প্যাকেজের আওতায় মুহুরী সেচ প্রকল্পের ডিজাইন প্রণয়নের কাজ ও মুহুরী সেচ প্রকল্পের আলোকে গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প ও তিস্তা সেচ প্রকল্পে Field Visit করে Data ও অন্যান্য তথ্যাদি সংগ্রহ শেষে PMDC এর পরামর্শক দল কর্তৃক খসড়া সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রণয়নের কাজ চলমান। এসকল কাজ সুষ্ঠ ও সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এন্ড ডিজাইন কনসালটেন্ট (পিএমডিসি) প্যাকেজের আওতায় আন্তর্জাতিক ৮২ জনমাস ও দেশীয় ৪৯৮ জনমাস নিয়োগের সংস্থান আছে ।
পরামর্শক সেবা প্রতিষ্ঠান ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট অপারেটর (আইএমও) সেবাখাতে এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ২০ জনমাস ও দেশীয় ১০৮৯.৩০ জনমাস ব্যবহার করা হয়েছে। অপরদিকে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এন্ড ডিজাইন (পিএমডিসি) সেবাখাতে এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ৫৫.১৮ জনমাস ও দেশীয় ৫০৮.৭৫ জনমাস ব্যবহৃত হয়েছে ।

পরামর্শক সেবা প্রতিষ্ঠান ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট অপারেটর (আইএমও) সেবাখাতে বর্তমানে আন্তর্জাতিক ০ ও দেশীয় ২৮ জন কর্মরত আছেন। অপরদিকে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এন্ড ডিজাইন (পিএমডিসি) সেবাখাতে বর্তমানে আন্তর্জাতিক ১ ও দেশীয় ১২ জন কর্মরত আছেন। পরামর্শক সেবা প্রতিষ্ঠান ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট অপারেটর (আইএমও) সেবাখাতে এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ২০ জনমাস ও দেশীয় ১০৮৯.৩০ জনমাস ব্যবহার করা হয়েছে।

অপরদিকে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এন্ড ডিজাইন (পিএমডিসি) সেবাখাতে এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ৫৫.১৮ জনমাস ও দেশীয় ৫০৮.৭৫ জনমাস ব্যবহৃত হয়েছে ।

ডিপিপি অনুযায়ী পরামর্শক বাবদ বরাদ্দ অর্থের ৫২% পরামর্শক বাবদ এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে। ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এন্ড ডিজাইন (পিএমডিসি) সেবাখাতে ৫৮৮৭.৩৬ লক্ষ টাকার সংস্থান আছে। তন্মধ্যে ২৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২০ পর্যন্ত ৪০৮৪.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

অপরদিকে,২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী, পরামর্শক সেবা প্রতিষ্ঠান ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট অপারেটর (আইএমও) সেবাখাতে ৫৬৫৮.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান আছে। তন্মধ্যে ২৯ ফেব্রুয়ারী,২০২০ পর্যন্ত ২৭৫৯.১১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

৩.১.৫.২ ক্যাপিটাল খাতের অগ্রগতিঃ লেখচিত্র-২ ও টেবিল-৩.৫ হতে দেখা যায়, ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি খাল পুনঃখননের ক্ষেত্রে ৮৯ শতাংশ, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে ৮৭ শতাংশ, স্লুইস পুনর্বাসন ৬৩.৫০%, স্লুইস নির্মাণ ৬৪.৭৯ শতাংশ। অপরদিকে, সবচেয়ে কম অগ্রগতি হয়েছে ফার্মার ক্যানাল সিস্টেম ১২.৬৩ শতাংশ ও বিদ্যুৎ বিলিকরণ পদ্ধতি উন্নতকরণ ৫২ শতাংশ।

সকল লেজার প্রিন্টার ও টেলিকমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট কার্যকর রয়েছে। ADCP-১টি, GPS-৩টি সরবরাহের জন্য দরপত্র আহবান করে ১৮-০৩-২০২০ তারিখে NoA প্রদান করা হয় এবং Performance Security গৃহীত হয়েছে।

টেবিল-৩.৫: প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক কাজের এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি

কোড নং	উপাদান/অঙ্গসমূহ	২য় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষমাত্রা		Weight	ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তবায়ন (এপ্রিল ২০২০)			এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত চলতি অর্থবছরের	
		ভৌত পরিমাণ	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)	আইটেমের ভৌত অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%)
(ক) রাজস্ব উপাদানঃ									
৩২১১১৩১	আউটসোর্স কর্মীদের বেতন	১৬ জন	৩০০.০০	০.৬১%	০.৩১৭%	১৫৫.৯৫	৫১.৯৮%	০.০৫৮%	২৮.৩৯
৩২৪১১০১	ভ্রমণ ভাতা	৯৬ মাস	২৮.০০	০.০৬%	০.০৩২%	১৫.৭৭	৫৬.৩২%	০.০০১%	০.৪৩
৩১১১৩৩৮	অন্যান্য ভাতা (মিটিং)	৯৬ মাস	৩০.০০	০.০৬%	০.০২০%	৯.৮৩	৩২.৭৭%	০.০০০%	০.০০
১১১২১০২	নানা ধরনের কর	এলএস	৭০১.২৫	১.২৮%	১.২১০%	৫৯৫.৭৯	৯৪.৫৭%	০.০০০%	০.০০
৩২৪৩১০২	গ্যাস ও ফুয়েল	৯৬ মাস	৩৫.০০	০.০৭%	০.০৩৩%	১৬.২৭	৪৬.৪৯%	০.০০৩%	১.৩১
৩২৪৩১০১	পেট্রল ও লুব্রিক্যান্ট	৯৬ মাস	২০.০০	০.০৪%	০.০২০%	৯.৭৩	৪৮.৬৫%	০.০০২%	০.৮৩০
৩২৫৫১০২	প্রিন্টিং ও প্রকাশনা	৯৬ মাস	৩০.০০	০.০৬%	০.০৪৫%	২২.০৯	৭৩.৬৩%	০.০০০%	
৩২১১১২৫	প্রচারণা ও বিজ্ঞাপন	৪৮ মাস	১২.০০	০.০২%	০.০০০%	-	০০.০০%	০.০০১%	০.২৫৪
৩২৫৫১০৫	অফিস স্টেশনারী, সিল ও স্ট্যাম্প	৯৬ মাস	৩৩.০০	০.০৭%	০.০৪১%	২০.১৭	৬১.১২%	০.০০%	
৩২৫৬১০১	অন্যান্য অফিস পরিচালনা ও যোগাযোগ	৯৬ মাস	৩৫.০০	০.০৭%	০.০৪২%	২০.৬১	৫৮.৮৯%	০.০০১%	০.৭১০
৩২৩১২০১	প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ, বর্ধিত (লোকাল)	এলএস	২৯৩.০০	০.৫১%	০.১৭০%	৮৩.৮৫	৩৩.৫৪%	০.০৫%	২২.৫৮০
৩২৩১১০১	বিদেশে প্রশিক্ষণ	এলএস	৮৭৮.০০	১.৭৮%	০.৩৫৬%	১৭৫.৫০	১৯.৯৯%	০.০০০%	
৩২৫৭১০১	পরামর্শ সেবাসমূহ (আন্তর্জাতিক ও দেশী) সাথে পরিচালন ব্যয়								
	ক) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও ডিজাইন পরামর্শক (পিএমডিসি)	আন্তর্জাতিক =৮২ জনমাস; জাতীয়=৪৯ ৮জনমাস	৫৪১৮.৩৩	১০.৬০%	৮.০৪%	৩৬১৫.০৫	৭৬.০০%	০.৩২%	৯৭.৮১০
	খ) সেচ ব্যবস্থাপনা অপারেটর (আইএমও) ফর এমআইপি	আন্তর্জাতিক =৪৯		১১.২৬%	৬.৬৪৪%	২৬৪৬.২০	৫৯.০০%	০.৪৫%	২৯৬.৪৫০

কোড নং	উপাদান/অঙ্গসমূহ	২য় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষমাত্রা		Weight	ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তবায়ন (এপ্রিল ২০২০)			এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত চলতি অর্থবছরের	
		ভৌত পরিমাণ	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)	আইটেমের ভৌত অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%)
		জনমাস; জাতীয়=১৫ ২০ জনমাস	৫৫৪৪.৭৪						
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার ও অফিস ইক্যুইপমেন্ট	৯৬ মাস	৩০.০০	০.০৬%	০.০২৭%	১৩.২৬	৪৪.২০%	০.০০০%	০.৫২০
৩২৫৮১০১	যানবাহন পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	৯৬ মাস	৫২.০০	০.০৮%	০.০৩৮%	১৮.৭৫	৪৬.৮৮%	০.০০০%	০.৫৭০
(ক)রাজস্ব উপাদানের সাবটোটাল			**১৪২৭৩.৭৭**	**২৬.৬৩%**	**১৭.০৫%**	**৭৪১৮.৮২**		**০.৮৮%**	**৪৪৯.৮৫**
(খ) ক্যাপিটাল উপাদান									
সম্পদ অধিগ্রহণ									
পিএমইউ এবং এমআইপি'র মাঠপর্যায় অফিস									
৪১৪১১০১	একটি সাব-স্টেশনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ (৪০.০০ শতাংশ)	৪০.০০ শতাংশ	৫০.০০	০.১০%	০.০০০%	০.০০	০.০০%	০.০০০%	
৪১১২১০১	জিপ (৫দরজা), ২৩৫০(মিন)-২৭০০(ম্যাক্স)সিসি	২৩৫০ (মিন)-২৭০০ (ম্যাক্স) সিসি-২টি	১৩২.০০	০.২৭%	০.২৬৮%	১৩২.০০	১০০.০০%	০.০০০%	
৪১১২১০১	মাইক্রোবাস (১১সিট) (৪দরজা)	২টি	৬২.৯৫	০.১৩%	০.১২৮%	৬২.৯৫	১০০.০০%	০.০০০%	
৪১১২৩০৪	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	১টি	২.৭৪	০.০১%	০.০০৬%	২.৭৪	১০০.০০%	০.০০০%	
৪১১২১০১	মোটরসাইকেল (৮০সিসি)	৬টি	৭.৪৪	০.০২%	০.০১৫%	৭.৪৪	১০০.০০%	০.০০০%	
৪১১২৩০২	ডিজিটাল ক্যামেরা-২টি; ভিডিও ক্যামেরা-১টি	৩টি	১.৫০	০.০০%	০.০০৩%	১.৫০	১০০.০০%	০.০০০%	
৪১১২৩১০	ফটোকপিয়ার	২টি	২.২০	০.০০%	০.০০৪%	২.২০	১০০.০০%	০.০০০%	
৪১১২২০২	ব্রান্ড কম্পিউটার ও লেজার প্রিন্টার; এক্সেসরিস	২২টি	১১.৭৫	০.০২%	০.০২৪%	১১.৭৫	১০০.০০%	০.০০০%	
৪১১২৩০১	কম্পিউটার সফটওয়্যার	২টি	৩০.০০	০.০৬%	০.০০০%	০.০০	০.০০%	০.০০০%	
৪১১২৩১২	অফিস ফার্নিচার	১ আইটেম	২০.০০	০.০৪%	০.০২০%	১০.০০	৫০.০০%	০.০০০%	

কোড নং	উপাদান/অঙ্গসমূহ	২য় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষমাত্রা		Weight	ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তবায়ন (এপ্রিল ২০২০)			এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত চলতি অর্থবছরের	
		ভৌত পরিমাণ	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)	আইটেমের ভৌত অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%)
৪১১২২০৪	টেলিকমিউনিকেশন ইক্যুইপমেন্ট	৩সেট	৫.০০	০.০১%	০.০১০%	৫.০০	১০০.০০%	০.০০০%	
৪১১২৩০৩	পাওয়ার ইনভার্টার	১টি	০.৭৫	০.০০%	০.০০২%	০.৭৫	১০০.০০%	০.০০০%	
৪১১২৩০৩	এয়ার কন্ডিশনার	৬টি	৪.১০	০.০১%	০.০০৮%	৪.১০	১০০.০০%	০.০০০%	
৪১১২৩০৪	প্রকৌশল জরিপ উপাদান	৪টি	৩৫.০০	০.০৭%	০.০০০%	০.০০	০.০০%	০.০০০%	
অঙ্গসমূহের নির্মাণ									
৪১১১৩২১	উপকূলীয় বাঁধের পুনর্বাসন	১৭.৭৫ কিমি	৫৪৪.০০	১.০২%	০.৮৯০%	২১১.৮৪	৮৭.০০%	০.১৭%	
৪১১১৩০৭	স্লুইসের পুনর্বাসন ও খাল উল্লেখপূর্বক (৮০)	৪টি	১৮৩.১৫	০.৩৭%	০.২৩৭%	৭৯.৭৩	৬৩.৭৯%	০.০১%	
৪১১১৩০৭	স্লুইস নির্মাণ (২*৩ ভেন্ট) খাল উল্লেখপূর্বক (৯৪)	২টি	৪৬১.৬৪	০.৯৪%	০.৬০৫%	২০০.৯৬	৬৪.৫০%	০.০৩%	
৪১১১৩০৬	পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর পুনর্বাসন খাল উল্লেখপূর্বক (৫৮)	৩টি	২২৪.২৩	০.৪৬%	০.২৯০%	১২৮.৯৯	৬৩.৭৯%	০.০১%	
৪১১১৩০৬	পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর নির্মাণ (২*২ ভেন্টস, ১*১ ভেন্টস, ১*৫ ভেন্টস) খাল উল্লেখপূর্বক (১৬৮)	৪টি	৮৯৫.৯৭	১.৭২%	১.০৯৬%	৫১৫.৩৯	৬৩.৭৯%	০.০২%	
৪১১১৩১০	খাল পুনঃখনন	৪০৫.০০ কিমি	৪১১২.৮৪	৭.৯২%	৭.০৪৯%	৩৩৫৪.৮৭	৮৯.০০%	০.৬৩%	২২১.৯৯
৪১১১৩০৬	ফার্মার ক্যানাল সিস্টেম (১৮০০০ হেক্টর সেচ)[স্কিম-৮৫০টি; পাম্প-৮৯০টি; পাম্প হাউস-৮৫০টি; হেডার ট্যাংক-৮৫০টি; পিভিসি পাইপ-৮৫০কিমি; প্রিপেইড মিটার-৮৬০টি;	১৮০০০ হেক্টর	২১৭০০.০০	৪৩.৮৬%	৫.৫৩৯%	১২৯৩.৮৪	১২.৬৩%	১.৯৪%	

কোড নং	উপাদান/অঙ্গসমূহ	২য় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষমাত্রা		Weight	ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তবায়ন (এপ্রিল ২০২০)			এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত চলতি অর্থবছরের	
		ভৌত পরিমাণ	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)	আইটেমের ভৌত অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%)
৪১১২৩০৩	বিদ্যুৎ বিতরণ লাইনের আধুনিকায়ন	১টি সাব-স্টেশনসহ ২১০.০০ কিমি	৫৬০০.০০	১০.৯৭%	৫.৭০২%	২০৫০.৭৭	৫২.০০%	০.৪৪%	
৪১১১২০১	বাপাউবো অফিস মেরামত	১টি	১৪৫.০০	০.২৯%	০.২৯১%	১৪০.২০	১০০.০০%	০.০০০%	
৪১১১৩০৬	স্কিম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (ভূ-গর্ভস্থ পাইপলাইনের আংশিক নির্মাণ; ফার্মের সেচ ব্যবস্থাপনা) (নতুন প্যাকেজ)	১টি	২০০০.০০	৪.০৬%	-	০.০০	০.০০%	০.০০০%	
৩৮২১১০৪	ভ্যাট	১টি	৫৪.০০	০.০০%					
(খ)ক্যাপিটাল উপাদানের সাব-টোটাল			৩৭ ৭২৬.২৭	৭২.৩৫%	২২.১৯%	৮২১৭.০২		৩.২৭%	
(গ)ভৌত আনুষাঙ্গিক খরচ			১৬২৭.৪৮	০.০০%			০০০%		
(ঘ) আনুষাঙ্গিক মূল্য			৪৩৮৬.৪৮	১.০২%			০.০০%		
সর্বমোট			৫৮০১৪.০০	১০০.০০%	৪০.৩০%	১৭৮০৫.৫২	৩০.৬৯%	৫.২১%	২৮৪১.৫১

লেখচিত্র-২ হতে আরো দেখা যায় যে, সবচেয়ে কম অগ্রগতি ফার্মার ক্যানাল সিস্টেম যা আইটেমের ভৌত অগ্রগতির ১২.৬৩ শতাংশ।

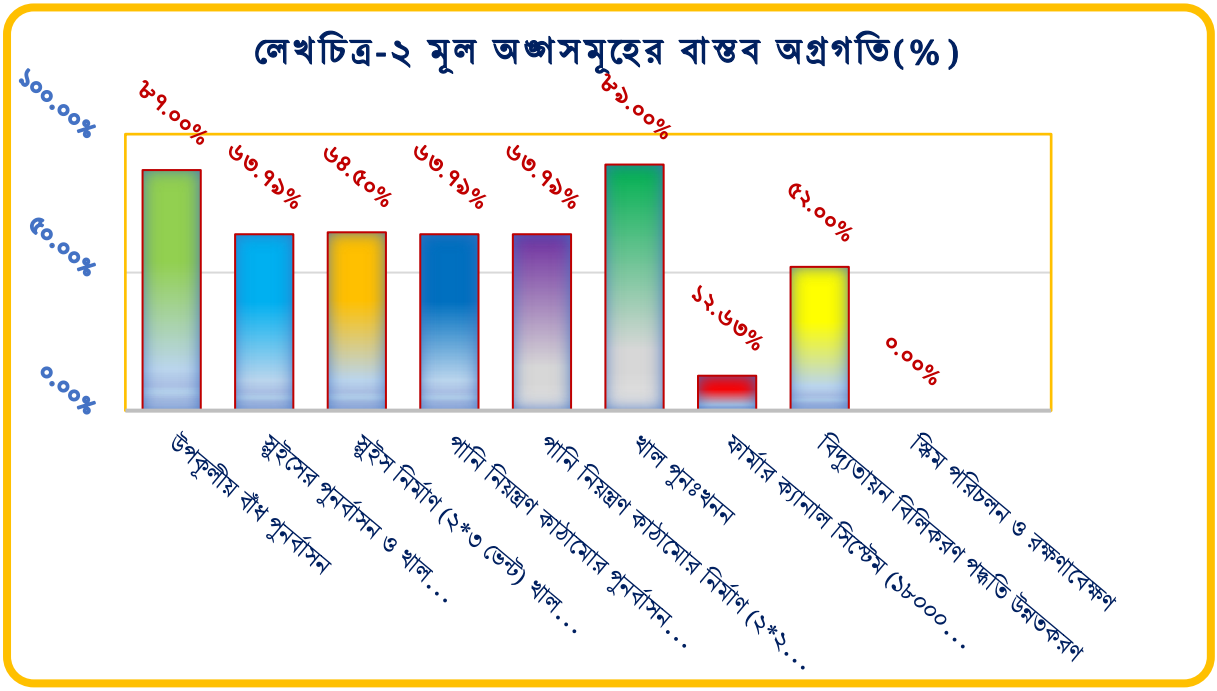

অন্যদিকে, স্কিম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের কোন প্রকার অগ্রগতি হয় নাই। এছাড়া বিদ্যুৎ বিলিকরণ লাইনের মোট ৫২ শতাংশ অগ্রগতি হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ক্যাপিটাল অঙ্গের কিছু কাজ মূল ডিপিপিতে ছিল না কিন্তু সংশোধিত ডিপিপিতে তা সংযোজিত-বিয়োজিত হয়েছে। ফলে সেই সকল কাজের অগ্রগতি খুবই ধীর। বিদ্যুৎ বিতরণের জন্য সাব-স্টেশনের জমি এখনও ক্রয় করা সম্ভব হয় নাই।

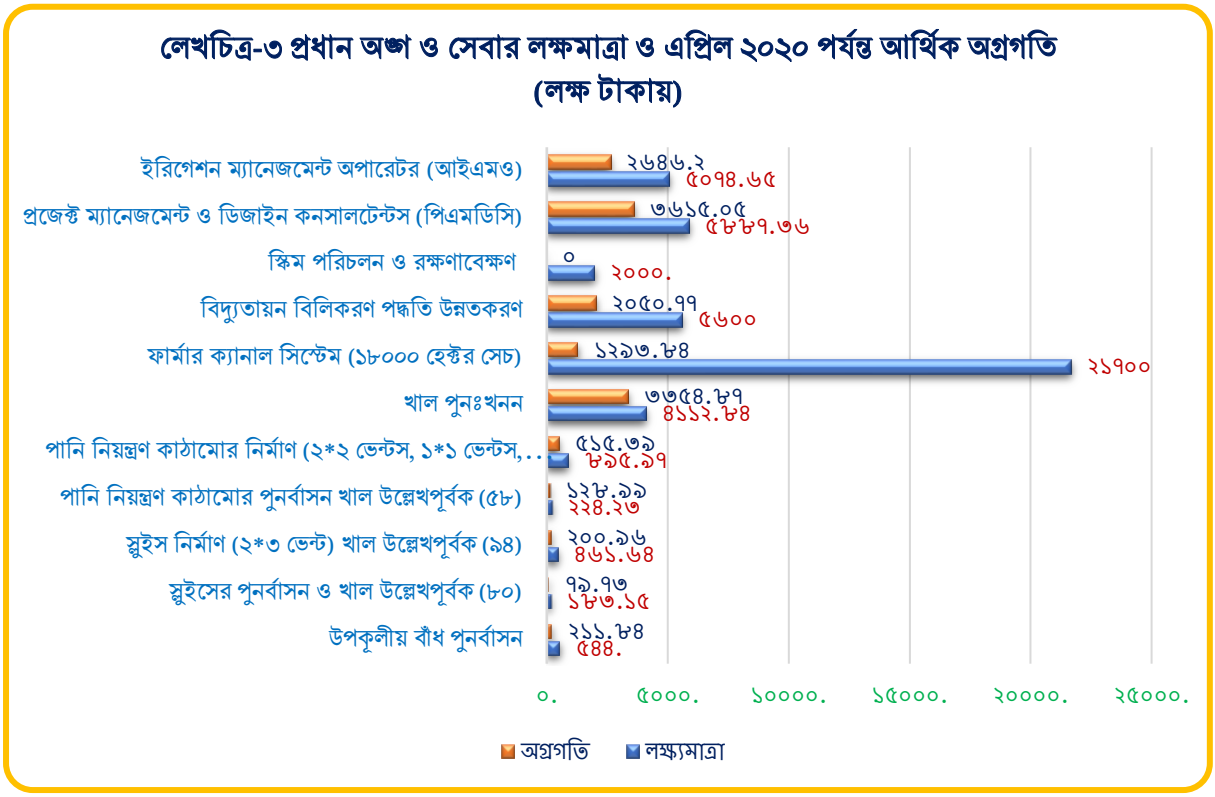

লেখচিত্র-৩ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ফার্মার ক্যানাল সিস্টেম (১৮০০০ হেক্টর সেচ) [স্কিম-৮৫০টি; পাম্প-৮৯০টি; পাম্প হাউস-৮৫০টি; হেডার ট্যাংক-৮৫০টি; পিভিসি পাইপ-৮৫০কিমি; প্রিপেইড মিটার-৮৬০টি] ২১৭০০ লক্ষ টাকার মধ্যে বাস্তবে এ পর্যন্ত অগ্রগতি ১২৯৩.৮৪ লক্ষ টাকা। যদিও প্রকল্পের প্রায় ৪৪ শতাংশ ব্যয় ফার্মার ক্যানাল সিস্টেম ও আনুষঙ্গিক কাজে। এ ক্ষেত্রে অগ্রগতি এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত দেখা যায় ১২.৬৩ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত লেজার প্রিন্টার ও একসেসরিজসহ ব্রান্ড কম্পিউটার (৩ ল্যাপটপ, ১০ ডেস্কটপ, ২ স্ক্যানার, ১ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ৭ লেজার প্রিন্টার এবং ২টি কম্পিউটার সফটওয়্যার), ক্যামেরা/ভিডিও ক্যামেরা ৩টি এবং ফটোকপিয়ার ২টি, প্রকৌশল সমীক্ষা ইক্যুইপমেন্ট ADCP-১টি, GPS-৩টি, টেলিকমিউনিকেশনস ইক্যুইপমেন্ট প্রভৃতি উপকরণের কার্যকারিতা ও বর্তমানে ব্যবহারের বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং কোনো ত্রুটি পাওয়া যায় নি।

লেখচিত্র-৩ হতে দেখা যায়, স্কিম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে এ পর্যন্ত কোনো প্রকার অগ্রগতি সাধিত হয় নাই। অর্থাৎ খাল পুনঃখনন, ফার্মার ক্যানাল সিস্টেমের মাধ্যমে পানি সরবরাহ এবং কিছু পাম্প ও প্রি-মিটার বসানো হলেও বিদ্যুৎ সংযোগের অভাবে স্কিম চালু করা সম্ভব হয় নি।

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক কাজের অগ্রগতি বিশ্লেষণ—

বাস্তব ও লক্ষমাত্রার তুলনা	আরডিপিপি অনুযায়ী ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	আরডিপিপি অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ২০১৪-২০২০ পর্যন্ত) (লক্ষ টাকায়)	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতির আর্থিক লক্ষমাত্রা ও বাস্তব (%) (২০১৪-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত)	ক্রমপুঞ্জিভূত ভৌত অগ্রগতির লক্ষমাত্রা ও বাস্তব (২০১৪-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত)
লক্ষমাত্রা	৫৮০১৪.০০	২৬৭৫৮.৪৫ (জুন ২০২০ পর্যন্ত)	৪৬.১৩% (জুন ২০২০ পর্যন্ত)	৪৫.৫৮% (জুন ২০২০ পর্যন্ত)
প্রকৃত অবস্থা	১৭৮০৫.৫২	১৭৮০৫.৫২ (এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত)	৩০.৬৯% (এপ্রিল ২০২০)	৪০.৩০% (এপ্রিল ২০২০)

তথ্যসূত্রঃ প্রকল্প অফিস ও আইএমইডি-০৫ (সর্বশেষ তথ্য)

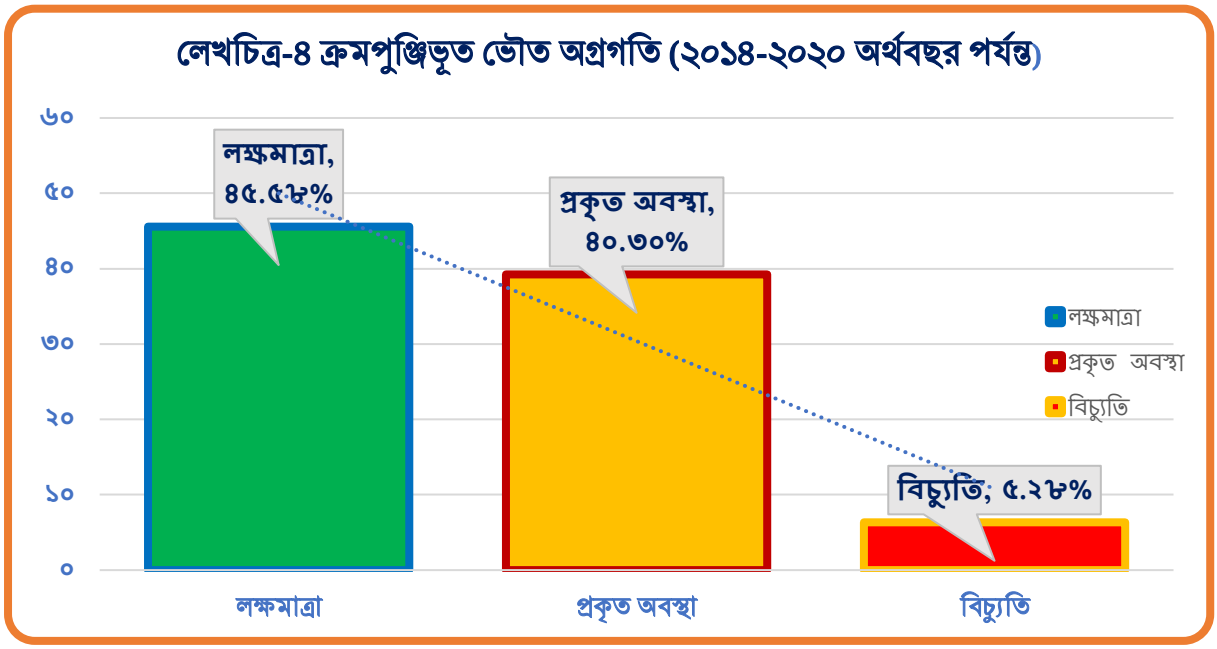

লেখচিত্র-৫ চলতি অর্থবছরের (২০১৯-২০) লক্ষমাত্রা ও বাস্তব অগ্রগতি

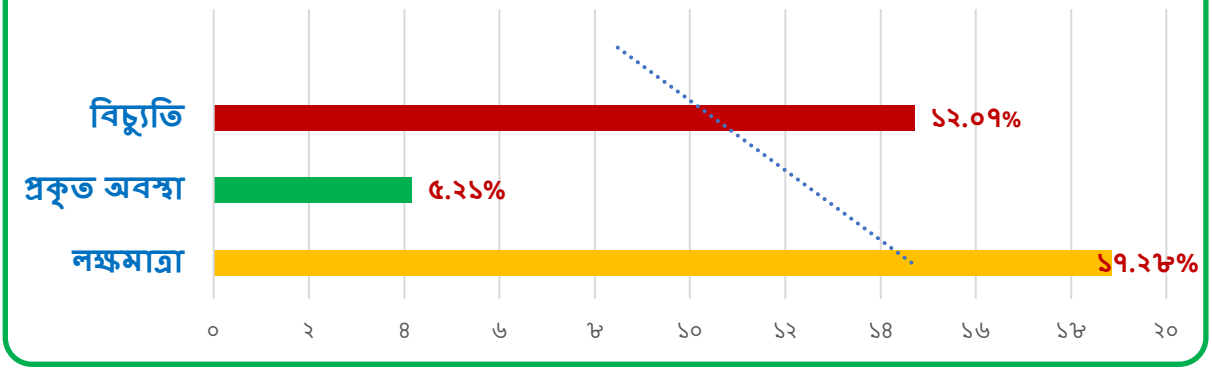

প্রকল্পের ২০১৪-২০২০ অর্থ-বছর পর্যন্ত ৬ বছরের (টেবিল-৩.২) ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৪৫.৫৮ শতাংশ; কিন্তু এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি ৪০.৩০% যা লক্ষমাত্রার থেকে ৫.২৮ শতাংশ কম (লেখচিত্র-৪) । চলতি অর্থবছরের (২০১৯-২০) অগ্রগতি (টেবিল-৩.৫ ও লেখচিত্র-৫) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, চলতি বছরের লক্ষমাত্রা ১৭.২৮ শতাংশ; যা এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি মাত্র ৫.২১ শতাংশ।

বর্তমান আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়নের মেয়াদ বাকি দুই বছর দুই মাস। এই সময়ের মধ্যে ১০০-৪০.৩০ = ৫৯.৭০ শতাংশ কাজ সমাপ্ত করা সহজ হবে না; যদি না কর্তপক্ষ কাজের গতিকে আরও না বাড়িয়ে দেয় । টেবিল-৩.৫ থেকে দেখা যায়, প্রকল্পের বিদ্যুৎ বিতরণ লাইনের জন্য একটি সাব-স্টেশন নির্মাণ করা হচ্ছে ৫০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে। প্রকল্পের ১ম সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে ভূমি অধিগ্রহণের কোন সংস্থান ছিল না। প্রকল্পের ২য় সংশোধনীর ফলে ৪০ শতাংশ ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ৫০ লক্ষ টাকা সংস্থান রাখা হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত জমি অধিগ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। প্রকল্প অফিস হতে জানা যায়, জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান। আগামী তিন মাসের মধ্যে তা সমাপ্ত হবে বলে প্রকল্প পরিচালক তা নিশ্চিত করেন।

প্রকল্পটির অগ্রগতির ক্ষেত্রে অনেকখানি নির্ভর করতে হয় প্রকৃতি ও জলবায়ুর উপর যেমন বর্ষা মৌসুম—ফার্মার ক্যানাল সিস্টেম বর্ষাতে তৈরি করা প্রায় অসম্ভব—নদীতে সেডিমেন্ট পড়া ইত্যাদি। এ বিষয়গুলো বিশেষ বিবেচনায় রেখে আগামীতে অঙ্গভিত্তিক কাজের নতুন বিন্যাস দরকার। নতুবা অর্থ ও সময় অপচয় হওয়্যার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে; যা প্রকল্পের অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়াকে বহুলাংশে সংকুচিত করবে।

৩.২ ক্রয় কার্যক্রম

"ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফর মুহুরী ইরিগেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা পরিবীক্ষণ ও প্রকল্পের আওতায় ক্রয় প্যাকেজসমূহ (পণ্য, কার্য ও সেবাসমূহ) যথাযথ ক্রয় প্রক্রিয়াসমূহ (দরপত্র আহ্বান, দরপত্র মূল্যায়ন, ক্রয় পদ্ধতি অনুমোদন, চুক্তিনামা সম্পাদন প্রভৃতি) বিদ্যমান ক্রয় নীতিমালার আলোকে করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়েছে। প্রকল্পটি নয়টি প্যাকেজে (CW-1, CW-2, CW-3, CW-4, CW-5, CW-6, CW-7, CW-8A, CW-8B) ও দুটি পরামর্শক নিয়োগের CS (CS-1, CS-2)-এ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই ৯টি প্যাকেজের ৩টি সমাপ্ত (CW-8B) ও প্রায় সমাপ্ত (CW-1, CW-2) ও বাকিগুলো চলমান প্যাকেজ।

৩.২.১ ক্রয় পরিকল্পনা

টেবিল-৩.৬: প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনার এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী সেবা-সংগ্রহ প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও (প্রকার)	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি সাক্ষর	চুক্তি সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পণ্যসমূহ										
অর্থ-বছর: ২০১৫-২০২২										
জি-০১	জিপ (৫-দরজা) ২৩৫০ (মিন)-২৭০০(ম্যাক্স) সিসি	সংখ্যা	২	OTM	DoFP	GOB & ADB	১৩২.০০	০১.০৫.২০১৬	০১.১০.২০১৬	০১.১২.২০১৬
জি-০২	মাইক্রোবাস (১১ সিট)	সংখ্যা	২	OTM	DoFP	GOB & ADB	৬২.৯৫	২৮.০৬.২০১৫	৩০.০৫.২০১৬	২৮.১১.২০১৬
জি-০৩	মোটরসাইকেল (৮০সিসি)	সংখ্যা	৬	OTM	DoFP	GOB	৭.৪৪	৩০.০৪.১৫	১১.০৬.১৫	৩০.০৬.১৫
জি-০৪	লেজার প্রিন্টার ও একসেসরিজসহ ব্রান্ড কম্পিউটার (৩ ল্যাপটপ, ১০ ডেস্কটপ, ২ স্ক্যানার, ১ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ৭ লেজার প্রিন্টার এবং ২টি কম্পিউটার সফটওয়্যার), ক্যামেরা/ভিডিও ক্যামেরা ৩টি এবং ফোটোকপিয়ার ২টি	সেট	৩০	OTM	DoFP	GOB	৪৮.১৯	৩০.০৪.১৫	১৯.০৬.১৫	৩০.০৬.১৭
জি-০৫	প্রকৌশল সমীক্ষা ইক্যুইপমেন্ট ADCP-১টি, GPS-৩টি	সংখ্যা	৪	OTM	DoFP	GOB	৩৫.০০	০১.১১.২০১৯	১৫.১২.২০১৯	৩০.০১.২০২০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী সেবা-সংগ্রহ প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও (প্রকার)	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি সাক্ষর	চুক্তি সমাপ্তি
জি-০৬	আসবাবপত্র	আই টেম	১	RFQ	DoFP	GOB	২০.০০	৩০.০৪.২০১৫	০১.০৮.২০১৫	৩০.১২.২০২০
জি-০৭	টেলিকমিউনিকেশনস ইক্যুইপমেন্ট	সেট	৩	RFQ	DoFP	GOB	৫.০০	৩০.০৪.১৫	১১.০৬.১৫	৩০.০৬.১৫
জি-০৮	পাওয়ার ইনভার্টার(১টি) ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (৬টি)	সংখ্যা	৭	LTM	DoFP	GOB	৪.৮৫	৩০.০৪.১৫	১১.০৬.১৫	৩০.০৬.১৫
পণ্যের মোট মূল্যঃ							৩১৫.৪৩			
কার্যসমূহ										
অর্থ-বছর: ২০১৫-২০২২										
CW-01	উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন + গ্রুপ ১ ও ২ খালের পুনঃখনন	কিমি	বাঁধ=১৭.৭৫; খাল=২০২.০০	OTM(ICB)	DoFP	GOB & ADB	২৩৫৫.৬৭	০৯.০৯.২০১৫	১৮.০১.২০১৬	১১.০২.২০২০
CW-02	গ্রুপ ৩ ও ৪ খালের পুনঃখনন	কিমি	২০৩.০০	OTM(ICB)	DoFP	GOB & ADB	২৩০১.১৭	২৯.০৫.২০১৫	১৫.১২.২০১৫	৩০.০৬.২০১৯
CW-03	ফার্মারস ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম, স্টেজ ১: ২,০০০ হেক্টর পাইপলাইন	হেক্টর	১৮৩০	OTM(ICB)	DoFP	GOB & ADB	১৮০০.০০	১১.১১.২০১৫	২৮.০৭.২০১৬	১৭.০৮.২০১৮কাজ চলমান রয়েছে
CW-04	বিদ্যুৎ বিতরণ লাইনের আধুনিকায়নঃ ১টি সাব-স্টেশন ও ২১০ কিমি বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন	সংখ্যা /কিমি	১/২১০	OTM(NCB)	DoFP	GOB & ADB	৫৬০০.০০	১২.০৪.২০১৮	০১.১১.২০১৮	০৪.১১.২০২০কাজ চলমান রয়েছে
CW-05	ফার্মারস ডিস্ট্রিবিউশন, পাম্পস, ও প্রিপেইড মিটারঃ স্টেজ ২: ৫০৭০ হেক্টর	হেক্টর	৫০৭০	OTM(ICB)	DoFP	GOB & ADB	৫৮০০.০০	০৭.০৫.২০১৮	২৬.০৯.২০১৯	২৬.১০.২১ কাজ চলমান রয়েছে
CW-06	ফার্মারস ডিস্ট্রিবিউশন, পাম্পস, ও প্রিপেইড মিটারঃ স্টেজ ৩: ৫,৪০০ হেক্টর	হেক্টর	৫৪০০	OTM(ICB)	DoFP	GOB & ADB	৬৬০০.০০	২৭.০৯.২০১৮	০৮.১২.২০১৯	৩১.১২.২০২১ কাজ চলমান রয়েছে
CW-07	ফার্মারস ডিস্ট্রিবিউশন, পাম্পস, ও প্রিপেইড মিটারঃ স্টেজ ২: ৫,৭০০ হেক্টর	হেক্টর	৫৭০০	OTM(ICB)	DoFP	GOB & ADB	৭৫০০.০০	১৪.১১.২০১৮	০৮.১২.২০১৯	৩১.১২.২০২১কাজ চলমান রয়েছে
CW-08A	নতুন পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ও স্লুইস নির্মাণ এবং খালের রেফারেন্স	সংখ্যা	১৩	OTM(ICB)	DoFP	GOB & ADB	১৭৬৫.০০	০১.০২.২০১৭	২৩.০৫.২০১৭	১৪.০৬.২০১৯কাজ চলমান রয়েছে

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী সেবা-সংগ্রহ প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও (প্রকার)	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি সাক্ষর	চুক্তি সমাপ্তি
	সেকশনসহ স্লুইস ও পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর পুনর্বাসন									
CW-08B	ফেনীর BWDB-এর বিল্ডিং মেরামত	সংখ্যা	১	OTM (ICB)	DoFP	GOB & ADB	১৪৫.০০	০৩.০৮.২০১৬	২২.১১.২০১৬	২৮.০৬.২০১৮
	স্কিম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	বছর হেক্টর	৩-বছর ১৮০০০ হেক্টর	OTM/RFQ DPM	DoFP	GOB	২০০০.০০			
ক্রয় পরিকল্পনার মোট মূল্য							৩৫৮৬৬.৮৪			
সেবাসমূহ										
অর্থ-বছর: ২০১৪-২০২২										
CS-01	প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ও ডিজাইন কনসালটেন্সি ফর IMIP (PMDC)	আইটেম	এল.এস	QCBS	DoFP	GOB & ADB	৫৮৮৭.৩৬	Q4 2014	Q1 2015	Q1 2020
CS-02	ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট অপারেটর (IMO) ফর মুহুরী সেচ প্রকল্প (MIP)	আইটেম	এল.এস	QCBS	DoFP	GOB & ADB	৫৬৫৮.০০	Q1 2015	Q1 2016	Q4 2021

৩.২.১.১ প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যালোচনা

প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা হল—

টেবিল-৩.৭: প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনার বিস্তারিত

প্যাকেজ /দরপত্র নং	দরপত্র অনুযায়ী প্যাকেজের নাম	ক্রয় পদ্ধতি	দরপত্র/বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যম ও আহ্বানের তারিখ	দরপত্র দাখিলের তারিখ	মোট দরপত্র বিক্রয়	মোট দরপত্র জমা (পুনঃ দরপত্র)	উপযুক্ত (রেসপনসিভ) দরদাতার সংখ্যা	Delegation of Financial Power অনুযায়ী দরপত্র চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের তারিখ	Notification of Award জারির তারিখ	প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা)	সর্বনিম্ন দরদাতার উদ্ধৃত দর (টাকা)	চুক্তি মূল্য (টাকা)
CW-01 (ICB)	Rehabilitation of Coastal Embankment, Re-excavation of Khal Group-1 and Re-excavation of Khal Group-2 (Re-Bid)	OTM (ICB, Single Stage one Enve loppe)	দৈনিক সমকাল ও Daily Independent তারিখ : ০৯/০৯/২০১৫	০৮/১০/২০১৫	০৩	০২ (হ্যাঁ)	০১	১৭/০১/২০১৬	১৮/০১/২০১৬	২১,২৭,৮৭,৯৪০.৯৩	২৫,০১,২৯,৪০৪.০৮	২৫,০১,২৯,৪০৪.০৮ (মূল) ২৩৫৫.৬৭ লক্ষ টাকা (সংশোধিত)
CW-02 (ICB)	Re-excavation of Khal Group-3 and Re-excavation of Khal Group-4	OTM (ICB, Single Stage one Enve loppe)	দৈনিক সমকাল ও Daily Independent তারিখ : ২৯/০৫/২০১৫	১৩/০৭/২০১৫	০৩	০২ (হ্যাঁ)	০১	১৪/১২/২০১৫	১৫/১২/২০১৫	২৩,০১,১৬,৫৬৭.৮৮	২৭,৮৪,৮৬,০৫৩.৫১	২৭,৮৪,৮৬,০৫৩.৫১
CW-03(ICB)	Farmers' Distribution System, Stage-1: Area 2000 hac pipeline	OTM (ICB, Single Stage one Enveloppe)	দৈনিক সমকাল ও Daily Financial express, তারিখ : ১১/১১/২০১৫	১৩/০১/২০১৬	০৫	০১(না)	০১	২৬/০৭/২০১৬	২৮/০৭/২০১৬	১৪,৯৮,৪৬,০৭২.২১	১৬,৪৭,৫৩,০৪৮.৮৭	১৬,৪৭,৫৩,০৪৮.৮৭
CW-04(ICB)	Turn Key Contract (A) Construction of 1 X10/14 MVA, 33/11 KVA Indoor type Sub-Station and (B) Upgrading of Electrical Distribution (HT, LT Over Head Line) System	OTM (NCB, Single Stage one Enveloppe)	দৈনিক সমকাল ও Daily Financial express তারিখ : ১২/০৪/২০১৮	২৩/০৫/২০১৮	০২	০১(হ্যাঁ)	০১	০১/১১/২০১৮	০১/১১/২০১৮	৪৪,৩৬,৭১,১২৬.৩৫	৪৬,৯৩,৯৩,৭৩৮.১৬	৪৪,৪০,০০,০০০.০০
CW-05 (ICB)	Farmers' Distribution Systems, Stage-2: Area 5400 hac of Buried Pipe Systems, with Pumps and Tele Prepaid Meters	OTM (ICB, Single Stage one Enveloppe)	দৈনিক সমকাল ও Daily Financial express , তারিখ : ০৭/০৫/২০১৮	২৩/০৭/২০১৮	০৪	০৩(না)	০১	২৫/০৯/২০১৯	২৬/০৯/২০১৯	৫৩,৭১,৪৭,৫১১.০০	৫৭,৪১,৪০,৪৯৬.২৮	৫৭,৪১,৪০,৪৯৬.২৮

প্যাকেজ /দরপত্র নং	দরপত্র অনুযায়ী প্যাকেজের নাম	ক্রয় পদ্ধতি	দরপত্র/বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যম ও আহ্বানের তারিখ	দরপত্র দাখিলের তারিখ	মোট দরপত্র বিক্রয়	মোট দরপত্র জমা (পুনঃ দরপত্র)	উপযুক্ত (রেসপনসিভ) দরদাতার সংখ্যা	Delegation of Financial Power অনুযায়ী দরপত্র চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের তারিখ	Notification of Award জারির তারিখ	প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা)	সর্বনিম্ন দরদাতার উদ্ধৃত দর (টাকা)	চুক্তি মূল্য (টাকা)
CW-06 (ICB)	Farmers' Distribution Systems, Stage-3: Area 5025 hac of Buried Pipe Systems, with Pumps and Tele Prepaid Meters	OTM (ICB, Single Stage one Enveloppe)	দৈনিক সমকাল ও Daily Financial express, তারিখ : ২৭/০৯/২০১৮	২৬/১১/২০১৮	০২	০১(না)	০১	০৫/১২/২০১৯	০৮/১২/২০১৯	৫৭,৯১,৯৭,৮৪৩.৮৬	৬৫,৭৭,২৫,৫৮৭.৮৭	৬৫,৭৭,২৫,৫৮৭.৮৭
CW-07 (ICB)	Farmers' Distribution Systems, Stage-4: Area 5700 hac of Buried Pipe Systems, with Pumps and Tele Prepaid Meters	OTM (ICB, Single Stage one Enveloppe)	দৈনিক সমকাল ও Daily Financial express তারিখ : ১৪/১১/২০১৮	২৭/১২/২০১৮	০৩	০১(না)	০১	০৫/১২/২০১৯	০৮/১২/২০১৯	৬০,৩১,৫০,৫৭৮.০০	৭৪,৯১,৪২,২৯৩.০০	৭৪,৯১,৪২,২৯৩.০০
CW-08A (ICB)	Construction of new water control structures, Sluices; re-habilitation of structures Sluices	OTM (ICB, Single Stage one Enveloppe	দৈনিক সমকাল ও Daily Financial express, তারিখ : ০১/০২/২০১৭	১৬/০৩/২০১৭	০১	০১(হ্যাঁ)	০১	২৩/০৫/২০১৭	২৩/০৫/২০১৭	১০,২৯,০৫,৫৫২.০০	১১,১৬,৪৬,৯৯৯.৪৬	১১,১৬,৪৬,৯৯৯.৪৬
CW-08B (ICB)	Repair of BWDB buildings of Feni BWDB	OTM (ICB, Single Stage one Enveloppe)	দৈনিক সমকাল ও Daily Independent তারিখ : ০৩/০৮/২০১৬	২০/০৯/২০১৬	০৩	০৩	০১	২২/১১/২০১৬	২২/১১/২০১৬	১,২৭,৬৫,০৯৮.০০	১,২৭,৬৩,৭৭০.৯৩	১,২৭,৬৫,০৯৮.৬১
পরামর্শক সেবা												
CS-01	প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ও ডিজাইন কনসালটেন্সি ফর IMIP (PMDC	QCBS								৫৮৮৭.৩৬ লক্ষ টাকা		৫৩৪৭.৩৫ লক্ষ টাকা ৫৮৮৭.৩৬ লক্ষ টাকা (সংশোধিত)
CS-02	ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট অপারেটর (IMO) ফর মুহুরী সেচ প্রকল্প (MIP)	QCBS								৫০৭৪.৬৫ লক্ষ টাকা		৫০৭৪.৬৫ লক্ষ টাকা ৫৬৫৮.০০ লক্ষ টাকা (সংশোধিত)

৩.২.২ ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা

Cw-01 প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত Rehabilitation of Coastal Embankment, Re-excavation of Khal Group-1 and Re-excavation of Khal Group-2 কাজের অনুমোদিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮৭৬.৮৫ লক্ষ টাকা, কার্যাদেশ মূল্য ২৫০১.২৯ লক্ষ টাকা এবং সংশোধিত মূল্য ২৩৫৫.৬৭ লক্ষ টাকা। এই প্যাকেজের কাজ ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ শতভাগ সমাপ্ত হয়েছে।

cw-02 প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত Re-excavation of Khal Group-3 and Re-excavation of Khal Group-4 কাজের অনুমোদিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় ৩২০২.৮৯ লক্ষ টাকা, কার্যাদেশ মূল্য ২৭৮৪.৮৬ লক্ষ টাকা এবং সংশোধিত মূল্য ২৩০১.১৭ লক্ষ টাকা। cw-0 cw-02 প্যাকেজের কাজ এ পর্যন্ত ৮৯.১৯ শতাংশ সমাপ্ত হয়েছে যার আর্থিক অগ্রগতি ২০৪৮.৮০ লক্ষ টাকা।

cw-03 প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত Farmers' Distribution System, Stage-1: Area 2000 hac pipeline (81 nos scheme) কাজের অনুমোদিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬৫০.০০ লক্ষ টাকা, কার্যাদেশ মূল্য ১৬৪৭.৫৩ লক্ষ টাকা এবং চুক্তি মূল্য ১৬৪৭.৫৩ লক্ষ টাকা। এ প্যাকেজের কাজ এ পর্যন্ত ৮৬.৬৮% সমাপ্ত হয়েছে যার আর্থিক অগ্রগতি ১৩১০.১৯ লক্ষ টাকা।

cw-04 প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত Turn Key Contract (A) Construction of 1 X10/14 MVA, 33/11 KVA Indoor Type Sub-Station and (B) Upgrading of Electrical Distribution (HT, LT Over Head Line) System কাজের অন্তর্ভুক্ত অনুমোদিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৪৪০.০০ লক্ষ টাকা, কার্যাদেশ মূল্য ৪৪৩৬.২৫ লক্ষ টাকা এবং চুক্তি মূল্য ৪৪৪০.০০ লক্ষ টাকা। এ প্যাকেজের কাজ এ পর্যন্ত ৪৬.০০% সমাপ্ত হয়েছে যার আর্থিক অগ্রগতি ২০০৮.৯৪ লক্ষ টাকা।

cw-05 প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত Farmers' Distribution Systems, Stage-2: Area 5400 hac of Buried Pipe Systems, with Pumps and Tele Prepaid Meters কাজের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৩৭১.৪৭ লক্ষ টাকা, সর্বনিম্ন দরদাতার দর মূল্য ৫৭৪১.৪০ লক্ষ টাকা এবং চুক্তি মূল্য ৫৭৪১.৪০ লক্ষ টাকা। এ প্যাকেজের কাজ এ পর্যন্ত ৮৬.৬৮% সমাপ্ত হয়েছে যার আর্থিক অগ্রগতি ১৩১০.১৯ লক্ষ টাকা।

cw-06 প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত Farmers' Distribution Systems, Stage-2: Area 5025 hac of Buried Pipe Systems, with Pumps and Tele Prepaid Meters কাজের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৭৯১.৯৭ লক্ষ টাকা, সর্বনিম্ন দরদাতার দর মূল্য ৬৫৭৭.২৫ লক্ষ টাকা এবং চুক্তি মূল্য ৬৫৭৭.২৫ লক্ষ টাকা;

cw-07 প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত Farmers' Distribution Systems, Stage-2: Area 5700 hac of Buried Pipe Systems, with Pumps and Tele Prepaid Meters কাজের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় ৬০৩১.৫০ লক্ষ টাকা, সর্বনিম্ন দরদাতার দর মূল্য ৭৪৯১.৪২ লক্ষ টাকা এবং চুক্তি মূল্য ৭৪৯১.৪২ লক্ষ টাকা। প্যাকেজ cw-05, cw-06, cw-07 কাজ এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত প্রায় ১২ শতাংশের মতো অগ্রগতি হয়েছে।

এডিবি সহায়তাপৃষ্ঠ প্রকল্পটির (মুহুরী সেচ প্রকল্প) কাজ বাস্তবায়ন তদারকি ও বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (C-IMO) কর্তৃক সম্পন্ন করার বিষয়টি ঋণচুক্তিতে উল্লেখ ছিল। ঋণচুক্তি মোতাবেক পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়া এডিবি কর্তৃক শুরু করা হয় ও প্রস্তাব মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয় যা পরবর্তীতে বাপাউবো, মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকারী ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা (CCGP) কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ফলে পরামর্শক নিয়োগের পর চুক্তি মোতাবেক বিস্তারিত নকশা প্রণয়নে ৩০ মাস সময় লেগে যায়। উল্লেখ্য ৮৫০ টি স্কীমের পাম্প হাউজ ও পাইপলাইন ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম মাঠ পর্যায়ের

সংশ্লিষ্ট কৃষক, পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে সম্পন্ন করায় উক্ত সময়ের প্রয়োজন হয়। ইতোমধ্যে প্রকল্পের মেয়াদ প্রায় ৪ বছর অতিক্রম হয়ে যায়। বিস্তারিত নকশা প্রতিফলন চুড়ান্তকরণের পর ব্যয় বৃদ্ধির ফলে DPP সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং DPP (২য় সংশোধন)সংশোধনে প্রায় ১ (এক) বৎসর সময় লেগে যায় ফলে CW-৫, CW-৬, CW-৭ তিনটি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদানে ৫.৫ (সাড়ে পাঁচ) বছর সময় লেগে যায়। বর্তমানে ৫ টি (পাঁচ) প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে এবং ৪টি (চার) প্যাকেজের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

cw-08A প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত Construction of new water control structures, Sluices; re-habilitation of structures Sluices কাজের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় ১০২৯.০৫ লক্ষ টাকা, সর্বনিম্ন দরদাতার দর মূল্য ১১১৬.৪৬ লক্ষ টাকা এবং চুক্তি মূল্য ১১১৬.৪৬ লক্ষ টাকা। এ প্যাকেজের কাজ এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত ৬০.০০% সমাপ্ত হয়েছে যার আর্থিক অগ্রগতি ৫৫৬.৬৭ লক্ষ টাকা।

cw-08B প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত Repair of BWDB buildings of Feni BWDB কাজের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় ১২৭.৬৫ লক্ষ টাকা, সর্বনিম্ন দরদাতার দর মূল্য ১২৭.৬৫ লক্ষ টাকা এবং চুক্তি মূল্য ১২৭.৬৫ লক্ষ টাকা। এ প্যাকেজের কাজ ২৮ জুন ২০১৮ তে শতভাগ সমাপ্ত হয়েছে যার আর্থিক অগ্রগতি ১৪০.২১ লক্ষ টাকা।

এছাড়া cs-১ প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ও ডিজাইন কনসালটেন্সি ফর IMIP (PMDC) পরামর্শক সেবার অনুমোদিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৮৮৭.৩৬ লক্ষ টাকা, চুক্তিমূল্য ৫৩.৪৭.৩৫ লক্ষ টাকা এবং সংশোধিত মূল্য ৫৮৮৭.৩৬ লক্ষ টাকা। cs-১ প্যাকেজের কাজ এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত ৭৬ শতাংশ সমাপ্ত হয়েছে যার আর্থিক অগ্রগতি ৩৬১৫.০৫ লক্ষ টাকা।

এবং CS-২ প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট অপারেটর (IMO) ফর মুহুরী সেচ প্রকল্প (MIP) পরামর্শক সেবার অনুমোদিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০৭৪.৬৫ লক্ষ টাকা, চুক্তিমূল্য ৫০৭৪.৬৫ লক্ষ টাকা এবং সংশোধিত মূল্য ৫০৭৪.৬৫ লক্ষ টাকা। CS-২ প্যাকেজের কাজ এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত ৫৯ শতাংশ সমাপ্ত হয়েছে যার আর্থিক মূল্য ২৬৪৬.২০ লক্ষ টাকা।

ক্রয়কার্যক্রমের পর্যালোচনার জন্য প্রকল্পের নথিপত্র বিশ্লেষণের পর বিভিন্ন প্যারামিটারের বিপরীতে প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ নিচের ছক-এ দেখানো হলো—

ক্রমিক নং	ইন্ডিকেটর ক্যাটাগরি	ইন্ডিকেটর প্রসেস	সম্পাদিত ডাটা		ফলাফল	মন্তব্য
১	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র পত্রিকায় প্রকাশ	১	শতকরা কত শতাংশ দরপত্র পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে	১০০%	পিপিআর অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়
২	দরপত্র দাখিল	খোলা দরপত্র পত্রিকায় দরপত্র প্রস্তুতের জন্য দেয়া সময়সীমা	২	দরপত্র পত্রিকায় প্রকাশ এবং দরপত্র দাখিলের মধ্যে গড় দিনের সংখ্যা	২৫-৬০	পিপিআর অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়
		দরপত্র সময়সীমা পরিপালন	৩	শতকরা কত শতাংশ দরপত্র দাখিলের জন্য পর্যাপ্ত সময় ছিল	১০০%	পিপিআর অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়
		দরদাতা অংশগ্রহণ সূচক	৪	বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা এবং দাখিলকৃত দরপত্রের সংখ্যার অনুপাত	১০০%	বিক্রয়কৃত দরপত্রের মধ্যে ৬৫% জমা হয়।

৩	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটিতে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সদস্য উপস্থিত ছিলেন	৫	শতকরা কত শতাংশ দরপত্রের উন্মুক্তকরণ কমিটিতে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সদস্য ছিলেন	১০০%	পিপিআর অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়
৪	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়নের সময়	৬	দরপত্র খোলা এবং মূল্যায়নের মধ্যে গড় দিনের সংখ্যা	২৪ দিন	পিপিআর অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়
		দরপত্র গ্রহণ	৭	গড় রেসপনসিভ দরদাতার সংখ্যা	১ টি	৯টি প্যাকেজের মধ্যে প্রতিটিতেই ১টি করে রেসপনসিভ দরদাতা পাওয়া গিয়েছে; যা অত্যন্ত কম বলে প্রতীয়মান হয়।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রদত্ত তথ্যমতে, প্রকল্পের ক্রয়-প্রক্রিয়া এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের গাইডলাইন অনুসরণ করে করা হয় এবং দেশী বাংলা ও ইংরেজী পত্রিকা ও সিপিটিইউ-এর ওয়েবসাইটে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ক্রয়-প্রক্রিয়ার প্রতিটি ক্ষেত্রে এক জন করে রেসপনসিভ দরদাতা ও একই বিডার রেসপনসিভ হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে জানা যায়, নয়টি প্যাকেজের জন্য সাতজন ভিন্ন ভিন্ন ঠিকাদার কার্যাদেশ প্রাপ্ত হয়। দরপত্র দলিল সমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায়, মূলত cw-03, cw-05, cw-07 প্যাকেজসমূহের কাজ ভূগর্ভস্থ পাইপলাইন স্থাপন, পাম্প সরবরাহ, প্রিপেইড মিটার সরবরাহ সংক্রান্ত আধুনিক প্রযুক্তির কাজ সংক্রান্ত বিধায় দরপত্র দলিলে কার্যাদেশ-এর যোগ্যতা সুনির্দিষ্ট থাকায় সীমিত সংখ্যাক দরপত্র পাওয়া যায় এবং একক রেস্পন্সিভ দরদাতা হয়।

cw-03 এবং cw-05 প্যাকেজে একই ঠিকাদার SA-KBL, cw-06 এবং cw-07 এ Ludwig Pfeiffer রেস্পন্সিভ হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য প্যাকেজে ভিন্ন ভিন্ন ঠিকাদার রেসপনসিভ হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পটি ব্যতিক্রমধর্মী নতুন ধারনার প্রকল্প এবং ব্যতিত সকল দরপত্র পদ্ধতিতে গৃহীত হয়েছে। ফলে উপযুক্ত কারিগরী দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা না থাকায় রেসপনসিভ ঠিকাদারের সংখ্যা কম হয় বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মত প্রকাশ করেন।

প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের জন্য ৯টি (নয়) প্যাকেজ ও ২টি (দুই) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রদত্ত তথ্যমতে, ঋণচুক্তির আলোকে সকল ক্রয় প্রক্রিয়ায় এডিবির গাইডলাইন অনুসরণ করা হয়েছে এবং অনুমোদন প্রক্রিয়া পিপিআর ২০১৬ অনুসরণ করা হয়েছে। কাজের ৯টি (নয়) প্যাকেজের মধ্যে ৬টি (ছয়) প্যাকেজ (CW- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭) মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়, ৩টি (তিন) প্যাকেজ (CW-৩, ৪A, ৪B) বাপাউবো পর্যায়ে অনুমোদিত হয় এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ২টি (দুই) নিয়োগ সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়। কাজের ৯টি (নয়) প্যাকেজের মধ্যে ৮টি (আট) প্যাকেজেই International Competitive Bidding (ICB) প্রকৃতির ও দুই খাম বিশিষ্ট (Two Envelopment System)। ৯টি (নয়) প্যাকেজের মধ্যে ৪টি (চার) প্যাকেজের কাজ (CW-৩, ৫, ৬, ৭) উন্নত কারিগরী ও আধুনিক প্রকৃতির বিধায় উন্মুক্ত প্রতিযোগীতায় (OTM) দরপত্র আহ্বান করা হলেও সীমিত দরপত্র গৃহীত হয় বলে জানা যায়।

৩.৩ উদ্দেশ্য অর্জন

৩.৩.১ প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা

বিগত কয়েক দশক ধরে মুহুরী, ফেনী ও সিলোনিয়া নদীর পানি প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম বৃদ্ধির সাথে ভাটিতে ব্যাপকভাবে শিল্পাঞ্চল তৈরির কাজ চলমান। দীর্ঘদিনের ভরাট হয়ে যাওয়া খাল পুনঃখনন কাজ প্রায় সমাপ্তের পথে। স্লুইস নির্মাণ ও পানি উন্নয়ন অবকাঠামো নির্মাণের ফলে খালে পানির সরবরাহ নিশ্চিত করা গেছে। তবে ফার্মার ক্যানাল সিস্টেম ও বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন সঞ্চারণ লাইনের কাজ এখনও তেমনভাবে অগ্রগতি হয় নি। পানি ব্যবস্থাপনা দলের কার্যক্রমও পরিলক্ষিত করা যায় নি।

৩.৩.২ আরডিপিপি অনুযায়ী উদ্দেশ্য

- শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দরিদ্রতা হ্রাস;
- আধুনিকায়ন ও প্রকল্প সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নপূর্বক ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- বন্যা ও লবণাক্ততা প্রতিরোধ, সাগর থেকে সুরক্ষা এবং সেচ সুবিধা প্রদানপূর্বক বিদ্যমান পানি সম্পদের কার্যকর ব্যবহার;
- ভূগর্ভস্থ পাইপলাইন স্থাপনের নক্শা প্রণয়ন ও সেচ চার্জ আদায়ের জন্য Irrigation Management Operator (IMO) নিয়োগ;
- সার্বিকভাবে কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও উন্নত জীবনমান নিশ্চিতকরণ;

৩.৩.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের সম্ভাব্যতা ও সফলতা

- স্লুইস নির্মাণ ও পুনর্বাসন এবং খালের পুনঃখননের ফলে নদী ও খালে পানির প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে পানির গুণগত মান বৃদ্ধি ও পানির সহজলভ্যতায় ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি পাবে। ফলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকার নয়া কর্মসংসস্থানের মাধ্যেম আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হবে।
- মৎস্য চাষের জন্য স্বাদু পানির প্রাপ্তি সহজ করা সম্ভব হচ্ছে যার ফলে স্বাদু পানির মাছের চাষ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
- ফার্মার ক্যানাল সিস্টেম ও পাম্পগুলো বিদ্যুতায়নের ফলে শুষ্ক মৌসুমে অনাবাদী জমিতে চাষবাসের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং সেচ ব্যবস্থা আধুনিকায়নের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন খরচও হ্রাস পাবে।

৩.৩.৪ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সর্ম্পকিত সমস্যা:

- বিদ্যুতের সাবস্টেশনের জন্য জমিগ্রহণ দীর্ঘসময় ও বিতরণ লাইনের কাজ ধীর গতিতে চলমান ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতায়।
- পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোন বিলম্ব না থাকায় পুর্নবাসন প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালে কোন জটিলতা সৃষ্টি হয় নি। তাছাড়া এলাকার জনগণের প্রয়োজনের বিষয়টি চিন্তা করে প্রকল্পটি দক্ষতার সাথে ব্যবস্থাপনা করায় প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় খুব বেশি বৃদ্ধি পায় নি। তবে এলাকার উপকারভোগী জনগণের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, এ পুর্নবাসন প্রকল্পটির সাথে যদি ক্যানেলের সংখ্যা ও গভীরতা বৃদ্ধি করা হত তবে ক্যানেল হতে দূরবর্তী জমির কৃষক এ প্রকল্প থেকে সুবিধা উপকার পেত।
- ধীর গতির চলমান কাজের জন্য প্রকল্পটি সময়মত সমাপ্ত হওয়ায় না হওয়া ও প্রকল্পটির ব্যয়ও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৩.৩.৫ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগফ্রেমের আলোকে আউটপুট পর্যায়ের অর্জন অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য/আউপুট	পর্যালোচনা	বাস্তব অগ্রগতি	মন্তব্য
সেচ কার্য টেকসইকরণ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;	যথাযথ বাস্তবায়নে ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্প টেকসই করা সম্ভব ও উপকারভোগীদের মতে প্রকল্পের ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে	প্রকল্পে শুধুমাত্র উপকূলীয় বাঁধ ও স্লুইস ও পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর নির্মাণ ও পুনর্বাসন ও খাল পুনঃখনন প্রায় সমাপ্ত। ফলে নদী ও খালে পানির সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। পানিতে লবণাক্ততা হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু অন্যান্য অঙ্গের কাজ চলমান থাকায় উদ্দেশ্য পুরণে প্রকল্প সমাপ্ত হতে হবে।	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চালু রাখতে হবে।
বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;	পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো ও বাধঁ পুনর্বাসনের ফলে বন্য নিয়ন্ত্রণ সম্ভব; তবে বর্ষাকালে অধিক বৃষ্টিজনিত কারণে জলাবদ্ধতার সম্ভাবনা রয়েছে। খাল খনন ও স্লুইস নির্মাণের ফলে পানি সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে।	অবকাঠামোগুলো নির্মাণ ও পুনর্বাসনের ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদের কার্যকর ব্যবহার এখন পুরোপুরিই সম্ভব। খালের রেফারেন্স সেকশনগুলোও সমাপ্তের পথে। এছাড়া পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে পানির গুণগত মান যেন ঠিক থাকে সে ব্যাপারে তদারকি দরকার কারণ খাল পাড়ে নানারকম উদ্যোগ খালের পানিকে দূষিত করছে।	অধিক বৃষ্টিপাত জনিত সমস্যায় সৃষ্ট জলাবদ্ধতায় যেন প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যহত না হয় সেদিক বিবেচনা করা দরকার। বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণেও গুরুত্ব দেওয়া দরকার।
সাফল্য ভিত্তিক সেচ ব্যবস্থাপনা এবং কৃষি সহায়তা পরিষেবা প্রতিষ্ঠাকরণ;	সেচ ব্যবস্থার আধুনিকায়নের মাধ্যমে কৃষি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে কৃষি সহায়তা পরিষেবা প্রতিষ্ঠা একটি যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত;	পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠন হলেও কৃষি উৎপাদন ও সেচ ব্যবস্থার জন্য পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের গঠন ও তাদের কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয় নাই। এছাড়া ২০১৮ সালেই ৮১টি পাম্প স্থাপন হলেও বিদ্যুৎ সংযোগ লাইনের অভাবে মাত্র ২৫টি পাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয়। ফলে প্রকল্পের অর্থনৈতিক উপযোগিতা কমে যাচ্ছে কিনা তা কর্তৃপক্ষের পর্যালোচনা করে দেখা দরকার বলে প্রতীয়মান হয়।	দ্রুত ফার্মার ক্যানাল সিস্টেম নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা দরকার। এবং পাম্প স্থাপনের স্বল্প সময়ের মধ্যেই বিদ্যুৎ সংযোগের দ্বারা প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি পরিষেবার এই আধুনিক পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা দরকার যাতে প্রকল্পের অর্থনৈতিক উপযোগিতা বিনষ্ট হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি না হয়।
প্রকল্পটি কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের মাধ্যমে	পিএমডিসি ও সি-আইএমও প্রকল্পের পরামর্শক হিসেবে নিয়োজিত। পরামর্শক ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার	প্রকল্পের কাজ চলমান থাকায় এবং সেচ ব্যবস্থাপনা সংগঠনের গঠনে এখনও কার্যকরী উদ্যোগ পরিলক্ষিত	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে প্রকল্পের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রয়োজন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য/আউপুট	পর্যালোচনা	বাস্তব অগ্রগতি	মন্তব্য
দক্ষতার সাথে পরিচালিত;	উদ্যোগে প্রকল্পকে কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য সেচ সুবিধাগুলোরর টেকসই উন্নয়নের জন্য বেসরকারী সংস্থার নিয়োগ ও রক্ষণাবেক্ষণ জরুরী।	হয় নাই। এছাড়া পানির সেচ রেট নির্ধারিত হলেও তা সরকারী ও বেসরকারীভাবে (যেহেতু পিপিপি'র ভিত্তিতে সেচ কার্য পরিচালিত হবে) কীভাবে সমন্বয় করা হবে সে ব্যাপারে দৃশ্যগত কোনো পদক্ষেপ দেখা যায় নি।	এবং বেসরকারী পানি ব্যবস্থাপনা দলগুলো যেন স্বেচ্ছাচারী হতে না পারে সেক্ষেত্রে মনিটিরিং ব্যবস্থা ও সুস্পষ্ট নীতিমালা দরকার।

৩.৪ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

৩.৪.১ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ

এই প্রকল্পে এ পর্যন্ত চারজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রকল্প পরিচালকদের বিস্তারিত ছকে দেওয়া হলঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	যোগদানের তারিখ	শেষ কর্মদিবস	সময়কাল
১	মো. শাহাবুদ্দিন	২৮-০৮-২০১৪	২২-০২-২০১৭	২ বছর ৬ মাস
২	আই. এম. রিয়াজুল হাসান	২২-০২-২০১৭	০২-১০-২০১৭	৮ মাস
৩	মো. রফিকুল আলম	০২-১০-২০১৭	৩১-০৭-২০১৮	৯ মাস
৪	মো. রাফিউস সাজ্জাদ	৩১-০৭-২০১৮	-	-

৩.৪.২ জনবল নিয়োগ

সারণি- আরডিপিপি এর সংস্থান অনুযায়ী রাজস্ব খাতে প্রকল্প জনবল

ক্রমিক নং	কর্মকর্তা ও কর্মচারী (আরডিপিপি অনুযায়ী)	কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংখ্যা (আরডিপিপি অনুযায়ী)	কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংখ্যা (বর্তমানে বিদ্যমান)
(ক)	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস		
১		২৩	২১
(খ)	আঞ্চলিক অফিস		
১	ফেনী	২২	১৭
২	TBIP & GKIP	৩২	২৮
মোট		**৭৭**	**৬৬**

আলোচ্য প্রকল্পের জন্য কোন পূর্ণকালীন জনবল নিয়োগ করা হয়নি। প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) কর্তৃক ফেনী পওর সার্কেল এর বিভিন্ন পদের কর্মকর্তাগণ অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রকল্পে কাজ করেছেন।

৩.৪.৩ পরামর্শক

ক্রমিক নং	আরডিপিপি অনুযায়ী অনুমোদিত পরামর্শকের পদবী	অনুমোদিত সংখ্যা	কর্মরত সংখ্যা
আন্তর্জাতিক			
১	General Manager/ Chief Engineer	১	০
২	Agriculture Management Specialist	১	১
৩	Mechanical/ Electrical Engineer	১	১
Key Expert (জাতীয়)			
৪	Deputy General Manager/ Executive Engineer	১	১
৫	Accountant/ Procurement Specialist	১	০
৬	Safeguard & Public Relations Specialist	১	১
৭	Field Office Manager-১	১	১
৮	Field Office Manager-২	১	১
৯	Field Office Manager-৩	১	০
১০	Field Office Manager-৪	১	১
১১	Field Office Manager-৫	১	১
১২	Field Office Manager-৬	১	১
১৩	Extension & Training Specialist	১	১
১৪	Sr. Irrigation & Planning Design Engineer	১	১
১৫	Irrigation & Design Engineer-১	১	১
১৬	Irrigation & Design Engineer-২	১	১
১৭	Mechanical/ Electrical Engineer	১	১
১৮	Mechanical/ Electrical Engineer Supervision and O&M	১	১
১৯	Chief Resident Engineer	১	১
২০	Senior Topographic Surveyor	১	১
২১	Senior O&M Engineer	১	১
২২	O&M Engineer	১	১
Non-Key Expert (জাতীয়)			
২৩	Office Manager	১	১
২৪	Assistant Office Manager/Secretary	১	১
২৫	Computer/MIS Database Manager	১	১
২৬	Field Office Staff-১	১	১
২৭	Field Office Staff-২	১	১
২৮	Field Office Staff-৩	১	১
২৯	Field Office Staff-৪	১	১
৩০	Asstt. Design Engineer/ AutoCAD Operator-১	১	১
৩১	Asstt. Design Engineer/ AutoCAD Operator-২	১	১
৩২	Asstt. Site Engineer-১	১	১
৩৩	Asstt. Site Engineer-২	১	১
৩৪	Asstt. Site Engineer-৩	১	১
৩৫	Asstt. Site Engineer-৪	১	১
৩৬	Asstt. Surveyor Chain Person-১	১	১
৩৭	Asstt. Surveyor Chain Person-২	১	১
মোট		**৩৭**	**৩৪**

৩.৪.৪ স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ

প্রকল্প অফিসের তথ্য মতে, প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন প্রকল্পের বিষয়ে সম্পৃক্ত হওয়ার লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন, কৃষক, জেলাপর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যপকভাবে প্রশিক্ষণের কার্যক্রম চলমান আছে। এ পর্যন্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও বাপাউবোর সম্প্রসারণ দপ্তরের মাধ্যমে ১১১৯ জন পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠক, ৩৯৫৬ জন কৃষক ও ৫০১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পে 'গঙ্গা ব্যারেজ' ও 'তিস্তা ব্যারেজ' প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে কিনা তার Detail Study করার জন্য আন্তর্জাতিক পরামর্শক নিযুক্ত আছেন। প্রকল্পে Water Management Group (WMG) পানি ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত আছেন। WMG এ অন্তর্ভুক্ত কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে যা প্রকল্প অফিস সুত্রে জানা যায়।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার তথ্যমতে, প্রকল্পের আওতায় ৪৪ টি Water Management Group-এর সদস্যদের C-IMO এবং DCEO, BWDB, Feni কতৃক নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

ক্রমিক নং	WMG এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান	পরিচালিত
১	অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা	DCEO, BWDB, ফেনী
২	ফসলের নিবিড়তা বাড়াতে হস্তক্ষেপের একটি পরিসর	DCEO, BWDB, ফেনী
৩	লিঙ্গ Sensitization	DCEO, BWDB, ফেনী
৪	IMIP-MIP প্রকল্পের তথ্য এবং প্রচার	DCEO, BWDB, ফেনী
৫	প্রধান কৃষকদের দ্বারা বোরো ধান উৎপাদনের প্রদর্শন এবং মাঠ দিবস (২ টি ডেমো)	DCEO, BWDB, ফেনী
৬	এলসিএসের জন্য আর্থ-ওয়ার্ক পদ্ধতি	C-IMO
৭	WMG সদস্যদের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি	C-IMO
৮	আধুনিক সেচসমৃদ্ধ কৃষিব্যবস্থা	C-IMO
৯	IMIP-এর সচেতনতা বৃদ্ধি	C-IMO
১০	WMG-এর জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা	C-IMO
১১	ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি	C-IMO
১২	পাম্প অপারেটরের প্রশিক্ষণ	C-IMO
১৩	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা	C-IMO

নিচের ছকে স্থানীয় প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হল—

বছর	প্রশিক্ষণ মডিউলের সংখ্যা	প্রশিক্ষণ প্রদান (ব্যক্তি-দিন)				ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
		WMG সদস্য	কৃষক	কর্মকর্তা/কর্মচারী	মোট	
২০১৫-১৬	-					০
২০১৬-১৭	-					০
২০১৭-১৮	-					০
২০১৮-১৯	০২ দিন অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা (৪ ব্যাচ)	২৪০	০	০	২৪০	৩.৭৯৭
	০২ দিন ফসলের নিবিড়তা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ (১২ ব্যাচ)	০	৭২০	০	৭২০	১১.৪২২
	০১ দিনের অফিস ব্যবস্থাপনা কোর্স (১ ব্যাচ)	০	০	৩০	৩০	০.৯৯০
	০১ দিনের লিঙ্গ Sensitization (১ ব্যাচ)	০৬	০	২৪	৩০	০.৫৩৯

বছর	প্রশিক্ষণ মডিউলের সংখ্যা	প্রশিক্ষণ প্রদান (ব্যক্তি-দিন)				ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
		WMG সদস্য	কৃষক	কর্মকর্তা/কর্মচারী	মোট	
	একাধিক সপ্তাহ (৬ দিন) বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (১ ব্যাচ)	০	০	১৫০	১৫০	২.৫০৬
২০১৯-২০	০২ দিন অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা (৬ ব্যাচ)	৩৬০	০	০	৩৬০	৫.৯৩৩
	০২ দিন ফসলের নিবিড়তা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ (৮ ব্যাচ)	০	৪৮০	০	৪৮০	৯.৫০৯
	"আইএমআইপি তথ্য ও প্রসারণ", এমআইপি প্রকল্প (১ ব্যাচ) সম্পর্কিত কর্মশালা	১৩	২	১৫	৩০	০.৮৯৩
	প্রধান কৃষকদের দ্বারা বোরো ধান উৎপাদনের প্রদর্শন এবং মাঠ দিবস (২ টি ডেমো)	১০	৪০	০	৫০	০.৬৭৫৭
মোট		**৬২৯**	**১২৪২**	**২১৯**	**২০৯০**	**৩৬.২৬৪৭**

Public Private Partnership (PPP) এর মাধ্যমে Irrigation Management Operator (IMO) যেভাবে কাজ করবেনঃ

প্রকল্প অফিসের তথ্য মতে, আলোচ্য প্রকল্পে ভৌত কাজ তদারকি ও সেচ ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য C-IMO পরামর্শক নিয়োজিত রয়েছে। C-IMO Escrow Account এর মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে প্রকল্পের মেয়াদ পর্যন্ত সেচ চার্জ ও অন্যান্য কর আদায় করবেন। পরবর্তীতে PPP পদ্ধতি অনুসরণে Management Operation and Maintenance এর জন্য M-IMO নিয়োগ করা হবে এবং M-IMO প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত মেয়াদে চুক্তিবদ্ধ হয়ে সেচ ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করবেন।

৩.৪.৫ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের এ পর্যন্ত ৬টি পিআইসি ও পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যদিও একটি প্রকল্পে কতগুলো এ ধরণের সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং কত সময় পর পর অনুষ্ঠিত হবে তা নির্ধারিত থাকে; কিন্তু পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি হতে জানা যায় যে, কতগুলো সভা অনুষ্ঠিত হবে সে ব্যাপারে কোনো লক্ষমাত্রা নির্ধারিত ছিল না এই সেচ প্রকল্পে।

৩.৪.৬ প্রকল্পের এক্সিট প্লান

প্রকল্প অফিসের তথ্য মতে, প্রকল্পের কোনো এক্সিট প্লান নেই। কারণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকির জন্য এবং প্রকল্পের সুফল নিশ্চিত করার জন্য Construction Irrigation Management Operator নিয়োজিত আছে। তারা প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকির পাশাপাশি প্রকল্পের সুফল নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাচ্ছে।

৩.৪.৭ বেইজ লাইন সার্ভে

যে কোনো প্রকল্প টেকসইকরণ এবং সঠিক সময় ও উপায়ে সম্পাদনের জন্য বেইজ লাইন সার্ভে অতি আবশ্যক। আর এই জরিপের জন্য স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের যথাযথ সম্পৃক্ততা থাকলে প্রকল্পের অর্থনৈতিক উপযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। তাই ভবিষ্যেতে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের মতামত গ্রহণ করে বেইজ লাইন সার্ভে প্রণয়ন করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, বেস লাইন সার্ভে না থাকলেও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড-এর একটি কারিগরি কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে সাধারণত প্রকল্পগুলো গ্রহণ করা হয়।

৩.৫ প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও বিশ্লেষণ

৩.৫.১ খানা জরিপের উত্তরদাতাদের মতামত বিশ্লেষণ

প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের নির্বাচিত নমুনা জরিপের উত্তরদাতাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাসহ প্রকল্প কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য পরামর্শক সংস্থা কর্তৃক সর্বমোট ৯০০ জন উত্তরদাতাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। এই সকল উত্তরদাতা চট্টগ্রাম বিভাগের চট্টগ্রাম ও ফেনী জেলার ছয়টি উপজেলার প্রতিটি থেকে ১০০ জন নির্বাচিত করা হয়। উত্তরদাতাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং তাদের মতামত সমূহকে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

৩.৫.১.১ উপকারভোগীদের বয়সসীমা

লেখচিত্র-১ থেকে দেখা যায় যে, মোট ৯০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে মোট ৪৮০ জনের বয়সসীমা ৪১-৬০ বয়সসীমার মধ্যে যা মোট উত্তরদাতার প্রায় ৫৩ শতাংশ। আবার ২০-৪০ বয়সসীমার মধ্যে প্রায় ৩৭ শতাংশ এবং ষাটোর্ধ বয়সসীমার বেশি প্রায় ১০ শতাংশ উপকারভোগী।

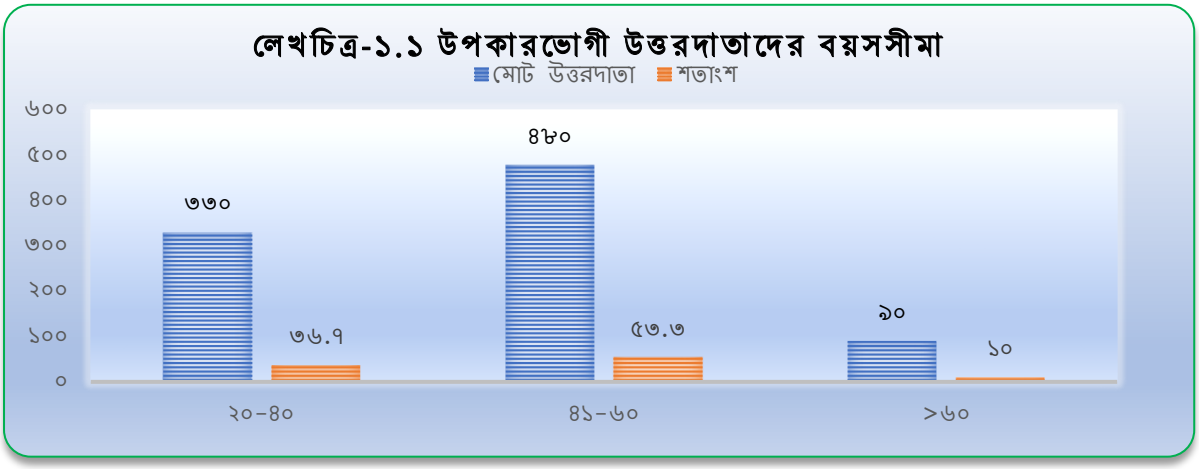

৩.৫.১.২ উত্তরদাতার লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন (%)

চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের নমুনা জরিপে যে সকল উত্তরদাতাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তাদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা পুরুষের প্রায় এক-চতুর্থাংশ **(লেখচিত্র-১.২)** অর্থাৎ মোট ৯০০ জন অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতার মধ্যে নারী প্রায় ২৩৬ জন অর্থাৎ মোট উত্তরদাতার ২৬.৩ শতাংশ এবং মোট অংশগ্রহণকারী পুরুষ ৬৬৪ জন। যা মোট উত্তরদাতার ৭৩.৭ শতাংশ।

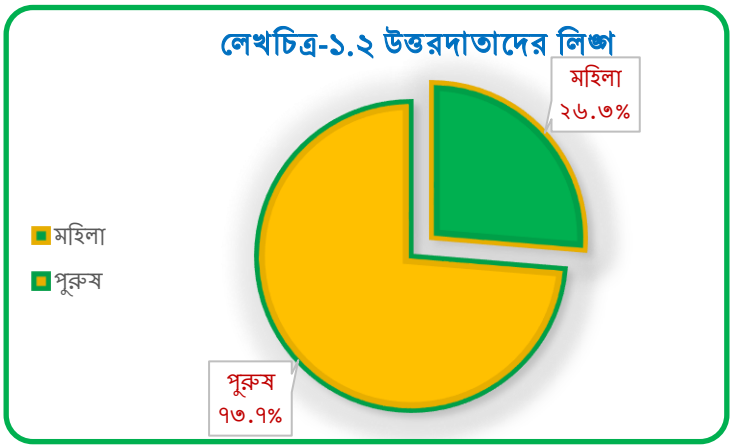

৩.৫.১.৩ উত্তরদাতাদের পেশা

লেখচিত্র ১.৩ থেকে জানা যায় যে, মোট ৯০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে প্রায় ৪৩ শতাংশ কৃষি কাজের সাথে জড়িত পেশাজীবীদের মাঝে সর্বোচ্চ। এর পরেই কৃষি মজুর (১৩.৭৮ শতাংশ) ও মৎস্যজীবী (১২.৮৮ শতাংশ) । এছাড়াও পেশাজীবী হিসেবে ব্যবসা (৬.৮৮ শতাংশ), চাকরী (৬.৫৬ শতাংশ), রিক্সা/ভ্যান, ঠেলাগাড়ির ড্রাইভার (৪.৮৯ শতাংশ) শিক্ষক প্রায় ৩ শতাংশ.

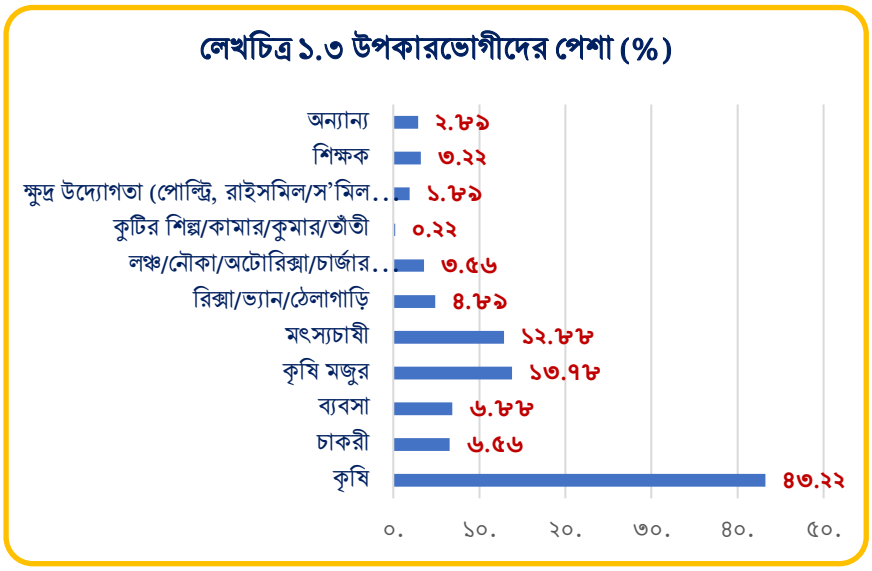

৩.৫.২ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক কাজের তথ্য বিশ্লেষণ

৩.৫.২.১ উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন সংক্রান্ত তথ্যাদি

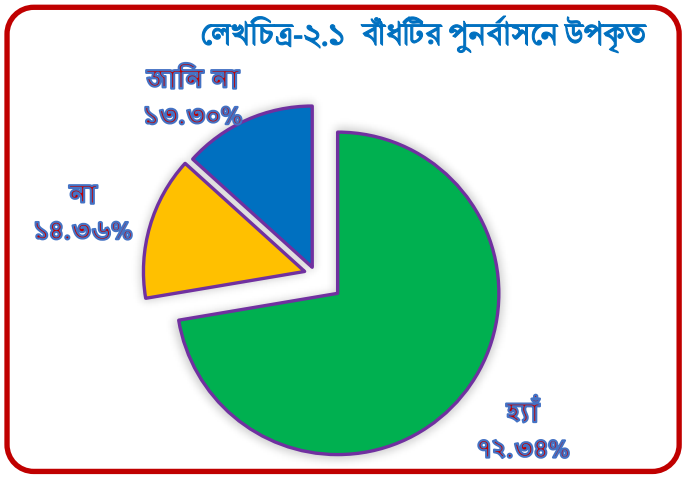

--উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসনের ফলে উপকার পেয়েছেন কিনা

লেখচিত্র-২.১ থেকে দেখা যায় যে, প্রায় ৭২ শতাংশ উত্তরদাতা উপকূলীয় বাঁধ পুনবার্সনের ফলে উপকৃত হয়েছেন যা মোট উত্তরদাতার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ। যদিও ১৪.৩৬ শতাংশ উত্তরদাতা বাঁধ পুনর্বাসনের ফলে লাভবান হয়েছেন কিনা এ প্রশ্নে নেতিবাচক উত্তর দিয়েছেন এবং প্রায় ১৩ শতাংশ উত্তরদাতা ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক কোনো ধরনের প্রতিউত্তর করেন নি।

৩.৫.২.২ স্লুইস পুনর্বাসন সংক্রান্ত তথ্যাদি

--স্লুইস পুনর্বাসন প্রক্রিয়াতে অধিক সময় লেগেছে কিনা

লেখচিত্র-৩.১ থেকে দেখা যায় যে, সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৯০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৭৭.৬ শতাংশ স্লুইস পুনর্বাসন প্রক্রিয়াতে অধিক সময় লেগেছে বলে মন্তব্য করেছেন। অর্থাৎ স্লুইস পুনর্বাসন প্রক্রিয়াতে বরাদ্দ সময়ের চেয়ে অধিক সময় নিয়েছেন বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও ঠিকাদারেরা। অপরদিকে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের ১৭.৩ শতাংশ স্লুইস পুনর্বাসনের ব্যাপারে কিছু জানেন না বলে মত দিয়েছেন। কিন্তু মাত্র ৫.১ শতাংশ অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতা ইতিবাচকভাবে জানিয়েছেন যে স্লুইস পুনর্বাসন প্রক্রিয়াতে অধিক সময় লাগে নি।

লেখচিত্র-৩.১ স্লুইস পুনর্বাসন প্রক্রিয়াতে অধিক সময় লেগেছে কিনা

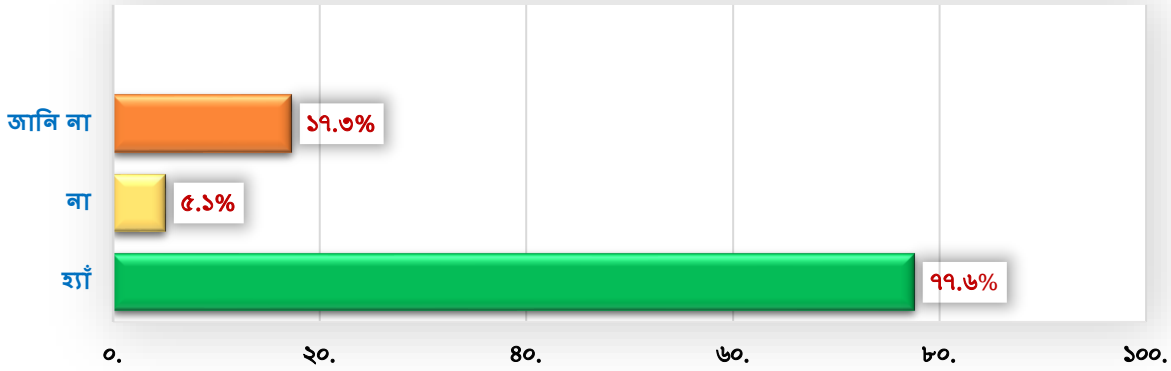

-- ২০১৫ সালের আগে স্লুইসের অবস্থা

সারণি-৩.১ থেকে দেখা যায় যে, প্রায় ৫৯ শতাংশ উত্তরদাতা স্লুইসের অবস্থা প্রায় অকেজো বলে মত দিয়েছেন। অপরদিকে, ১৪.১১ শতাংশ উত্তরদাতা স্লুইসের অবস্থা ভাল বলেছেন এবং ২৬.৫৬ শতাংশ উত্তরদাতা স্লুইস অবস্থা একেবারেই অচল বলেছেন।

সারণি ৩.১ প্রকল্পের আগে স্লুইসের অবস্থা

স্লুইস পুনর্বাসন সংক্রান্ত তথ্যাদি	উত্তরদাতার সংখ্যা (মোট ৯০০)	শতকরা উত্তরদাতা (%)
ভাল	১২৭	১৪.১১
প্রায় অকেজো	৫৩৪	৫৯.৩৩
একেবারেই অচল	২৩৯	২৬.৫৬

৩.৫.২.৩ স্লুইস নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যাদি

-- স্লুইস নির্মাণে ব্যবহার করা উপাদানের গুণগত মান

লেখচিত্র-৪.১ স্লুইসের উপাদানের মান

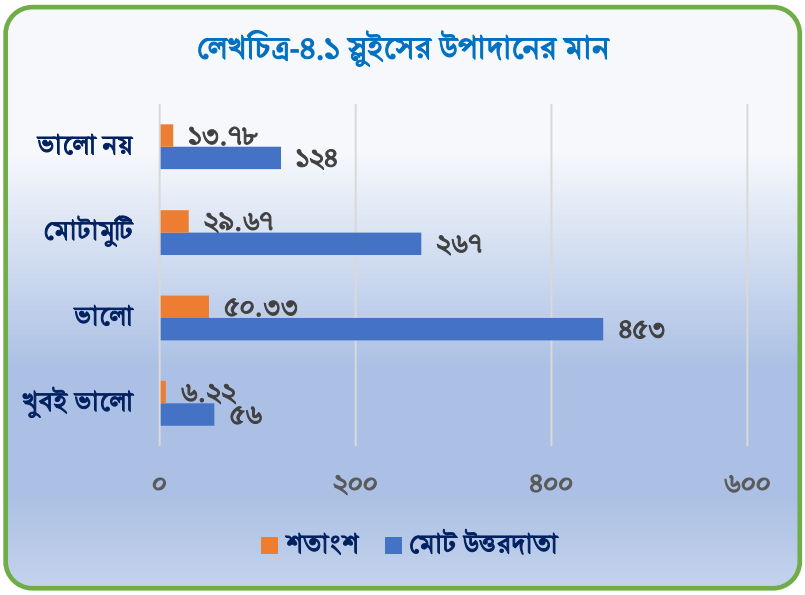

লেখচিত্র-৪.১ হতে দেখা যাচ্ছে যে, নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উপকারভোগী মোট ৯০০ জন উত্তরদাতাদেরকে স্লুইস নির্মাণে ব্যবহার করা উপাদানের গুণগত কেমন বলে মনে করেন তা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তন্মধ্যে মোট ২৬৭ জন অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতা উপাদানের মান মোটামুটি বলে মতামত তুলে ধরেন যা মোট উত্তরদাতার প্রায় ৩০ শতাংশ। অপরদিকে, অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের প্রায় ৫০ শতাংশ অর্থাৎ ৪৫৩ জন মতামত দেন যে, গুণগত মান ভালো। আবার মোট ৫৬

জন (৬.২২) অংশগ্রহণকারী জানান যে, মান খুবই ভালো। অপরদিকে, প্রায় ১৪ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে, মান ভালো নয়।

৩.৫.২.৪ পানি নিয়ন্ত্রণ অবকঠামো পুনর্বাসন সংক্রান্ত তথ্যাদি

--প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের তদারকি

সারণি-৩.২ থেকে দেখা যায় যে, ৫৭ শতাংশ উত্তরদাতা (৫১৩ জন) প্রকল্প বাস্তবায়কারী কর্তৃপক্ষের তদারকিতে অনেক কম আসার পক্ষে মত দিয়েছেন। অপরদিকে, মাত্র ২.৫৬ শতাংশ উত্তরদাতা (২৩ জন) বলেছেন যে, নিয়মিত আসেন। এছাড়া ২৭.৩৩ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন কম আসেন তদারকিতে। অপরদিকে, ১১৮ জন (১৩.১১%) বলেছেন যে, প্রকল্প বাস্তবায়কারী কর্তৃপক্ষের তদারকিতে একেবারেই আসেন না।

সারণি ৩.২ কর্মকর্তাগণের তদারকি

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের তদারকি	উত্তরদাতার সংখ্যা (মোট ৯০০)	শতকরা উত্তরদাতা (%)
নিয়মিত আসেন	২৩	২.৫৬
কম আসেন	২৪৬	২৭.৩৩
অনেক কম আসেন	৫১৩	৫৭.০০
একেবারেই আসেন না	১১৮	১৩.১১

৩.৫.২.৫ পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যাদি

--পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণে ব্যবহার করা নির্মাণ উপাদানের মান কেমন বলে আপনি মনে করেন?

সারণি-৩.৩ থেকে দেখা যায় যে, প্রায় ৫৫ শতাংশ উত্তরদাতা (৪৯৬ জন) পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণে ব্যবহার করা নির্মাণ উপাদানের মান ভালো পক্ষে মত দিয়েছেন। অপরদিকে, মাত্র ১০.০০ শতাংশ উত্তরদাতা (৯০ জন) বলেছেন যে, একেবারেরি ভালো না। এছাড়া ৩০.৩৩ শতাংশ উত্তরদাতা (২৭৩ জন) বলেছেন যে, মান ভালো নয় এবং ৪১ জন (৪.৫৬%) বলেছেন যে, খুবই ভালো।

সারণি ৩.৩ নির্মাণ উপাদানের মান

পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যাদি	উত্তরদাতার সংখ্যা (মোট ৯০০)	শতকরা উত্তরদাতা (%)
খুবই ভালো	৪১	৪.৫৬
ভালো	৪৯৬	৫৫.১১
ভালো নয়	২৭৩	৩০.৩৩
একেবারেই ভালো না	৯০	১০.০০

৩.৫.২.৬ খাল পুনঃখনন সংক্রান্ত তথ্যাদি

--খাল পুনঃখননের পূর্বে খালের সার্বিক অবস্থা

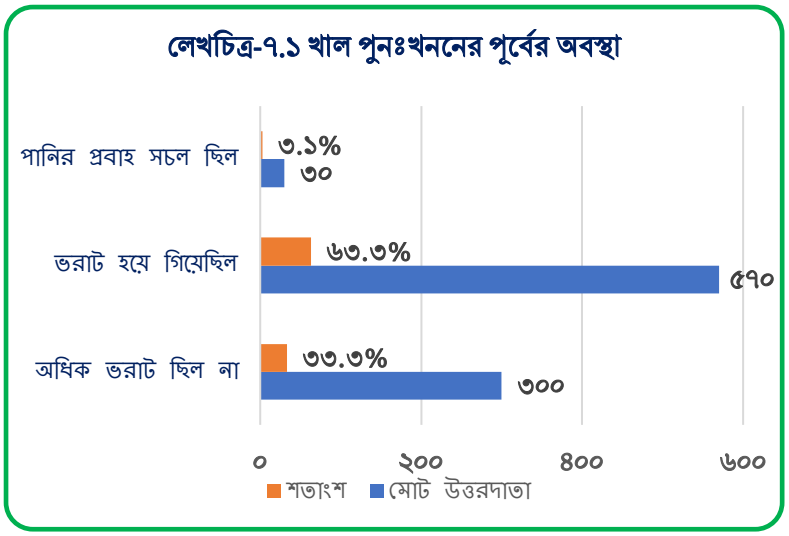

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৯০০ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে খাল পুনঃখননের পূর্বে খালের অবস্থা কেমন ছিল জানতে চাইলে মোট ৫৭০ জন অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতা জানান **(লেখচিত-৭.১)** যে খালটি ভরাট হয়ে গিয়েছিল যা মোট অংশগ্রহণকারীর প্রায় ৬৩ শতাংশ। অপরদিকে অংশগ্রহণকারীর মধ্যে মোট ৩০০ জন মতামত দেন যে, খালগুলি অধিক ভরাট ছিল না যা মোট উত্তরদাতার প্রায় ৩৩ শতাংশ। আবার ৩০ জন অংশগ্রহণকারী জানান যে, খালে পানির প্রবাহ সচল ছিল।

--খাল পুনঃখননের বর্তমান অবস্থা

লেখচিত্র-৭.২ হতে দেখা যাচ্ছে যে, নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উপকারভোগী মোট ৯০০ জন উত্তরদাতাদেরকে খাল পুনঃখননের ফলে খননকাজের ফলে খালের বর্তমান অবস্থা কেমন আছে তা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তন্মধ্যে মোট ৫৪৮ জন অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতা খালের খননকাজ সঠিক উপায়ে হয়েছে মতামত তুলে ধরেন যা মোট উত্তরদাতার প্রায় ৬১ শতাংশ। অপরদিকে, অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের প্রায় ২৩ শতাংশ অর্থাৎ ২০৫ জন মতামত দেন যে, খালের গভীরতা ঠিক নেই। অর্থাৎ যে পরিমাণ গভীর হলে খালে শুষ্ক মৌসুমে পর্যাপ্ত পানির সংস্থান হবে তা বিদ্যমান নেই। আবার মোট ১৩৩ জন অংশগ্রহণকারী জানান যে, খননকৃত মাটি সঠিক উপায়ে পাড়ে না ফেলাতে তা পুনরায় খালে পড়ে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। মাত্র ২ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে, খাল আগের মতই রয়েছে।

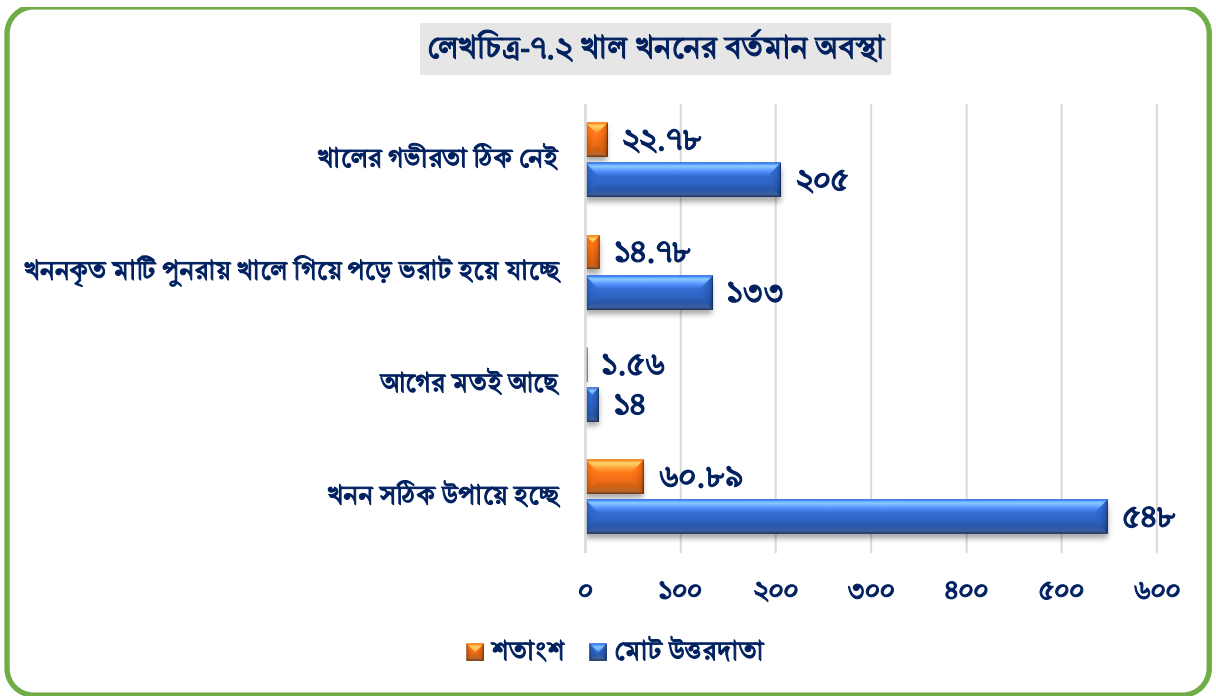

৩.৫.২.৭ ফার্মার ক্যানাল সিস্টেম সংক্রান্ত তথ্যাদি

--ফার্মার ক্যানাল সিস্টেম নির্দিষ্ট সময়ে সমাপ্ত হবে কিনা

লেখচিত্র-৮.১ থেকে দেখা যায় যে, প্রায় ৬৮ শতাংশ উত্তরদাতা মতামত দেন যে, তারা মনে করছেন ফার্মার ক্যানাল সিস্টেমের নির্মাণ কাজ নির্দিষ্ট সময়ে সমাপ্ত হবে না। যদিও প্রায় ২০ শতাংশ উত্তরদাতা এ প্রশ্নে 'জানি না' উত্তর দিয়েছেন এবং প্রায় ১২ শতাংশ উত্তরদাতা ইতিবাচক করেন।

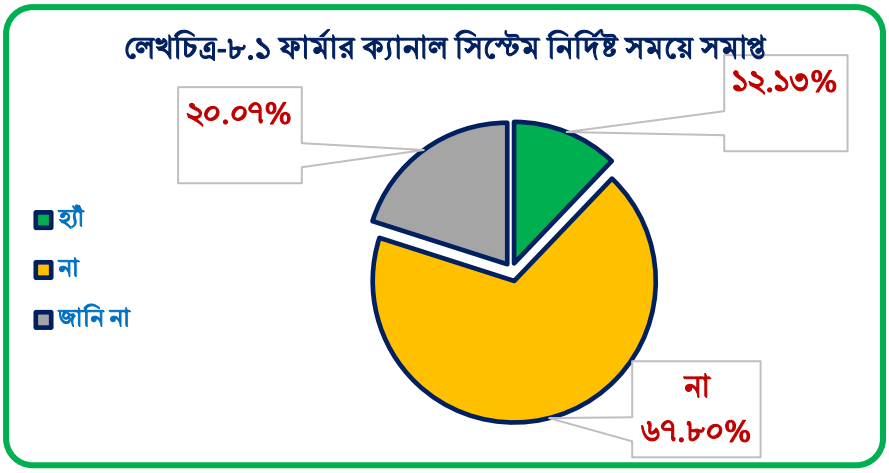

--ফার্মার ক্যানাল সিস্টেমে উপকৃত কিনা

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী মোট উত্তরদাতার মধ্যে ফার্মার ক্যানাল সিস্টেমের ফলে উপকার পেয়েছেন কিনা জিজ্ঞেস করা হলে প্রায় ৫০৮ জন অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতা মতামত দেন তারা উপকৃত কিনা তা বলতে পারছেন না। অপরদিকে, ৩০২ জন উত্তরদাতা বলেন তারা উপকৃত এবং প্রায় ১০ শতাংশ নেতিবাচক উত্তর দেন।

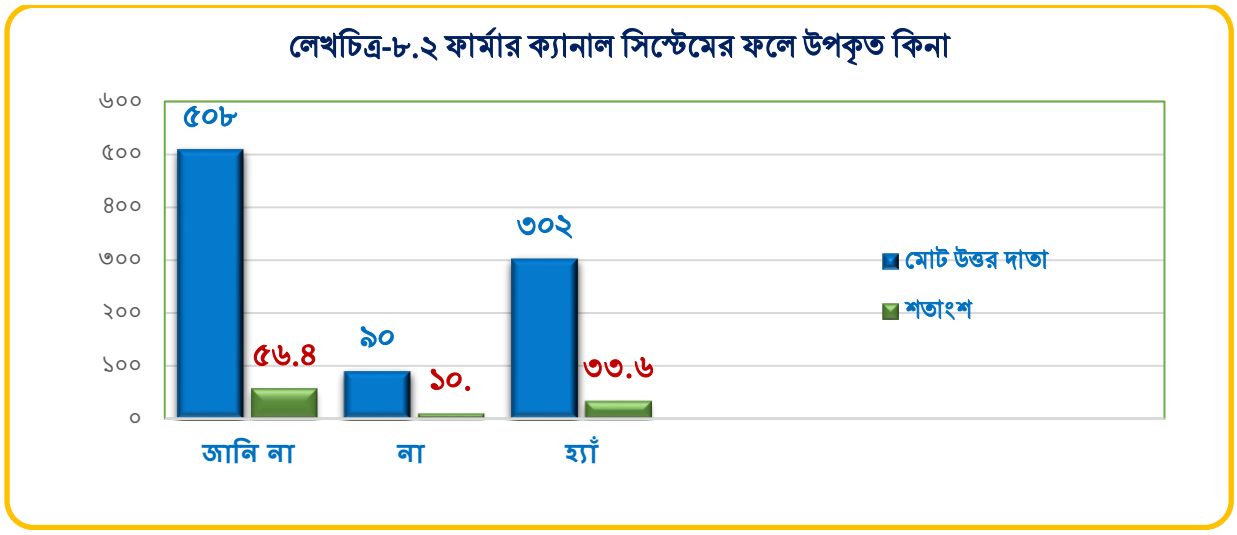

৩.৫.২.৮ বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন সংক্রান্ত তথ্যাদি

--বিদ্যুৎ বিতরণ লাইনের বর্তমান অবস্থা

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উপকারভোগীদের প্রকল্পের অন্যতম প্রধান অঙ্গ বিদ্যুৎ বিতরণ লাইনের সংযোগের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে মোট ৯০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৫১০ জন অংশগ্রহণকারী (৫৬.৭%) জানান যে, সংযোগের কাজ খুবই ধীর গতিতে চলছে। অপরদিকে, ৩৩০ জন উত্তরদাতা মতামত দেন যে, বিদ্যুৎ বিতরণ লাইনের কাজ এখনও শুরুই হয় নি এবং মোট অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৬০ জন (৬.৭%) মতামত দেন যে, পামগুলোতে বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিত হয়েছে।

লেখচিত্র-৯.১ বিদ্যুৎ বিতরণ লাইনের বর্তমান অবস্থা

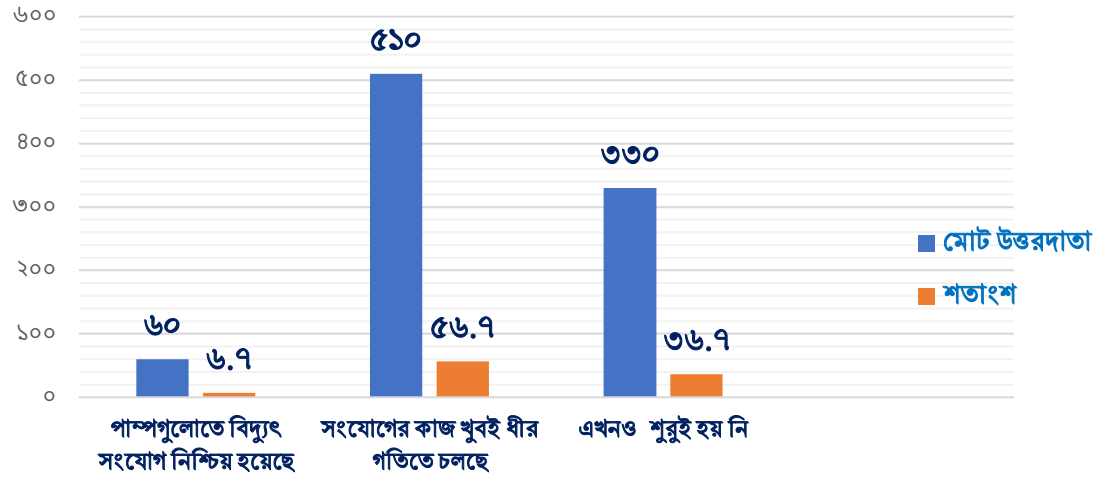

-বিদ্যুৎ বিতরণ লাইনের কাজ নির্দিষ্ট সময়ে সমাপ্তিকরণ

লেখচিত্র-১০.২ হতে দেখা যায় যে, চলমান বিদ্যুৎ বিতরণ লাইনের পাম্পে সংযোগের ব্যাপারে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হলে সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী মোট উত্তরদাতার মধ্যে ৭৩৫ জন (৮১.৬৭%) নেতিবাচক উত্তর দেন। অর্থাৎ বিতরণ লাইনের কাজ খুবই ধীর গতিতে চলমান রয়েছে। অপরদিকে, মাত্র ৫৬ জন (৬.২২%) অংশগ্রহণকারী ইতিবাচক উত্তর প্রদান করেন। আবার নেতিবাচক ৭৩৫ জনকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে (লেখচিত্র-১০.৩) প্রায় ৯৫ শতাংশ অংশগ্রহণকারী ঠিকাদের গড়িমসিকে চিহ্নিত করেন। আবার প্রায় ৬৫ শতাংশ উত্তরদাতা বাস্তবায়নকারী সংস্থার তদারকীর অভাবকে দায়ী করেন। আবার প্রায় ২৩৪ জন বা ২৬% উত্তরদাতা পরিবহন সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন অন্যতম কারণ হিসেবে। এছাড়াও মজুরী কম হওয়ায় শ্রমিক না পাওয়াকে প্রায় ১৬ শতাংশ কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

লেখচিত্র-১০.২ বিদ্যুৎ বিতরণ লাইনের নির্দিষ্ট সময়ে সমাপ্ত

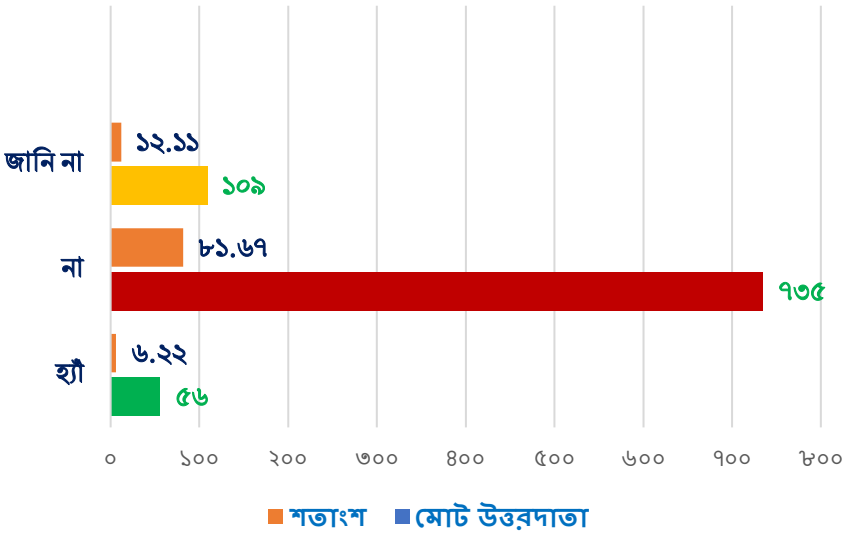

--নির্দিষ্ট সময়ে সমাপ্ত না হওয়ার কারণ

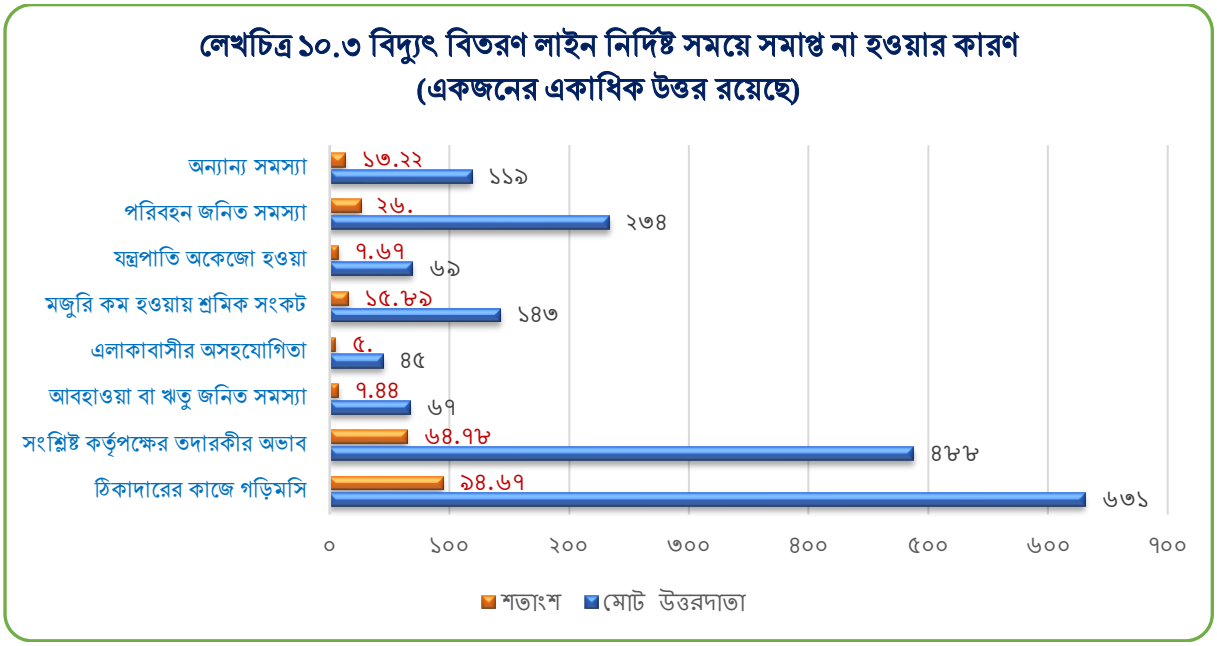

৩.৫.২.৯ স্কিম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি

--স্কিম ব্যবস্থাপনা, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দক্ষ জনবল তৈরিতে কোনো প্রকার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল কিনা

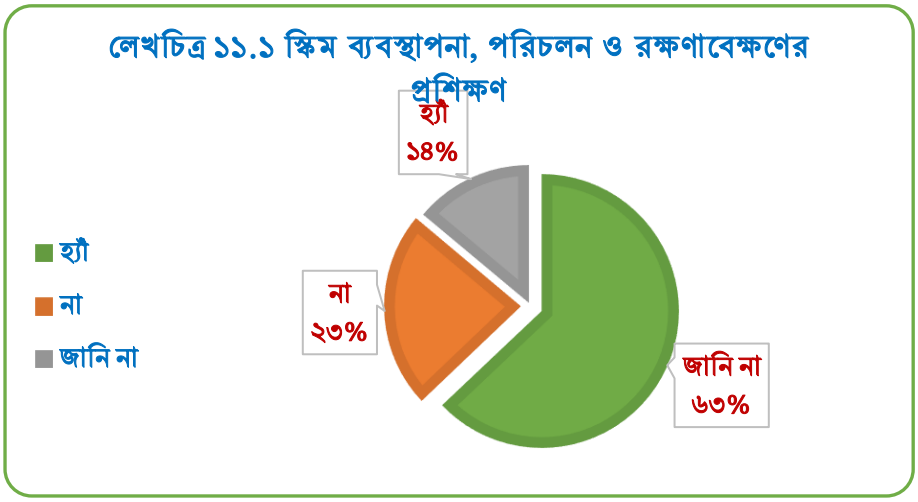

লেখচিত্র-১১.১ থেকে দেখা যায় যে, প্রায় ৬৩ শতাংশ উত্তরদাতা মতামত দেন যে, প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে কি না তা জানে না যা মোট উত্তরদাতার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ। যদিও ২৩ শতাংশ উত্তরদাতা এ প্রশ্নে নেতিবাচক উত্তর দিয়েছেন এবং প্রায় ১৪ শতাংশ উত্তরদাতা ইতিবাচক করেন।

-- প্রাইভেট সেচ ব্যবস্থাপনা দলগুলোর (IMO) কাজে আপনি সন্তুষ্ট কিনা

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উপকারভোগীদের প্রকল্পের অন্যতম প্রধান অঙ্গ স্কিম ব্যবস্থাপনা, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে প্রাইভেট সেচ ব্যবস্থাপনা দলগুলোর (IMO) কাজে সন্তুষ্ট কিনা সে সম্পর্কে জানতে চাইলে মোট ৯০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২৮৩ জন অংশগ্রহণকারী (৩১.৪৪%) জানান যে, তারা সন্তুষ্ট। অপরদিকে, ১৪৯ জন উত্তরদাতা (১৬.৫৬%) মতামত দেন যে, একেবারেই সন্তুষ্ট নয়। তবে মোট অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৩৯০ জন (৪৩.৩৩%) মতামত দেন যে, তারা মোটামুটি সন্তুষ্ট। (লেখচিত্র-১২.২)

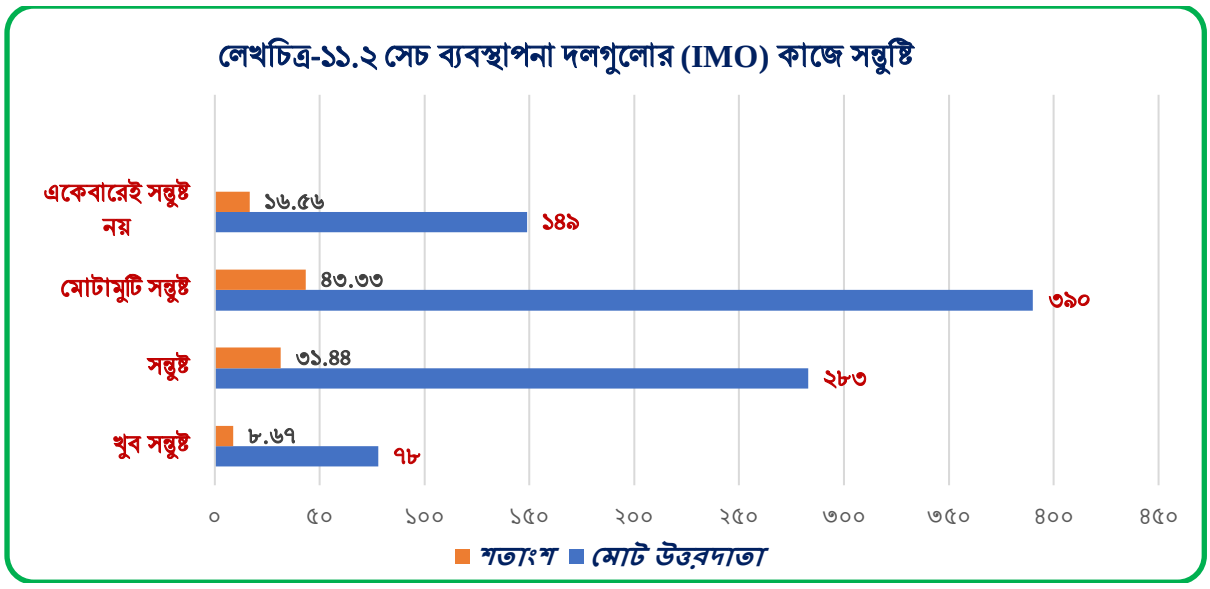

৩.৫.৩.১১ সংশ্লিষ্ট এলাকায় পরিবেশগত অবস্থার তথ্যাদি

---প্রকল্পের ফলে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতি হচ্ছে কিনা

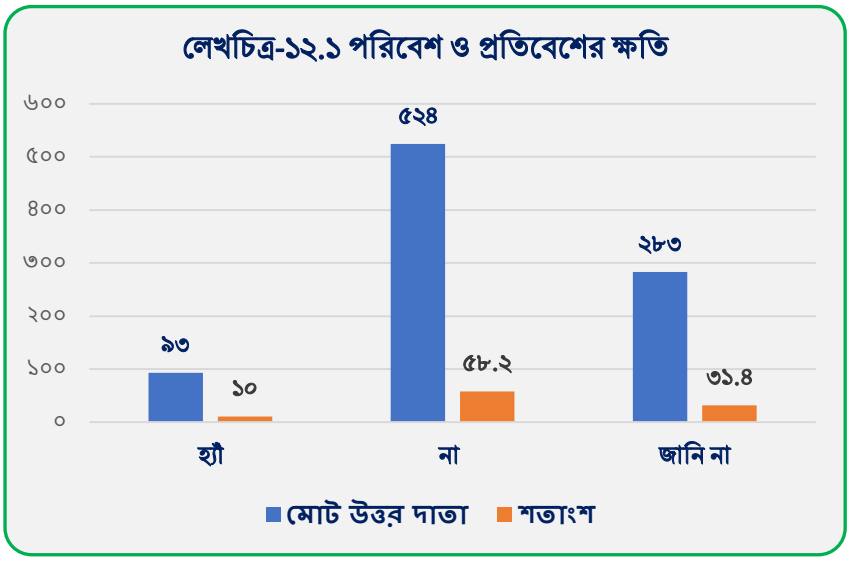

লেখচিত্র-১২.১ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রকল্পের ফলে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতি হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে জানতে চাইলে মোট অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ৫২৪ জন (৫৮.২%) মতামত দেন যে, পরিবেশে-প্রতিবেশের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। অপরপক্ষে, ৯৩ জন বা প্রায় ১০ শতাংশ উত্তরদাতা পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতি হচ্ছে বলে মতামত দেন। এছাড়া প্রায় ৩২ শতাংশ উত্তরদাতা জানান তারা এ ব্যাপারে কিছু জানেন না।

-প্রকল্পের আগে জলাধারের পানিতে লবণাক্ততা

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উপকারভোগীদের প্রকল্প গ্রহণ করার আগে জলাধারের পানিতে লবনাক্ততা প্রবেশ করেছিল কিনা সে অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে মোট ৯০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৬০২ জন অংশগ্রহণকারী (প্রায় ৬৭%) হ্যাঁ-সুচক মতামত প্রদান করেন অর্থাৎ জলাধারের পানিতে লবনাক্ততা প্রবেশ করেছিল। অপরদিকে, ২০৭ জন (২৩%) উত্তরদাতা না-সুচক মতামত দেন। যদিও ১০ শতাংশ উত্তরদাতা মতামত দেন যে, তার এ ব্যাপারে কিছু জানেন না।

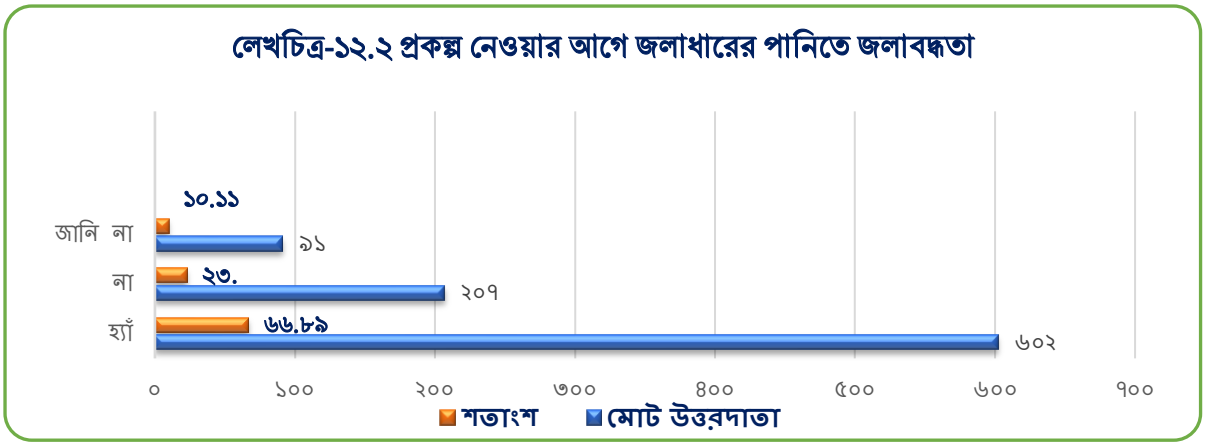

--প্রকল্পের পরে লবণাক্ততা দূর হওয়া

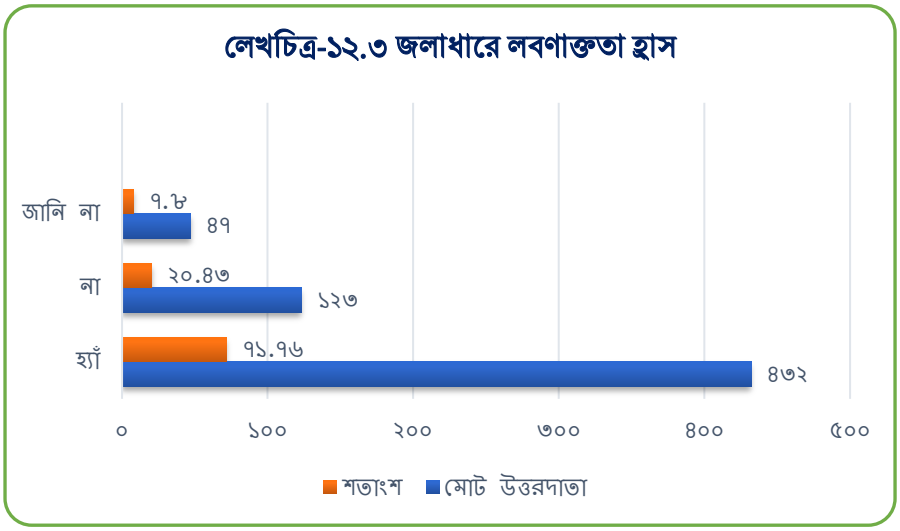

আবার লেখচিত্র-১২.২-এর হ্যাঁ-সূচক উত্তরদাতাদের (৬০২ জন) মধ্যে পুনরায় যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে, এই প্রকল্পের ফলে পানিতে লবণাক্ততা হ্রাস পাবে কিনা, তখন প্রায় ৭২% উত্তরদাতা মতামত দেন যে (লেখচিত্র-১২.৩) লবণাক্ততা হ্রাস পাবে। অপরদিকে, ১২৩ জন (২০.৪৩%) উত্তরদাতা জানান যে, প্রকল্পের ফলেও লবণাক্ততা হ্রাস পাবে না।

৩.৫.৩.১২ সেচ পানির প্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি

-- বর্তমানে প্রকল্পের ফলে পানি সরবরাহে পরিবর্তন কিনা

লেখচিত্র-১৩.১ থেকে দেখা যায় যে, সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৯০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৭০.১ শতাংশ বা ৬৩১ জন উত্তরদাতা ইতিবাচক উত্তর দিয়েছেন। অর্থাৎ এই প্রকল্পের ফলে জলাধারে পানি সরবরাহ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বলে মনে করেন। অপরদিকে, অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের ২৯.৯ শতাংশ 'না' বলে মত দিয়েছেন। অর্থাৎ পানি সরবরাহে পরিবর্তন ঘটে নি।

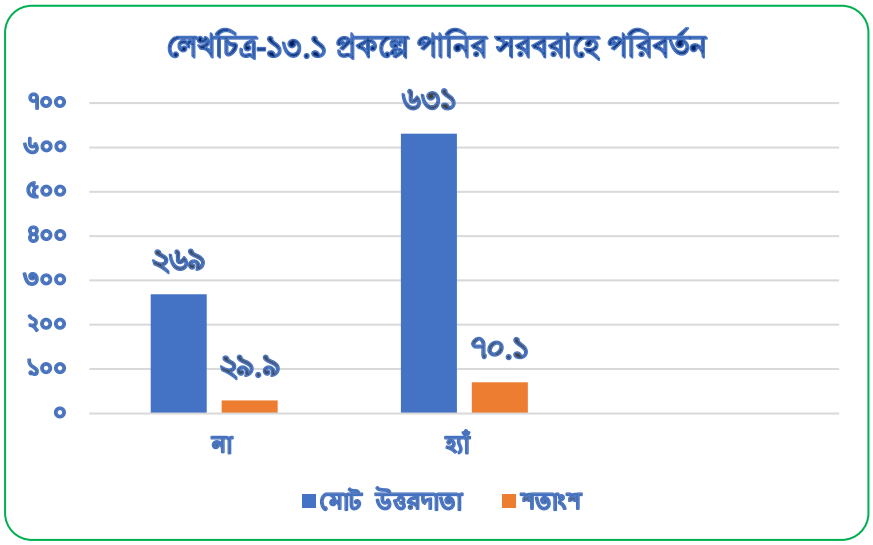

-- যদি পরিবর্তন হয়ে থাকে, তাহলে পানি সরবরাহে কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে?

লেখচিত্র-১৩.১-এ হ্যাঁ-সূচক ৬৩১ জন উত্তর প্রদানকারীদের পুনরায় কি ধরণের পরিবর্তন হয়েছে জানতে চাইলে মোট ৩৯৬ জন (৬২.৭৬%) অংশগ্রহণকারী বলেন যে, পানি বেশি পরিমাণ বেড়েছে। এছাড়া ১৫৬ জন উত্তরদাতা (২৪.৭২%) বলেন, মোটামুটি বেড়েছে; ৫১ জন (৮.০৮%)-খুবই বেশি বেড়েছে; ১৭ জন (২.৬৯%)-অল্প পরিমান পানি বেড়েছে; ৮ জন (১.২৭%)-পানি সরবরাহে পরিবর্তন হয় নি। অপরদিকে, ৩ জন (০.৪৮%) মতামত দেন যে, পানি সরবরাহ কমেছে।

লেখচিত্র-১৩.২ প্রকল্প জলাধারে পানি সরবরাহের পরিবর্তন

৩.৩.১.১৩ ফসল উৎপাদন, মৎস্য চাষ ও উৎপাদনশীলতা সংক্রান্ত তথ্যাদি

-- সেচ ব্যবস্থার আধুনিকায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করেন কী?

লেখচিত্র-১৪.১ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সেচ ব্যবস্থার আধুনিকায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে কিনা সে সম্পর্কে জানতে চাইলে মোট অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ৫৬৬ জন (৬২.৮৯%) 'হ্যা'-বাচক মতামত দেন। অর্থাৎ উৎপাদনশীলতা বাড়বে। অপরপক্ষে, ২০৭ জন বা প্রায় ২৩ শতাংশ উত্তরদাতা নেতিবাচক মতামত দেন। এছাড়া প্রায় ১৪ শতাংশ উত্তরদাতা জানান তারা এ ব্যাপারে কিছু জানেন না।

লেখচিত্র-১৪.১ ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি

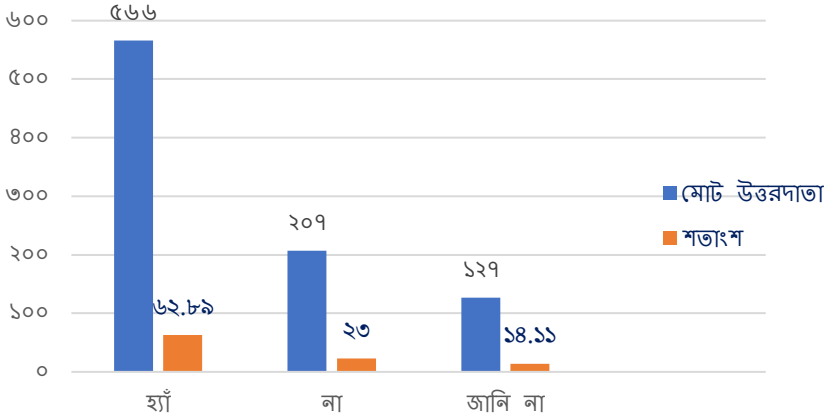

-

- নদী ও খালের সংস্কারের ফলে প্রকল্প এলাকায় মাছের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করেন কী?

লেখচিত্র-১৪.২ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, নদী ও খালের সংস্কারের ফলে প্রকল্প এলাকায় মাছের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে কিনা সে সম্পর্কে জানতে চাইলে মোট অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ৭১৩ জন (৭৯.২২%) 'হ্যা'-বাচক মতামত দেন। অর্থাৎ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। অপরপক্ষে, ১৬৭ জন বা প্রায় ১৮ শতাংশ উত্তরদাতা নেতিবাচক মতামত দেন। এছাড়া প্রায় ২ শতাংশ উত্তরদাতা জানান তারা এ ব্যাপারে কিছু জানেন না।

লেখচিত্র-১৪.২ মাছের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি

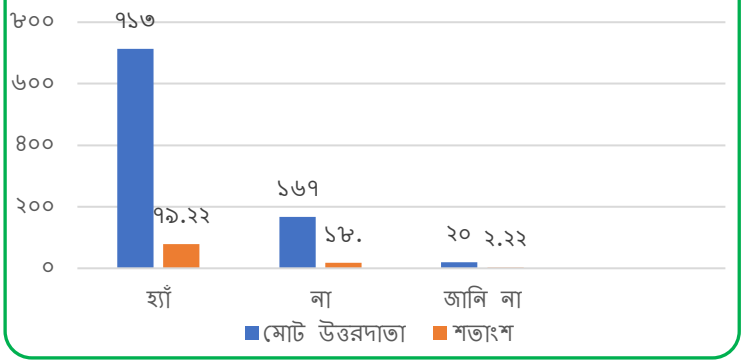

৩.৬ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে সংগৃহীত তথ্যাদি/মতামত বিশ্লেষণ কেআইআই

প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত মুখ্য ব্যক্তিবর্গ তথা প্রকল্প পরিচালক, ডিপিডি, প্রকৌশলী, পরামর্শদাতা এবং বাপাউবো'র প্রধান কার্যালয়, জেলা অফিস, আঞ্চলিক অফিস পর্যায়ের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে কেআইআই পরিচালনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মোট ৮টি কেআইআই সম্পন্ন করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর ও ডিএই-এর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আরো ১২টি কেআইআই সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, ইআরডি ও এডিবি'র কর্মকর্তাগণের ৬টি কেআইআই সম্পন্ন হয়েছে। এভাবে সর্বমোট ২৬টি কেআইআই সম্পন্ন করা হয়েছে। যার সম্বলিত তথ্য নিম্নে একত্রিকরণ করে প্রদান করা হলঃ

➢ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা-ফুলগাজী

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত ফেনী জেলার ফুলগাজী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মমিনুল ইসলাম প্রকল্পের কৃষি সংক্রান্ত উপযোগিতা, বাস্তবায়ন, সমস্যা ও বাস্তবায়ন পরবর্তী সুবিধাভোগীদের জীবনমানের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করেন। তাঁর মতে, প্রকল্প পুরোদমে চালু হলে কৃষিকাজ ও কৃষি সংক্রান্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে প্রকল্প এলাকায়। তিনি জানান-

- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকায় আমন ও বোরো দুই মৌসুমের ধানই চাষ হয়।
- পূর্বে বোরো আবাদ কম হত, বর্তমানে চলতি রবি মৌসুমে বোরো আবাদ বেড়েছে।
- পানি প্রাপ্যতার ফলে বোরোর আবাদ বেড়েছে ফলে বীজ উৎপাদন বাড়বে।
- অত্র এলাকায় সেচের পানির উৎস মুহুরী নদীর পানি।
- পুরোদমে চালু হলে পানি সরবরাহ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে।
- পানি ব্যবস্থাপনা দল/পানি ব্যবস্থাপনা সমিতি সক্রিয় হলে চলমান প্রকল্প সফল হতে পারে।
- এফজিজেড২২ ওয়েস্ট ডাউনপোর-২- ৩৫ বিঘা জমি বোরো ও এফজিজেড২৬...-২৫ বিঘা জমি বোরো চাষের আওতায় এসেছে। প্রকল্প পুরো চালু হলে জমির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে।
- প্রকল্পের সবল দিকঃ পতিত জমি চাষের আওতায় আসবে; ধানচাষ বৃদ্ধি পাবে; ফলন বৃদ্ধি পাবে।
- দুর্বল দিকঃ বর্তমানে প্রতি শতাংশ জমির সেচের খরচ তুলনামূলক বেশি; ফার্মার ক্যানাল সিস্টেমের বারিড পানির পাইপগুলোতে পানি লিক করছে।

- সুপারিশঃ চলতি মৌসুমে এখনও প্রিপেইড কার্ড চালু হয় নি; এটা চালু করা গেলে পানি সাশ্রয় হবে। বারিড পাইপের মাধ্যেমে দূর্ববর্তী স্থানেও পানির সরবরাহ ব্যবস্থা থাকলে শুষ্ক মৌসুমে আরও অনেক জমি চাষের আওতায় আসবে।

➢ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা -পরশুরাম

ছবিঃ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ রবিউল ইসলাম

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্তুর্ভুক্ত ফেনী জেলার পরশুরাম উপজেলার উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ রবিউল ইসলাম প্রকল্পের কৃষি সংক্রান্ত উপযোগিতা, বাস্তবায়ন, সমস্যা ও বাস্তবায়ন পরবর্তী সুবিধাভোগীদের জীবনমানের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করেন। তাঁর মতে, প্রকল্প পুরোদমে চালু হলে কৃষিকাজ ও কৃষি সংক্রান্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে প্রকল্প এলাকায়। তিনি জানান-

- অত্র এলাকায় ধান, গম, সবজিসহ বিভিন্ন ধরনের ফসলের চাষাবাদ হলেও এগুলো এই প্রকল্পের অন্তুর্ভুক্ত নয়।
- পরশুরাম উপজেলাতে এই প্রকল্প এখনও চালু হয় নি।
- যতগুলো প্রজেক্ট আছে সবগুলো কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে ফসলের উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

৩.৭ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও প্রাপ্ত মতামত

ফেনী ও চট্টগ্রাম জেলার ৬টি উপজেলায় মোট ১২টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা করা হয়। উক্ত আলোচনায় প্রকল্পভুক্ত বিভিন্ন পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ ও উপকারভোগী জনগণ অংশগ্রহণ করে। ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণ ও তাদের সুবিধা-অসুবিধা ও সুপারিশ সমূহ আলোচিত হয়, যা নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

ছবিঃ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা। মিরসরাই, চট্টগ্রাম।

ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় যেসব ইতিবাচক দিক পাওয়া যায় সেগুলো হলো-

- প্রকল্পের ফলে এলাকায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বেগবান হবে এ ব্যাপারে মানুষ আশাবাদী।
- পানির সংস্থান সহজ হওয়ায় শুষ্ক মৌসুমেও ব্যাপকভাবে বিভিন্ন রকমের ফসলের চাষাবাদের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।
- মাছের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।
- লবনাক্ততা দূর হওয়ায় সুপেয় পানির সহজলভ্যতা।

ফোকাস গ্রুপের সাথে আলোচনায় যেসম মতামত পাওয়া গেছে সেগুলো হলো-

- প্রকল্পের কিছু কিছু কাজের গূণগত মানে মোটামুটি সন্তুষ্ট।
- প্রকল্পের ফলে নদী ও খালগুলোতে পূর্বের তুলনায় পানির সরবরাহ বেড়েছে।
- বাঁধ পুনর্বাসনের ফলে এলাকার খালের পানিতে লবনাক্ততা হ্রাস পেয়েছে।

- লবণাক্ততা হ্রাস ও স্বাদু পানির সহজলভ্যতায় পানিতে নানা প্রজাতির দেশী মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
- পাশাপাশি প্রকল্পের ফলে জীববৈচিত্রের ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি লক্ষ করা যাচ্ছে।
- পানির সহজলভ্যতায় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির আশা করছেন।
- সেচ কাজ পুরোদমে শুরু হলে চাষাবাদের খরচ কমে যাবে বলে মনে করেন।
- স্মার্ট কার্ডের ব্যবহার চালু হলে পানি সাশ্রয় হবে।

৩.৮ কেস স্টাডি পর্যালোচনা

❖ কেস স্টাডি-১ মোঃ সামসুল হুদা চৌধুরী (৭৭)

চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলার জোরালগঞ্জ ইউনিয়নের গোবিন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা মোঃ সামসুল হুদা চৌধুরী। ৭৭ বছর বয়সী সামুসুল হুদা সাহেব পেশায় একজন কৃষিজীবী। কয়েকটি জলাধারে তিনি মৎস্য চাষও করেন। পাঁচ সন্তানের সামসুল হুদা মুহুরী সেচ প্রজেক্টের শুরু থেকেই একজন উপকারভোগী।

তিনি জানান যে, প্রকল্পে ব্যবহৃত উপাদানের গুণগত মান মোটামুটি ভালোই ছিল। তিনি বিশ্বাস করেন এই প্রকল্প পুরোদমে চালু হলে এখান থেকে মানুষ চাষাবাদের জন্য সহজেই পানি ব্যবহার করতে পারবে। ফলে ফসল উৎপাদন খরচ কমে যাবে। শুষ্ক মৌসুমে চাষাবাদ ও মাছ চাষে আর সমস্যা থাকবে না। তিনি বলেন উপকূলীয় বাঁধটি পুনর্বাসনের ফলে নোনা পানি থেকে তীরবর্তী গ্রামগুলো মুক্ত হয়েছে এবং বন্যার ঝুঁকি থেকে মুক্ত। তিনি জানান বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড স্লুইস নির্মাণের তদারকির কাজটি মোটামুটি ভালোভাবেই করেছে এবং সঠিক সময়ে সম্পন্ন হয়েছে। এলাকার খালগুলো খননের পূর্বে পলি মাটি জমা, ময়লা আবর্জনা ফেলা ও দীর্ঘদিন ধরে খালের পাশের মাটি ভেঙে পড়ে ভরাট হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের এলাকায় এখনও সেচ প্রকল্প শুরু না হওয়াতে স্মার্ট প্রিপেইড কার্ড সরবরাহ করা হয় নি এবং কাজ ধীর গতিতে চলমান থাকলেও পাম্প চালু হয়নি।

প্রকল্প শুরুর আগে পানিতে লবনাক্ততা ছিল এবং চাষবাস সাধারনত অগভীর নলকূপের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হত। তার মতে বর্তমানে প্রকল্পের ফলে জমিতে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি পাবে।

ছবিঃ মোঃ সামসুল হুদা চৌধুরী

প্রকল্পের সবল দিক সম্পর্কে উনি জানান প্রকল্প চলমান থাকায় সঠিক বলতে পারছেন না। দুর্বল দিক সম্পর্কে জানান যে, প্রকল্পে কাজের গতি কম এবং কর্তৃপক্ষের তদারকি তুলনামূলক কম। প্রকল্প চলাকালীন তিনি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হন নাই। তিনি প্রকল্পের চলমান কাজ সম্পর্কে সুপারিশ করেন যে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আরও বেশি করে তদারকি করা দরকার যাতে কাজে গতি পায় এবং প্রকল্প পুরো সম্পন্ন হলে যেন কৃষকেরা তাদের ফসলের ন্যায্য মূল্য পায়।

❖ কেস স্টাডি-২ শেখ জহির (২৭)

শেখ জহির। বয়স ২৭। পেশা পোল্ট্রি ফার্ম। চট্রগাম জেলার মিরসরাই উপজেলার জোরালগঞ্জ ইউনিয়নের তাজপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফর মুহুরী ইরিগেশন প্রজেক্ট সম্পর্কে জানেন।

তিনি জানান যে, প্রকল্পের কাজের মান নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট, বিশেষ করে উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসনের ফলে লবণাক্ত পানি আর প্রবেশ করতে পারে না। তিনি বলেন, স্লুইস গেট হওয়াতে পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তবে ফার্মার ক্যানাল

সিস্টেমের মাধ্যেম সেচকার্য পরিচালনা এখনো সে স্কিম চালু হয় নি। তাঁর মতে এই প্রকল্প পরিপূর্ণভাবে চালু হলে কৃষকেরা বারো মাস মিষ্টি/স্বাদু পানি পাবেন ফলে বোরো সহ অন্যান্য ফসল চাষ করতে পারবেন এবং প্রিপেইড কার্ড স্মার্ট সিস্টেম চালু হলে অল্প খরচে চাষাবাদ করতে পারবে। তিনি বলেন তাঁর এলাকায় এখনও পাইপ লাইন, পাম্প হাউস বসানো হয় নি, বিদ্যুতের লাইনও টানা হয় নি।

তিনি আরো বলেন, খাল পূর্ণ খননের ফলে নদীর প্রবাহ বেড়েছে। তবে ময়লা আবর্জনা ফেলাতে কিছু কিছু খালে পানি প্রবাহ সমস্যা হয়। আবার কোনো কোনো এলাকায় বর্ষার পানি জমে থাকায় আমন চাষের সমস্যা হচ্ছে।

তিনি জানান, বর্তমানে কৃষকেরা নিজস্ব পাম্প বসায়ে ভূ-গর্ভস্থ পানি তুলে চাষাবাদ করছে। তবে ধান উৎপাদন মূল্য বেশি হওয়াতে মানুষ ধান চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। তাঁদের এলাকায় মানুষ চাষাবাদ বিমুখ হয়ে পড়ছেন।

তিনি জানান, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কাজ সম্পন্ন করতে বেশি সময় নিচ্ছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তদারকিও কম। তিনি প্রকল্পের সবল দিক সম্পর্কে বলেন, স্লুইস গেট হয়েছে, উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন হয়েছে, খাল পুনঃখনন হয়েছে। তবে সেচ শুরুর জন্য ফার্মার ক্যানাল সিস্টেম, পাম্প হাউস বসানো, বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন, স্মার্ট কার্ড দেওয়া হয় নি। বিভিন্ন পানি ব্যবস্থাপনা দল করা হলেও সকলের মতামত নিয়ে তা করা হয় নি। তাদের ট্রেনিং দেওয়া হয় নি।

তিনি আরো বলেন, খালগুলোর পাশে অনেক মুরগীর খামার আছে যার বিষ্ঠা ফেলানো হয়। আবার অন্য আবর্জনাও ফেলা হয়। এতে করে খালের প্রবাহ বিঘ্নিত হয়, পানি দূষিত হয়।

তিনি সুপারিশ করেন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান খুব দ্রুত কাজটি যেন সম্পন্ন করে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তৎপরতা বৃদ্ধি করা। কৃষকদের বোরো চাষে উদ্বুদ্ধ করা। কৃষি চাষবাসে ভর্তুকি দেওয়া। ঋণের ব্যবস্থা করা এবং তাদের ট্রেনিং করা।

❖ কেস স্টাডি-৩ মোঃ শাহজাহান (৪৭)

ফেনী জেলার পরশুরাম উপজেলার মির্জানগর ইউনিয়নের সত্যনগর গ্রামের কৃষক মোঃ শাহজাহান (৪৭) ।
তিনি মতামত দেন যে, প্রকল্পের কোন কাজের মান ভালো হয় নাই। প্রকল্পের কাজেও ধীর গতি। তিনি সিলোনিয়া নদীর পানি সেচ কাজে ব্যবহার করেন। প্রকল্প এখনো চালু না হওয়ায় তিনি প্রকল্পের সবল কিংবা দুর্বল দিক নিয়ে কিছু বলতে পারেন নি। তবে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, প্রকল্প পুরোপুরি শেষ হলে চাষবাসের সুবিধা হবে।

❖ কেস স্টাডি-৪ এ আর আহম্মদ (৬৭)

ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার আমিরাবাদ ইউনিয়নের চরকৃষ্ণজর গ্রামের বাসিন্দা ব্যবসায়ী এ আর আহম্মদ। বয়স ৬৭।
তিনি শুরুতেই প্রকল্প সম্পর্কে বলেন এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে এলাকায় জনগণের উপকার হবে, বিশেষ করে ধান চাষ থেকে শুরু করে মৎস্যচাষসহ অন্যান্য ফসলাদি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। তিনি বলেন উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসনের ফলে লবণাক্ত পানি থেকে মুক্ত হয়েছেন। আগে লবণ পানি কোনো ফসল হত না, বর্তমানে ফসল হয়। তিনি জানান স্লুইসগেটের কাজগুলো সঠিকভাবেই হয়েছে এবং বাপাউবো'র কর্মকর্তারা মোটামুটিভাবে তদারকি করেছেন। তিনি জানান পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোর কাজ সঠিক সময়েই হয়ে যাবে কারণ আরও দুই বছর সময় আছে প্রকল্প সমাপ্ত হতে। তিনি জানান

তিনি কোনো স্মার্ট কার্ড পান নাই এবং বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন শেষ হয় নি ও পাম্প হাউসে কোনো মিটার লাগানো হয় নি। তিনি নিজস্ব পাম্প ব্যবহার করে খালের পানি সেচ কাজে লাগিয়ে থাকেন। তিনি প্রকল্পের সবল দিক সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন নাই কারণ প্রকল্পের কাজ এখনও চলমান। দুর্বল দিক সম্পর্কে বলেছেন, কাজ খুব ধীর গতিতে চলছে। তিনি বলেন শুধু প্রকল্প বাস্তবায়ন করলেই কৃষক উপকার পাবে না, সেই সাথে সার, কীটনাশকের দাম কমাতে হবে এবং ধানের দাম বাড়াতে হবে তবেই কৃষক উপকৃত হবে। খাল খননের ফলে মাছ চাষ বৃদ্ধি পাবে। তবে তিনি বলেন পাশে পোল্ট্রি ফার্মের বর্জ্যে পানি নষ্ট হয়ে গেছে। এতে মৎস্য চাষ ব্যহত হচ্ছে।

৩.৯ প্রকল্পের অঙ্গসমূহের অবস্থান ও নিবিড় পরিবীক্ষণ

প্রকল্প এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় উপকূলীয় বাঁধের পুনর্বাসন সমাপ্ত হলেও কোথাও কোথাও বাঁধের পাড়ের মাটি দেবে গিয়েছে। ১৭.৭৫ কিমি বাঁধ পুনর্বাসনের কাজ কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়েছে। নিয়মিত তদারকির মাধ্যমে বাঁধটির কার্যকারিতা নিশ্চিত করা না হলে টেকসইকরণ সম্ভব নয় বলে প্রতীয়মান হয়।

ছবিঃ ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলার উপকূলীয় বাঁধ

এছাড়া ছয়টি উপজেলার স্লুইস নির্মাণ, পুনর্বাসন এবং পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ ও পুনর্বাসন কাজও সমাপ্তের পথে।

ছবিঃ ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলার একটি কার্যকর স্লুইস গেট।

প্রকল্পের ৪০৫ কিমি'র কাজ সমাপ্ত হয়েছে। কোথাও কোথাও খাল পাড়ে মাটির ধ্বসে যাওয়ার লক্ষণ দেখা গিয়েছে। খালের পাড়ে বসতি ও অন্যান্য স্থাপনা থাকায় অনেক জায়গায় ময়লা-আবর্জনা স্তুপ লক্ষ করা গিয়েছে। সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হা হলে খালের কার্যকারিত ভবিষ্যতে দ্রুতই হ্রাস পেতে পারে।

ছবিঃ ফেনী সদর উপজেলার একটি খালের দৃশ্য

টেবিল-৩.৬ স্লুইস ও পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর (WCS) তালিকা ও প্রকল্পে অবস্থান

ক্রমিক নং	কাঠামোর নাম	দৈর্ঘ্য (মিটার)	ভেন্ট সাইজ, ব্যারেল দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা (মিটার)	নির্মাণ প্রকৃতি	অবস্থান	অগ্রগতি ও মন্তব্য
১	স্লুইস নং ০৭	২৭.৮৩	(৩-ভেন্ট), ১.৫০০×১.৮০০, ৯.৯৮×৬.০০×২.৭০০	স্লুইসের নির্মাণ	সোনাগাজী, ফেনী (পোল্ডার-৬০)	সমাপ্ত
২	স্লুইস নং ০৯	২৪.০৩০	(৩-ভেন্ট), ১.৫০০×১.৮০০, ৯.৯৮×৬.০০×২.৭০০			
৩	৬ ও ৭ এর মাঝের স্লুইস (পোল্ডার-৬০)	ভেরিয়েবল	(১-ভেন্ট), ১.৫০০×০.৯০০, ৯.৮০০×৩.৯০০×৩.৮০০	স্লুইসের পুনর্বাসন	সোনাগাজী, ফেনী (পোল্ডার-৬০)	
৪	স্লুইস নং ০৮	ঐ	(২-ভেন্ট), ১.৫০০×১.৮০০, ১৪.০০০×৩.৮০০×২.৪০০		সোনাগাজী, ফেনী	
৫	স্লুইস নং ১০	ঐ	(২-ভেন্ট), ১.৫০০×১.৮০০, ১৩.৫০০×৩.৮০০×২.৪০০		সোনাগাজী, ফেনী	
৬	স্লুইস নং ১১	ঐ	(১-ভেন্ট), ১.৫০০×১.৮০০, ৫.৮০০×৩.৫০০×২.৭০০		সোনাগাজী, ফেনী	
৭	উত্তর দৌলতপুর রেগুলেটর	২৮.৮৫০	(২-ভেন্ট), ১.৫০০×১.৮০০, ১০.৪০০×৩.৯০০×২.৮০০	পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ	ফুলগাজী, ফেনী	
৮	দক্ষিণ দৌলতপুর রেগুলেটর	২৮.৮৫০	(২-ভেন্ট), ১.৫০০×১.৮০০, ১৩.৮৫×৩.৯০০×২.৮০০		ফুলগাজী, ফেনী	
৯	ভালুকিয়া পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো	২৭.০০০	(১-ভেন্ট), ১.৫০০×১.৮০০, ২৭.২০০×৩.৫০০×২.৭০০		ফেনী সদর, ফেনী	
১০	মধুয়া খাল WCS	২৩.৬০০	(৫-ভেন্ট), ১.৫০০×১.৮০০, ৬.৬০০×৯.৩০০×৫.২০০		ফেনী সদর, ফেনী	
১১	স্লুইস নং ০৫	ভেরিয়েবল	(২-ভেন্ট), ১.৫০০×১.৮০০, ১৪×৫.৫০০×২.৭০০	পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনর্বাসন	সোনাগাজী, ফেনী (পোল্ডার-৬০)	
১২	স্লুইস নং ০৬	ঐ	(১-ভেন্ট), ১.৫০০×১.৮০০, ২২.০০×৩.৫০০×২.৭০০		সোনাগাজী, ফেনী	
১৩	ফেনী রেগুলেটর (মেইন রেগুলেটর)	ঐ	(৪০-ভেন্ট)		সোনাগাজী, ফেনী (পোল্ডার-৬০)	

প্রকল্পের ফার্মার ক্যানাল সিস্টেমের কাজ এ পর্যন্ত প্রায় ১২ শতাংশের মতো সমাপ্ত হয়েছে। নবনির্মিত পাম্পহাউস ও পাম্পের ভৌত অবস্থা ভালো অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। তবে খালগুলোর কাজ সমাপ্ত হলেও বিদ্যুৎ বিতরণ লাইনের কাজ ধীর গতি চলমান থাকায় বিদ্যুৎ সংযোগে বিলম্বের কারণে জমিতে পানি সেচের পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় নি অনেকাংশেই।

প্রকল্পের কিছু চিত্র

ছবিঃ ফার্মার ক্যানেল সিস্টেম, পাম্প হাউস, পাম্প ও প্রি-পেইড মিটার

৩.১০ স্থানীয় কর্মশালা

“ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফর মুহুরী ইরিগেশন প্রজেক্ট(২য় সংশোধিত)” শীর্ষক চলমান প্রকল্পের মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য ৭ জুন, ২০২০ ইং তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সেমিনার কক্ষ, ফেনী পানি উন্নয়ন বোর্ড কার্যালয়ে স্থানীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য ও কর্মশালার উদ্বোধন ঘোষনা করেন জনাব মোঃ আফজল হোসেন, মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ আলী, পরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; জনাব ড. মোঃ মাহমুদুল হাসান, উপ-পরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; জনাব উপমা আকতার, উপ-পরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; জনাব প্রকৌশলী মোঃ রাফিউস সাজ্জাদ, প্রকল্প পরিচালক; জনাব প্রকৌশলী মোঃ জহির উদ্দিন, নির্বাহী প্রকৌশলী, পাউবো, ফেনী; জনাব ড. আহসান হবিব, চেয়ারম্যান, ইস্কার্ফ কনসালটিং সার্ভিসেস; জনাব প্রকৌশলী মোঃ নুরুল আমিন তালুকদার, টিম লিডার, ইস্কার্ফ কনসালটিং সার্ভিসেস; জনাব মোঃ রাজিবুল ইসলাম, আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ, ইস্কার্ফ কনসালটিং সার্ভিসেস; কর্মকর্তাবৃন্দ ফেনী পওর বিভাগ, বাপাউবো, ফেনী; ডাব্লিউএমএ ও ডাব্লিউএমজি এর সভাপতিবৃন্দ, কৃষি ফসল চাষী প্রমূখ উক্ত আলোচনায় অংশ নেন।

চিত্র: ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে স্থানীয় কর্মশালা।

চিত্র: সেমিনার কক্ষ, ফেনী পানি উন্নয়ন বোর্ড কার্যালয়ে স্থানীয় কর্মশালা।

কর্মশালায় ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফর মুহুরী ইরিগেশন প্রজেক্ট(২য় সংশোধিত)” শীর্ষক চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি ও বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বিষয়ে মতামত/সুপারিশ সংগ্রহ করা হয়। স্থানীয় কর্মশালায় মতামত/সুপারিশসমূহ নিম্নে আলোকপাত করা হলোঃ

জনাব মোঃ ইলিয়াস চৌধুরী; সাধারণ সম্পাদক, ফেনী সদর পানি ব্যবস্থাপনা সমিতি; সভাপতি, ফেনী WMG; ট্রেজারার, ফেনী পানি ফেডারেশন; বলেন ৬টি উপজেলায় সেচ সুবিধা আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে প্রকল্পটিকে অনেকগুলো ধাপে ভাগ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৮১টি পাম্প চালু করার কথা থাকলেও প্রকল্প শুরুর ৫ বছর পরেও পাম্পগুলোর মধ্যে ১টি পাম্পও ব্যবহার করতে পারে নাই। বাস্তবে প্রকল্পের অগ্রগতি তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয় নাই। তিনি আরও জানান ডিপিপি প্রণয়নের সময় এলাকাবাসির মতামত গ্রহণ করা হয়েছে তবে সে অনুযায়ী কাজ করা হয় নাই। ১৮০ কিঃমিঃ ডেডিকেটেট লাইন হওয়ার কারণে একজনের জমিতে পানি নিতে গেলে পানি Overflow হয়ে অন্যজনের জমিতে পানি প্রবেশ করে যার ফলে বিরোধের সৃষ্টি হয়। সাবষ্টেশন করার কথা থাকলেও সাবষ্টেশন করা হয় নাই।

রেগুলেটর হওয়ার পরে লবণাক্ততা নাই। যেসব কাজ হয়েছে সেগুলোর গুণগত মান মানসম্মত হয় নাই। ঠিকাদার কারও কথা শুনেনা ঠিকাদারদের কন্ট্রোল করা উচিত।

প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পটিকে ২টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (১) খাল পুনঃখনন, অবকাঠামো নির্মাণ ও অবকাঠামো পুনর্বাসন; এবং (২) প্রি-পেইড কার্ডের মাধ্যমে পাম্প ইন্সটল ও আন্ডার গ্রাউন্ড পাইপের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা;

প্রকল্পের আওতায় ৮৫০টি স্কিম বাস্তবায়ন করা হবে এবং যার ফলে ১৮০০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানে সক্ষম হবে। বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় ৮৫০টি স্কিমের মধ্যে ৮১টি স্কিমের সিভিল ওয়ার্ক সম্পন্ন হয়েছে। যেহেতু REB (Rural Electrification Board) এর সাথে প্রকল্পের সম্পৃক্ততা আছে তাই REB (Rural Electrification Board) এর কাছে বিদ্যুৎ সংযোগ পেয়ে পাম্পগুলো চালু করতে হয়। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের কাছে ২৭টি স্কিমের বিদ্যুৎ সংযোগ চেয়ে আবেদন করা হয় এগুলোর মধ্যে ২৫টি স্কিমে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়। এই ২৫টি স্কিম ব্যবহার করে অনেক কৃষক সেচ সুবিধা পেয়েছে। পানির রেটটি প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত জেলার সকল কর্মকর্তা, WMG এর সদস্য, ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট অপারেটর সবাই মিলে আলোচনার পরে এমন একটি দর নির্ধারণ করা হয়ে যা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সেচ প্রদানের জন্য প্রতি একরে ৫০০০ টাকা খরচ পড়ত কিন্তু বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় সেচ প্রদানের জন্য প্রতি একরে ২১০০ টাকা খরচ পড়ে। ফলে কৃষকের আর্থিক সাশ্রয় হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় কৃষকেরা আর্থিকভাবে ক্ষতির কারণে কৃষি কাজে অনাগ্রহ প্রকাশ করছে। পাম্পগুলোর পানি Overflow হয়েছে এই প্রশ্নের উত্তরে প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের আওতায় ৮৫০টি স্কিমের মধ্যে ৮১টি স্কিমকে Lesson Learning এর জন্য পাইলটিং ভাবে নেওয়া হয়েছে এই স্কিমগুলো থেকে Lesson Learn করে পরবর্তী পাম্পগুলো ডিজাইন করা হয়েছে। সব পাম্পগুলো থেকে পানি Overflow হচ্ছে না তবে কিছু কিছু পাম্পের পানি Overflow হচ্ছে সেগুলোর প্রতিকার করা হবে। প্রকল্প পরিচালক জানান, তিনি WMG এর সাথে জড়িত এবং প্রতি মাসে ফিল্ড ভিজিটে গেলে WMG এর সদস্যদের সাথে মিটিং করেন।

প্রকল্পের সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পটি ২০১৪-২০১৫ সালে শুরু হলেও ADB এর গাইড লাইন মেনে Consultant নিয়োগ দেওয়া হয় ২০১৬ সালে। স্কিমগুলোর নকশা প্রণয়ণে আরোও ২.৫ বছর সময় লেগে যায় এর ফলে প্রকল্পের কাজ শুরু হতে দেরী হয়েছে।

জনাব গিয়াস উদ্দিন, যুগ্ম-সম্পাদক ফুলগাজী পানি ব্যবস্থাপনা সমিতি ও সভাপতি দরবারপুর WMG; জানান প্রকল্প এলাকায় ধানের উৎপাদন আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অবকাঠামো নির্মাণের ফলে জলাবদ্ধতা হ্রাস পেয়েছে।

জনাব দীদার, সভাপতি ছাগলনাইয়া WMG; বলেন প্রকল্পের আংশিক ত্রুটি আছে। তার ইউনিয়নে পাইপ লাইনের কাজ শেষ না হওয়ার কারণে এই বছর সেচ নিতে পারেন নাই। পাইপ লাইনের আংশিক কাজ ছাড়া বাকি সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ধানের দাম কম পাওয়ায় কৃষকেরা ধান চাষে আগ্রহ হারাচ্ছে তবে জমি উর্বর ও পানির সমস্যা না থাকায় ডাল, রবি শস্য, গম ভালো হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

জনাব মোঃ জহির উদ্দিন,নির্বাহী প্রকৌশলী, বাপাউবো, ফেনী; জানান প্রকল্পের যেসকল সমস্যাগুলো ছিল সেসকল সমস্যাগুলো সমাধান করা হচ্ছে। খাল পুনঃখনন, অবকাঠামো নির্মাণ ও অবকাঠামো পুনর্বাসন করা হয়েছে। ৬টি উপজেলায় ৯৮টি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে ও সেগুলো ব্যবহার করে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। বিদ্যুৎ সংযোগের কিছু সমস্যা আছে ইতোমধ্যে ৮১টি স্কিমের মধ্যে ৪৪টিতে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে। জুন, ২০২২ সালের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

চতুর্থ অধ্যায়
প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক পর্যালোচনা (SWOT Analysis)

SWOT Analysis হচ্ছে Strengths, Weaknesses, Opportunities এবং Threats এর সংক্ষিপ্তরূপ। এটি একটি কাঠামোগত পদ্ধতি যা প্রকল্পের উক্ত চারটি দিক মূল্যায়ন বা বিশ্লেষণ করে। তন্মধ্যে সবল দিকসমূহ ও দুর্বল দিকসমূহ প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রনাধীন এবং সুযোগসমূহ এবং ঝুঁকিসমূহ বাইরের বিষয় যা প্রকল্প বাস্তবায়নকারীকে অনুমান করতে হয় এবং তদনুযায়ী সক্রিয় হতে হয়। কেআইআই, এফজিডি এবং স্থানীয় কর্মশালার মাধ্যমে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ও স্থানীয় সুফলভোগী, বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণের দেওয়া তথ্য ও আলোচনার ভিত্তিতে নিম্নরূপ SWOT Analysis করা হয়েছে-

ক. অভ্যন্তরীণ দিকসমূহ

৪.১ সবল দিক

- সবল দিকের অন্যতম একটি হচ্ছে অনাবাদী জমির বড় একটি অংশে (প্রায় ৩০০০ হেক্টর) পানির সহজলভ্যতায় শুষ্ক মৌসুমে ফসলের আবাদ বেড়ে যাওয়া;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধায়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপনা দল দায়িত্ব থাকা;
- পানির প্রাপ্যতায় সারাবছর ফসলের চাষবাস হওয়ার ফলে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি;
- উপকূলীয় বাঁধ ও খাল পুনঃখননের কাজ প্রায় শেষ হওয়ায় পানির প্রবাহ বৃদ্ধি ও লবণাক্ততা হ্রাস;
- মিঠা পানি সহজলভ্যতায় অধিক উৎপাদনশীল জাতের মাছের চাষ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা;
- কম খরচে কৃষকের পানি লাভের সুবিধা;
- স্মার্ট প্রিপেইড কার্ড চালু করায় পানির অপচয় রোধ;
- স্থানীয়ভাবে কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র-উদ্যোগ ও কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি এবং এর ফলে জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন;
- গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নত হয়েছে;
- উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণের ফলে বন্য নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে;
- পানি ব্যবস্থাপনা দল প্রকল্পের সার্বিক কাজের পরিচালন ও তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত এবং পরবর্তীতে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের কাছে সেচ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ;

৪.২ দুর্বল দিক

- যথাযথ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফিজিবিলিটি স্টাডি ছাড়াই মূল ডিপিপি প্রণয়ন করায় প্রকল্পের পরিকল্পনা ও ডিজাইন পরিবর্তনের কারণে সংশোধিত ডিপিপিতে ভৌত কাজের পরিমাণ, সময়সীমা, অগ্রগতি ও ক্রয়মূল্যের উপর নানাবিধ প্রভাব পড়েছে। যার ফলে দুর্বল পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে এর কার্যক্রম পরিচালনা করায় প্রকল্পের অর্থনৈতিক সুফল অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে;
- খাল খনন এবং স্লুইস ও পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো প্রায় সম্পন্ন হয়ে নদী ও খালে পানি সংস্থান বৃদ্ধি পেলেও ফার্মার ক্যানাল সিস্টেম ও বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন, পাম্পহাউসে প্রিপেইড মিটার সরবরাহে বিলম্বজনিত কারণে প্রকল্পের সুফল না পাওয়া;
- প্রকল্প পরবর্তী সময়ে নদীতে পলি জমা, সেচ খাল ভরাট, ফার্মার ক্যানাল সিস্টেমের পিভিসি বারিড পাইপ বিনষ্ট হওয়া, পাম্প ও প্রিপেইড মিটার অকার্যকারিতার ফলে কৌশল কী হবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট দিক নির্দেশনা না থাকা;
- অনাবাদী জমিগুলোকে সেচ প্রকল্পের আওতায় আনার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগ ও অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয়হীনতা;

- ❖ পাম্পগুলোর ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় প্রভাবশালীরা জড়িত থাকার ফলে সাধারণ কৃষকদের পানি সরবরাহে অধিক মূল্য পরিশোধের সম্ভাবনা এবং বর্ষাকালে অধিক বৃষ্টিপাতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা এবং এর থেকে উত্তরণে কোনো দিক নির্দেশনা না থাকা;

খ. বাহ্যিক দিকসমূহ

৪.৩ সুযোগসমূহ

- ❖ এই প্রকল্প অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক বিবেচিত হলে দেশের অন্য স্থানেও একই ধরনের প্রকল্প গ্রহণে বাংলাদেশের সরকারের উদ্যোগ নেওয়ার সম্ভাবনা;
- ❖ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও সহযোগিতা যা পতিত জমিতে কৃষিকাজের এক নয়া দিগন্তের সূচনার সুযোগ;
- ❖ কৃষি অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষের প্রকল্প কাজের সাথে সম্পৃক্ততা;
- ❖ শুধুমাত্র খরিপ মৌসুমের কৃষিজীবীই নয়, মৎস্যজীবী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসহ সকল শ্রেণির মানুষের কর্মসংস্থান হওয়ার সম্ভাবনা এবং ব্যাপকভাবে কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র-উদ্যোগতা সৃষ্টি হওয়্যার সম্ভাবনা;
- ❖ শুষ্ক মৌসুমে সুপেয় পানির সরবরাহ বৃদ্ধি ও ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ কম পড়া;
- ❖ প্রকল্পের ফলে ফসল উৎপাদনে বৈচিত্রতা, উপকূলীয় চরের উন্নয়ন, পর্যটনসহ নানারকম উপ-প্রকল্প গ্রহণের সুযোগ রয়েছে;
- ❖ ভবিষ্যতে ভাটিতে ‘বঙ্গবন্ধু শিল্প পার্ক’-এর জন্য সুপেয় পানির প্রধান সরবরাহক্ষেত্র হতে পারে এই প্রকল্প যা শিল্প কারখানা সচল রাখার জন্য অপরিহার্য;

৪.৪ ঝুঁকিসমূহ

অভ্যন্তরীণ ঝুঁকিঃ

- ❖ পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সেচ্ছাচারিতা কিংবা অকার্যকারিতায় প্রকল্পের প্রকৃত সুফল না পাওয়া;
- ❖ পলি জমার হার বৃদ্ধি পেলে এবং তা অপসারণের পথ রুদ্ধ হলে প্রকল্পের কার্যকারিতা ঝুঁকির মধ্যে পড়বে;
- ❖ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নদীতে পানির প্রবাহ হ্রাস ও পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি;

বাহ্যিক ঝুঁকিঃ

- ❖ ভাটিতে বৃহৎ শিল্পাঞ্চল ‘বঙ্গবন্ধু শিল্পপার্ক’ হওয়ায় নদীর পানির অধিক বরাদ্দে সেচকার্যে ব্যাঘাত;

প্রকল্পের অর্থনৈতিক কার্যকারিতা বহুলাংশে নির্ভর করে প্রকল্পের সবলতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি চিহ্নিতকরণের উপর। ফলে প্রকল্প টেকসইকরণের জন্য SWOT Analysis অপরিহার্য।

পঞ্চম অধ্যায়
পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ

অনেক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের দিকে অবস্থিত চলমান এই প্রকল্পের মাধ্যমে দুই জেলার ছয় উপজেলার দারিদ্র্য কমিয়ে আনা, সংশ্লিষ্ট জনপদের জীবনমান উন্নয়ন ও দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা, উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ এবং সামাজিক সেবা বৃদ্ধি, গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি, ফসল উৎপাদনে খরচ ও ঝুঁকি হ্রাস করা সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ থেকে রক্ষাকরণ, মৎস্য সম্পদে বর্ধিত প্রবেশাধিকার, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ এবং কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সুফল প্রাপ্তি, বর্ধিত উৎপাদন, উৎপাদনে বৈচিত্র আনা, ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি, পানি সম্পদের দক্ষ, কার্যকর এবং যথাযথ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রকল্প এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। বাস্তবায়িত কার্যক্রমে তেমন একটি প্রভাব দেখা না গেলেও প্রকল্প শেষে এই প্রভাব নিয়ে সকলেই আশাবাদী। সমীক্ষার টিওআর অনুযায়ী প্রকল্পের উপকারভোগী, অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ, প্রকল্পের ডিপিপি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা করে পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে উল্লিখিত পর্যবেক্ষণসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে এ অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হলো—

৫.১ সার্বিক পর্যবেক্ষণ

৫.১.১ ডিপিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত

পূর্ণাঙ্গ ফিজিবিলিটি স্টাডি না হলেও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের একটি কারিগরি কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয়। অনুমোদিত ডিপিপিতে ৪৬০ কিমি খালের পুনঃখনন নির্ধারিত ছিল যা পরবর্তিতে ২য় সংশোধনীর মাধ্যমে ৪০৫ কিমি করা হয়। এর কারণ হিসেবে জানা যায়, কাজ বাস্তবায়নকালীন সময়ে নকশা ও প্রাক-জরিপ অনুসারে মোট মাটির পরিমান প্রায় ৩০% কম পাওয়া, খনন করার নির্ধারিত স্থানে বাড়িঘর, রাস্তা বিদ্যমান থাকা এবং কিছু খালের পুনরায় খননের দরকার না থাকা। এসবই সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিপিপি প্রণয়নে ত্রুটি সম্পর্কে আলোকপাত করে।

এছাড়া উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় এর দৈর্ঘ্য ২২.৬০ কিমি হতে কমে ১৭.৭৫ কিমি করা হয়েছে কারণ বাকি ৪.৮৫ কিমি অংশ তুলনামূলকভাবে ভালো ছিল। পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো ৫টির পরিবর্তে ৪টি করা হয় কারণ একটি ৭ ভেন্ট এর পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা ছিল না। প্রাক Assessment এ Overhead বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন ১৮০ কিমি বিবেচনা করা হলেও পরবর্তিতে বিস্তারিত মূল্যায়নে তা ৩০ কিমি বেড়ে ২১০ কিমিতে দাঁড়ায়। প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি প্রণয়নে ত্রুটির কারণে প্রকল্পের সার্বিক কাজের অগ্রগতি বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। এডিবি কর্তৃক বেইজলাইন জরিপের আলোকে অঙ্গগুলোর তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে ডিপিপি প্রণয়ন হলে তা আর সংশোধনের দরকার হয় না। ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন কাজের বাঁধের দৈর্ঘ্য হ্রাস, অর্থ-সংস্থানের আগেই অনুমোদন ইত্যাদি কাজের গতিকে শ্লথ করেছে। বিদ্যুৎ বিতরণ অতিরিক্ত লাইনের অংশ, সাবস্টেশন, প্রিপেইড মিটার, পাম্প হাউস, সোলারপাম্প ইত্যাদি কাজের ফিজিবিলিটি ও ডিজাইন পূর্বেই যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংশোধন করা দরকার ছিল।

৫.১.২ ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত

প্রকল্পের ১ম সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে একটি সাব-স্টেশন নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের কোনো সংস্থান ছিল না। সুনির্দিষ্ট জায়গায় খাস জমির সংস্থান না হওয়ায় প্রকল্পের ২য় সংশোধনীতে ৪০ শতাংশ ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ৫০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কেআইআই'র তথ্য হতে জানা যায়, সুনির্দিষ্ট স্থানে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রকৃতির জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তথাপিও জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার

দীর্ঘসূত্রিতার কারণে সাব-স্টেশন নির্মাণের মাধ্যমে প্রকল্পের আওতায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ নিশ্চিতকরণ নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন হওয়া নিয়ে সংশয় রয়েছে।

৫.১.৩ ফার্মাস ক্যানাল সিস্টেম সংক্রান্ত

ফার্মার ক্যানাল সিস্টেম (১৮০০০ হেক্টর সেচ) [স্কিম-৮৫০টি; পাম্প-৮৯০টি; পাম্প হাউস-৮৫০টি; হেডার ট্যাংক-৮৫০টি; পিভিসি পাইপ-৮৫০কিমি; প্রিপেইড মিটার-৮৬০টি] এর ভৌত অগ্রগতি এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত ১২.৬৩ শতাংশ যা পুরো প্রকল্পের প্রায় ৪৪ শতাংশের মধ্যে ৫ শতাংশ। ফলে বাকি ৩৯ শতাংশ কাজ আগামী দুই বছরে সম্পন্ন করতে হবে যা কাজের ধীর গতির (৮৭ শতাংশ উপকারভোগী উত্তরদাতার সংশয় প্রকাশ) কারণে বাস্তবসম্মত নয়। প্রকল্পে এ পর্যন্ত ৮৫০ টি'র মধ্যে ২৭টি প্রি-পেইড মিটার বসানো হয়েছে। এছাড়া কেআইআই-এর তথ্য ও পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বারিড পানির পাইপের নিম্নমানের কারণে পাইপে লিক করা ও পানির Overflow হওয়ার ফলে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় (অনু.-৩.৬ ও ৩.১০)। স্টেকহোল্ডারদের মতে ফার্মারস ক্যানাল সিস্টেমের দৈর্ঘ্য আরো বাড়ালে শুষ্ক মৌসুমে অধিক পরিমাণ জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হবে।

৫.১.৪ প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত

"ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফর মুহুরী ইরিগেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পে এ পর্যন্ত চারবার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তিত হয়েছে। একই প্রজেক্টে স্বল্প সময়ের জন্য ও ঘনঘন প্রকল্প পরিচালক (৪বার) পরিবর্তনে প্রকল্পের কাজে দীর্ঘসূত্রিতা ও শিথিলতা দেখা যায়। ফলে কাজের গতি হ্রাস পায় ও প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পায়।

৫.১.৫ ক্রয় প্রক্রিয়া সংক্রান্ত

প্রকল্প অফিসের তথ্য অনুযায়ী ও সার্বিক পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয় যে, ক্রয় প্রক্রিয়া এডিবি'র গাইডলাইন অনুসারে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি নয়টি প্যাকেজে (CW-1, CW-2, CW-3, CW-4, CW-5, CW-6, CW-7, CW-8A, CW-8B) ও দুটি পরামর্শক নিয়োগের (CS-1, CS-2) মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই ৯টি প্যাকেজের ৩টি সমাপ্ত (CW-8B) ও প্রায় সমাপ্ত (CW-1, CW-2) ও বাকিগুলো চলমান প্যাকেজ। সবচেয়ে বড় অঙ্গ ফার্মারস ক্যানাল সিস্টেমের (প্যাকেজ CW-5, CW-6, CW-7) ডিজাইন ও ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি আশানুরূপ ও সময়মত না হওয়ায় এই প্যাকেজগুলো সম্মিলিতভাবে অগ্রগতি মোটেই ১২ শতাংশ যা সার্বিক প্রকল্পের মাত্র ৫ শতাংশের সমান। পরবর্তি দুই বছরে (সমাপ্ত ২০২২ সাল) কাজের গতি ও তদারকি না বাড়ালে অঙ্গটির নির্দিষ্ট সময়ে সমাপ্তি নিয়ে তাই সংশয় থেকে যায়।

প্রকল্পের ক্রয়ে দরদাতা প্রতিষ্ঠান কম হওয়ায় অনেকগুলো প্যাকেজে পুনঃদরপত্র আহ্বান করা হয়েছে যা প্রকল্প নির্দিষ্ট সময়ে সমাপ্তকরণের একটি অন্যতম অন্তরায়। এছাড়া রেসপনসিভ দরদাতা কম (প্রতি ক্ষেত্রে একজন) হওয়ায় প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত কোনো প্রকার জটিলতা দেখা দিয়েছে কিনা সে ব্যাপারে প্রকল্প অফিস থেকে বলা হয়েছে প্রকল্পের ক্রয়-প্রক্রিয়া এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের গাইডলাইন অনুসরণ করা হয়েছে এবং দেশী বাংলা ও ইংরেজী পত্রিকা ও সিপিটিইউ-এর ওয়েবসাইটে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ক্রয়-প্রক্রিয়ার প্রতিটি ক্ষেত্রে একজন করে রেসপনসিভ দরদাতা ও একই বিডার রেসপনসিভ হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে জানা যায়, নয়টি প্যাকেজের জন্য সাতজন ভিন্ন ভিন্ন ঠিকাদার কার্যাদেশ প্রাপ্ত হয়। দরপত্র দলিল সমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায়, মূলত CW -03, CW -05, CW -07 প্যাকেজসমূহের কাজ ভূগর্ভস্থ পাইপলাইন স্থাপন, পাম্প সরবরাহ, প্রিপেইড মিটার সরবরাহ সংক্রান্ত আধুনিক প্রযুক্তির কাজ সংক্রান্ত বিধায় দরপত্র দলিলে কার্যাদেশ-এর যোগ্যতা সুনির্দিষ্ট থাকায় সীমিত সংখ্যাক দরপত্র পাওয়া যায় এবং একক রেস্পন্সিভ দরদাতা হয়।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তথ্যমতে, CW-03 এবং CW -05 প্যাকেজে একই ঠিকাদার SA-KBL, CW-06 এবং CW-07 এ Ludwig Pfeiffer রেস্পন্সিভ হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য প্যাকেজে ভিন্ন ভিন্ন ঠিকাদার রেসপনসিভ হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পটি ব্যতিক্রমধর্মী নতুন ধারনার প্রকল্প এবং পূর্ত কাজের ৯টি প্যাকেজের মধ্যে ৮টি প্যাকেজেই International Competitive Bidding (ICB) প্রকৃতির ও দুই খাম বিশিষ্ট (Two Envelopment System) এবং ৯টি প্যাকেজের মধ্যে ৪টি প্যাকেজের কাজ (CW-3, 5, 6, 7) উন্নত কারিগরী ও আধুনিক প্রকৃতির বিধায় উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় (OTM) দরপত্র আহ্বান করা হলেও সীমিত দরপত্র গৃহীত হয়।

অর্থাৎ উপযুক্ত কারিগরী দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা না থাকায় রেসপনসিভ ঠিকাদারের সংখ্যা কম হয় বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মত প্রকাশ করেন। যদিও ক্রয়-প্রক্রিয়ার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় দরপত্র আহ্বানের তারিখ থেকে Delegation of Financial Power অনুযায়ী দরপত্র চুড়ান্তভাবে অনুমোদনের তারিখের মাঝে দীর্ঘসময়ের ব্যবধান যা প্রকল্পের কাজের গতিকে শ্লথ করেছে। প্রকল্পের কাজে গতি আনয়নের জন্য দরপত্র বিশ্লেষণের এই দীর্ঘসূত্রিতা অবশ্যই কমানো জরুরী। যদি দরপত্র বাছাইকরণ ও ক্রয়প্রক্রিয়া সমাপ্ত করতে অধিক সময় লেগে যায়, তাহলে নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্প সমাপ্ত করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। ফলে প্রকল্পের অর্থনৈতিক উপযোগিতা অনেকাংশে লোপ পায়।

দরপত্র প্রক্রিয়াতে একমাত্র অংশগ্রহণ এড়ানোর জন্য দরপত্রের নথিতে সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা, আর্থিক মানদন্ড, নির্দিষ্ট দরপত্রের ক্ষমতা বিবেচনা করা যেতে পারে। নন-রেসপনসিভ দরপত্র এড়াতে দরপত্র প্রস্তুত করার কৌশলটিকে ফোকাস করে প্রাক-দরপত্র সভার ব্যবস্থ করা যেতে পারে। বিডব্লিউডিবি এবং সিপিটিউ নিয়মিত বিরতিতে স্টেকহোল্ডার হিসেবে ঠিকাদারদের সাথে সভার ব্যবস্থা করতে পারে যাতে তারা ক্রয় প্রক্রিয়াতে অংশ নিতে উৎসাহিত হয়। প্রকল্প পরিচালকদের দায়িত্ব চুক্তির শর্তটি নিশ্চিত করা। সময়, ব্যয় এবং গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে, প্রকল্প পরিচালক উভয় পক্ষের দ্বারা সম্মত ওয়ার্ক প্রোগ্রাম অনুসরণ করবেন এবং চুক্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ওয়ার্ক প্রোগ্রামের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন।

৫.১.৬ পরামর্শক সেবা সংক্রান্ত

এ প্রকল্পের আওতায় ২টি পরামর্শক সেবা প্রতিষ্ঠান কাজ করে আসছে। তন্মধ্যে পরামর্শক সেবা ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট অপারেটর (আইএমও) পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে মূলত সকল কাজের বিস্তারতি নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকালীন কাজের তদারকি চলমান আছে। এছাড়া টারশিয়ারী লেভেলের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য নকশা প্রণয়ন (ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন এর জন্য এলএলপি এর সাথে স্মাট কার্ড),প্রি-প্রেইড মিটারের মাধ্যমে কার্যকর রাজস্ব সংগ্রহ পদ্ধতি স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা, অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনার জন্য পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন তৈরি করা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংগঠনের প্রতিনিধিদের দক্ষতা বৃদ্ধি করার কাজ চলমান আছে। এসকল কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য পরামর্শক সেবা ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট অপারেটর (আইএমও) ফর এমআইপি প্যাকেজের আওতায় আন্তর্জাতিক ৪৯ জনমাস ও দেশীয় ১৫২০ জনমাস নিয়োগের সংস্থান আছে । পরামর্শক সেবা প্রতিষ্ঠান ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট অপারেটর (আইএমও) সেবাখাতে এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ২০ জনমাস ও দেশীয় ১০৮৯.৩০ জনমাস ব্যবহার করা হয়েছে।

এছাড়া প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এন্ড ডিজাইন কনসালটেন্ট (পিএমডিসি) প্যাকেজের আওতায় মুহুরী সেচ প্রকল্পের ডিজাইন প্রণয়নের কাজ ও মুহুরী সেচ প্রকল্পের আলোকে গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প ও তিস্তা সেচ প্রকল্পে Field Visit করে Data ও অন্যান্য তথ্যাদি সংগ্রহ শেষে PMDC এর পরামর্শক দল কর্তৃক খসড়া সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। এসকল কাজ সুষ্ঠ ও সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এন্ড ডিজাইন কনসালটেন্ট (পিএমডিসি) প্যাকেজের আওতায় আন্তর্জাতিক ৮২ জনমাস ও দেশীয় ৪৯৮ জনমাস নিয়োগের সংস্থান রয়েছে । প্রজেক্ট

ম্যানেজমেন্ট এন্ড ডিজাইন (পিএমডিসি) সেবাখাতে এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ৫৫.১৮ জনমাস ও দেশীয় ৫০৮.৭৫ জনমাস ব্যবহৃত হয়েছে ।

পরামর্শক সেবা প্রতিষ্ঠান ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট অপারেটর (আইএমও) সেবাখাতে বর্তমানে আন্তর্জাতিক ০ ও দেশীয় ২৮ জন কর্মরত আছেন। অপরদিকে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এন্ড ডিজাইন (পিএমডিসি) সেবাখাতে বর্তমানে আন্তর্জাতিক ১ ও দেশীয় ১২ জন কর্মরত আছেন। ডিপিপি অনুযায়ী পরামর্শক বাবদ বরাদ্দ অর্থের ৫২% পরামর্শক বাবদ এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে। ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এন্ড ডিজাইন (পিএমডিসি) সেবাখাতে ৫৮৮৭.৩৬ লক্ষ টাকার সংস্থান আছে। তন্মধ্যে ফেব্রুয়ারী, ২০২০ পর্যন্ত ৩৬১৫.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা প্যাকেজের ৭৬ শতাংশ প্রায়। অপরদিকে,২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী, পরামর্শক সেবা প্রতিষ্ঠান ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট অপারেটর (আইএমও) সেবাখাতে ৫৬৫৮.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান আছে। তন্মধ্যে ফেব্রুয়ারী, ২০২০ পর্যন্ত ২৬৪৬.২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। যা প্যাকেজের ৫৯ শতাংশ প্রায়।

পানি ব্যবস্থাপনা দলগুলোর কাজে তদারকির জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা করা দরকার ও নির্দিষ্ট সময়েই পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রকল্পের অর্থনৈতিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে দেখা যায়, পরামর্শক সেবা প্রতিষ্ঠানের ফার্মারস ক্যানাল সিস্টেম ও বিদ্যুৎ বিতরণ লাইনের ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশনের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে প্রকল্পের কাজ পিছিয়ে গেছে কিংবা সংশোধনী আনতে হয়েছে।

৫.১.৭ প্রি-পেইড মিটার সংক্রান্ত

প্রকল্পের ৮৫০ টি স্কিমের অধিনে ৮৬০ টি প্রি-পেইড মিটারের সংস্থান রয়েছে। এর মধ্যে এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত ৮০ টি পাম্প বসানো হলে মাত্র ২৫টি মিটার স্থাপন করে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। সাব-স্টেশন ও বিদ্যুৎ বিতরণ লাইনের কাজে ধীর গতির কারণে খাল পুনঃখননের ফলে সেচের পানির সহজলভ্যতা থাকলেও তার কার্যকরী ব্যবহার নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। ফলে প্রকল্পটি নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন হওয়া নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। এতে প্রকল্পের অর্থনৈতিক উপযোগিতা বহুলাংশে হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৫.১.৮ ঋণ চুক্তি সংক্রান্ত

বৈদেশিক অর্থায়নকারী সংস্থা এডিবি-এর ঋণচুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে মূল প্রকল্প অনুমোদিত হয়। মূল ডিপিপি অনুমোদিত ঋণচুক্তি অনুযায়ী ভৌত নির্মাণ কাজে জিওবি খাতে ১০% সংস্থান না থাকায় মূলত ডিপিপি ১ম সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে এডিবির আবেদনের প্রেক্ষিতে জুলাই, ২০১৬ সালে প্রথমবার সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে বিস্তারিত ও সংশোধিত নকশা, বিভিন্ন সামগ্রীর দর বৃদ্ধি, প্রায় পাঁচ বছরের মুদ্রাস্ফীতি, সর্বনিম্ন দরদাতার উদ্ধৃত মূল্য, নতুন নকশা অনুযায়ী বিভিন্ন নতুন আইটেমের অন্তর্ভুক্তির কারণে ২য় সংশোধনীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে প্যাকেজ CW-04 এর ক্রয় পদ্ধতি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা, ভৌত কাজের দরবৃদ্ধি এবং ডলারের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে ব্যয় বৃদ্ধি, প্যাকেজ নং CW-06 এবং CW-07-এর নকশা প্রস্তুতের কাজ বিলম্বিত হওয়া, এডিবি কর্তৃক নির্ধারিত বরাদ্দ অপেক্ষা ১৩.৫ মিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত অর্থায়নের সম্মতি ও প্রকল্পটি জুন/২০২২ সালে সমাপ্তির জন্য PAM এ বর্ণিত ব্যয় বরাদ্দের তুলনায় অপ্রতুল বরাদ্দ, প্রশিক্ষণখাতে ঋণচুক্তি এর চেয়ে বেশি বরাদ্দ ইত্যাদি কারণে প্রকল্পের ২য় সংশোধন করা হয়েছে। ঋণ চুক্তি জনিত এ জটিলতার কারণে প্রকল্পের সময় বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫.১.৯ সেচকার্য সংক্রান্ত

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার তথ্য মতে, বিদ্যুৎ বিল, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ইত্যাদি বিশ্লেষণপূর্বক প্রতি একর ২১০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে যা জোনাল প্রকৌশলীর নেতৃত্বে জেলাপর্যায়ের ও মন্ত্রণালয়ের সদস্যের ও কৃষক প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত Implementation Co-Ordination Committee-র মাধ্যমে অনুমোদিত হয়। প্রকল্প এলাকায় প্রকল্প

গ্রহণের পূর্বে সেচ প্রদানের জন্য প্রতি একরে ৫০০০ টাকা খরচ পড়ত কিন্তু বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় সেচ প্রদানের জন্য প্রতি একরে ২১০০ টাকা খরচ নির্ধারণ করা হয়েছে।

যদিও বাংলাদেশের অন্যান্য চলমান সেচ প্রকল্পের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সেচ পানির নির্ধারিত মাশুল বিএডিসি কর্তৃক নির্ধারিত ২ কিউসেক পাম্পের জন্য ২৩,০০০.০০/বছর। অর্থাৎ প্রতি একরে ৪৬০.০০ টাকা ধার্য্য করেছে। অন্যদিকে বরেন্দ্র বহুমুখী সেচ প্রকল্পে ১০০-১৪০ টাকা/ঘন্টা স্থানভেদে নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে গড়ে ৫৭৬ টাকা প্রতি একরে সেচের জন্য কৃষকের খরচ হয়; যা সংশোধিত মুহুরী সেচ প্রকল্পের (প্রতি একর ২১০০ টাকা) নির্ধারিত চার্জের চেয়ে অনেক কম প্রতীয়মান হয়। এছাড়া প্রকল্পটি যেহেতু পিপিপি'র ভিত্তিতে বেসরকারী সেচ ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন গ্রুপ পরিচালিত করবে, সেহেতু বাপাউবো কর্তৃক নির্ধারিত সেচকার্যে ব্যবহৃত পানির মূল্যটি চুড়ান্ত নাকি তা বেসরকারীভাবে পুনর্বিন্যাস হবে সে ব্যাপারে স্পষ্ট নীতিমালা থাকা দরকার। সেচের পানির মূল্য নির্ধারণ বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেওয়া হলে তা প্রকল্পের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ সেক্ষেত্রে স্থানীয় প্রভাবশালীদের সেচের পানির চার্জ নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

৫.১.১০ প্রকল্প বিলম্ব হওয়া সংক্রান্ত

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কেআইআই'র তথ্য মতে, প্রকল্পের সময়ক্ষেপণের বিষয়ে জানা যায়, Detailed Design প্রণয়ন সংক্রান্ত পরামর্শক নিয়োগে ২ বছর এবং নকশা প্রণয়নে আরও ২.৫ বছর লেগেছে। এর কারণে প্যাকেজ ৪, ৫, ৬, এর Estimate প্রস্তুত করতে ৪.৫ বছর লেগেছে। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠে যে, ডিপিপি প্রণয়নের সময় কেন এ ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হল না। আবার প্রকল্প অফিস হতে জানা যায়, ২০১৮ সালেই প্রায় ৮০ টি পাম্প স্থাপন সম্পন্ন হলেও বিদ্যুৎ সংযোগের অভাবে তা চালু করা সম্ভবপর হয়ে উঠে নি। কারণ হিসেবে জানা যায়, ভূমি অধিগ্রহণ ও সাব-স্টেশন নির্মাণে দীর্ঘসূত্রিতার ফলে এই বিলম্ব। বিদ্যুৎ সংযোগের সুরাহা না করে কেন পাম্প স্থাপনের মাধ্যমে এভাবে দীর্ঘসময় ফেলে রাখা হয়েছে। এতে পাম্পের কার্যকারিতা তথা প্রকল্পের অর্থনৈতিক উপযোগিতা কমে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয় কিনা তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ভেবে দেখা দরকার।

৫.১.১১ প্রকল্প শেষে খাল, স্লুইস, ফার্মারস ক্যানাল, পাম্প হাউসের রক্ষণাবেক্ষণ ও কার্যকারিতা টেকসই করতে বাস্তবভিত্তিক উদ্যোগ দরকার। প্রকল্প সমাপ্তের পরে অঙ্গাগুলি যেন তদারকির অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা কার্যকারিতা না হারায় সেজন্য যথাযথ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

৫.১.১২ কমিউনিটি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বনায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই বিস্তৃত এলাকায় আরো বেশি করে বনায়ন করার প্রয়োজন;

৫.১.১৩ স্থানীয় উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে নানারকম ফসলের আবাদের মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা যাতে পানি সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়;

৫.১.১৪ পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলো যাতে অধিক হারে গরীব কৃষকদের কাছ থেকে পানির মূল্য নিতে না পারে তার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা দরকার;

৫.১.১৫ পানির ব্যবহারে প্রতি শতাংশ জমির জন্য পানির ব্যবহারের চার্জ অধিক হলে তা প্রান্তিক কৃষকের জন্য কষ্টসাধ্য হবে;

৫.১.১৬ প্রকল্পের খালগুলোতে স্থানীয় মানুষজন ময়লা আবর্জনা ফেলার ফলে খালের কার্যকারিতা হ্রাস;

৫.১.১৭ এ প্রকল্পে উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসনে বর্তমান ব্যবহৃত পদ্ধতি মাটি ভরাটের মাধ্যমে করা হয় যা উপকূলীয় বাধেঁর ঢাল সংরক্ষণে' কংক্রিট ব্যবহারের চেয়ে অনেকাংশে কম ব্যয়বহুল। এখানে প্রতি কিমি বাঁধ পুনর্বাসনে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৩০.৬৪ লক্ষ টাকা এবং ঢাল সংরক্ষণে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে গাছ রোপনের মাধ্যমে। কিন্তু 'উপকূলীয় বাধেঁর ঢাল সংরক্ষণে' কংক্রিট ব্যবহারের ফলে এই ব্যয় প্রতি কিমিতে ঢাল ভেদে কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। যদিও টেকসই বাঁধ উন্নয়নের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদে এই ব্যয় অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে বলে প্রতীয়মান হয়।

৫.১.১৮ পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোতে দায়িত্বশীল উপকারভোগী কৃষকদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার এবং পানি ব্যবস্থাপনা দল/সংগঠন গঠনে সমাজের সকলের অংশগ্রহণেই তা করা উচিত;

৫.১.১৯ নির্মিত অবকাঠামাগুলোর দীর্ঘমেয়াদি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে স্থানীয় জনগণ ও জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা উচিত;

৫.১.২০ কাজের গুণগুত মানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীরা মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। সরেজমিন ও কেআইআই থেকেও কাজের মান নিয়ে জানা গেছে। বারিড পাইপ লিক করা, খালপাড়ে স্থাপনা নির্মাণের ফলে মাটি ধ্বস ও খাল ভরাট হওয়া, খালের পানিতে আবর্জনা ফেলে দুষিত করা ইত্যাদি অবলোকন করা গিয়েছে। কাজের গুণগত মান পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরি টেস্ট রিপোর্ট থাকা জরুরী। এ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকায় তা সম্ভবপর হয়ে উঠে নি।

৫.১.২১ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি হতে জানা যায় যে, প্রকল্পে ৪ বছরের অডিট সম্পন্ন হয়েছে। অডিটে কোন আপত্তি নেই।

৫.১.২২ বর্তমান প্রকল্পের ফলে জীববৈচিত্রের উপর প্রভাব ব্যাপকভাবেই পড়েছে। বিশেষ স্বাদু পানির প্রাকৃতিক মাছ চাষের ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হবে বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ পানির সহজলভ্যতা প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে উঠা মাছের বিচরণের জন্য মুহুরী প্রকল্প সংশ্লিষ্ট জলাশয় নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে।

৫.১.২৩ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর স্থানীয় পর্যায়ে প্রকৌশলীদের কাজের গতিশীলতা আনয়ন ও প্রকল্পটি নির্দিষ্ট সময়ে ও দক্ষতার সাথে সময়মত সম্পন্ন করার জন্য শূন্য পদে নিয়োগ দিয়ে দক্ষ জনবল বৃদ্ধি করা;

৫.১.২৪ প্রকল্পের এ পর্যন্ত ৬টি পিআইসি ও পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যদিও একটি প্রকল্পে কতগুলো এ ধরণের সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং কত সময় পর পর অনুষ্ঠিত হবে তা নির্ধারিত থাকে; কিন্তু বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি হতে জানা যায় যে, কতগুলো সভা অনুষ্ঠিত হবে সে ব্যাপারে কোনো লক্ষমাত্রা নির্ধারিত ছিল না এই সেচ প্রকল্পে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমীক্ষার পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা

প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহের অগ্রগতি ও কার্যকারিতা বিবেচনায় রেখে এবং প্রকল্পের সামগ্রিক 'সবল-দুর্বল-সুযোগ-ঝুঁকি' বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশমালা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

৬.১ সুপারিশমালা

৬.১.১ স্বল্পমেয়াদি সুপারিশমালা

ক) পানি ব্যবস্থাপনা দলগুলোতে দায়িত্বশীল উপকারভোগী কৃষকদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে; (৫.১.১৮ অনু.)

খ) ঠিকাদারদের নির্দিষ্ট সময়ে কাজ সমাপ্ত করার তাগিদ দিয়ে সময়মত কাজ সম্পন্ন করার জন্য মাঠপর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জনবল বৃদ্ধি ও WMO-র সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা দরকার; (৩.৫.২.৮ অনু.)

গ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সেচের পানির নির্ধারিত মূল্য বর্তমানে প্রতি একরে ২১০০ টাকা হলেও বেসরকারী পানি ব্যবস্থাপনা দল যাতে পানির চার্জ বৃদ্ধি না করতে পারে সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা দরকার। বেসরকারী পানি ব্যবস্থাপনা দল কর্তৃক পানির অধিক মূল্য নির্ধারণ কৃষককে ফসল চাষে নিরুৎসাহিত করতে পারে; (৫.১.৯ অনু.)

ঘ) কমিউনিটি সম্পদ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে সংশ্লিষ্ট এলাকার উপকূলীয় বাঁধ ও খালগুলোর দুই পাশের ডাইকে শক্ত শেকড় ও গভীর মূল বিশিষ্ট বৃক্ষ রোপন ও বনায়ন করা যেতে পারে; (৩.৫ অনু.)

ঙ) দরপত্র প্রক্রিয়াতে একমাত্র অংশগ্রহণ এড়ানোর জন্য দরপত্রের নথিতে সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা, আর্থিক মানদণ্ড, নির্দিষ্ট দরপত্রের ক্ষমতা বিবেচনা করা যেতে পারে। নন-রেসপনসিভ দরপত্র এড়াতে দরপত্র প্রস্তুত করার কৌশলটিকে ফোকাস করে প্রাক-দরপত্র সভার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। (অনু. ৫.১.৫)

চ) ডিজাইন মোতাবেক খালগুলোর গভীরতা রক্ষার্থে জমাটবদ্ধ পলি বা স্থানীয় মানুষের ফেলা ময়লা আবর্জনা অপসারণ করে পানির প্রবাহ সঠিক রাখা প্রয়োজন; (৩.৮ অনু.)

ছ) বাপাউবো-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারদের নির্মিত অবকাঠামোগুলোর (বিশেষকরে খননকৃত খাল পাড়ের মাটি ধ্বস, পাম্প হাউসগুলোর সংরক্ষণ কাজ, বারিড পাইপের লিক/বিনষ্ট হওয়া) নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে কোথাও কোন ধরনের ক্ষতি হলে সাথে সাথেই তা মেরামতের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন; (৩.৭ ও ৫.১.৩ অনু.)

জ) প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্যাদি সম্পন্ন করা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা গোষ্ঠীকে দায়িত্ব দিয়ে ক্ষমতায়িত করা যেতে হবে; (৩.৮ ও ৩.১০ অনু.)

৬.১.২ দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশমালা

৬.১.২.১ প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত

ক) সেচ সুবিধার আওতায় শুষ্ক মৌসুমে আরও অধিক ভূমিকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে ফার্মার ক্যানাল সিস্টেমের দৈর্ঘ্য ও সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে; (৩.৭ অনু.)

খ) জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নানামুখী প্রাকৃতিক দূর্যোগে যাতে নির্মিত বাধঁ ও অন্যান্য স্থাপনাগুলো সঠিকভাবে তদারকির অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কম হয় এবং টেকসই করা যায়, সেজন্য স্থানীয় জনগণকে এর পুনর্বাসন ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত করা যেতে পারে; (৩.৭ অনু.)

গ) শুষ্ক মৌসুমে প্রয়োজনের তুলনায় নদীগুলোর পানিপ্রবাহ অনেক কম থাকে। প্রয়োজনে জলাধার সৃষ্টি করে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে; (৩.৬ অনু.)

ঘ) বর্ষাকালে অধিক বৃষ্টিপাতের সময় জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে পানি নিষ্কাশনের নিমিত্ত ভবিষ্যৎ প্রকল্পের জন্য সমীক্ষার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিয়ন্ত্রণযোগ্য আউটলেট নির্মাণ করা যেতে পারে; (৩.৫ অনু.)

৬.১.২.২ সার্বিক সুপারিশমালা

ক) উপকূলীয় বাঁধ দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসইকরণের লক্ষ্যে কংক্রিট ব্লক দিয়ে ঢাল সংরক্ষণ করা যেতে পারে; (৫.১.১৬ অনু.)

ঘ) ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে বেসলাইন সমীক্ষাপূর্বক যথাযথ ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে ডিপিপি প্রণয়ন করা উচিত যাতে ত্রুটিপূর্ণ ডিপিপি'র কারণে প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজন না পড়ে; (৫.১.১ অনু.)

গ) 'বঙ্গবন্ধু শিল্প পার্ক'র জন্য সুপেয় পানির যোগান মুহুরী সেচ প্রকল্প থেকে পূরণ করতে চাইলে এখনই কার্যকরী পরিকল্পনা নিতে হবে যাতে সেচ প্রকল্পের পানির প্রাপ্যতায় সমস্যার সৃষ্টি না হয়; (৪.৪ অনু.)

৬.২ উপসংহার

"ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফর মুহুরী ইরিগেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধন)"-শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নতুন করে প্রায় ৩,০০০ হেক্টর জমিতে কার্যকরভাবে চাষাবাদ সম্ভব হবে। এছাড়াও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, উপকূলীয় ভাঙ্গন রোধ ও গ্রামীণ জনপদে সেচ অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে সুবিধাভোগী জনগণের জীবনমানে পরিবর্তন আসবে। শুষ্ক মৌসুমে লোনা পানি প্রবেশের হার একেবারেই হ্রাস পাবে। ফলে পানিতে লবণাক্ততা থাকবে না যা স্বাদু পানির মাছ চাষের জন্য উপযোগী হবে এবং ফসলের পাশাপাশি মাছের উৎপাদনশীলতাই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। সারাবছর পানির সংস্থান হওয়ায় ফসলের নিবিড়তা বেড়ে যাবে। ফলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বেগবান হবে। এভাবে দরিদ্রতা হ্রাসের মাধ্যমে অদূর ভবিষ্যতে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে এই প্রকল্প অপরিসীম ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

***

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

"ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফর মুহুরী ইরিগেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)"
উপকারভোগীদের জন্য সমীক্ষার প্রশ্নমালা

আমার নাম .....।

আমি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক নিয়োগকৃত ইস্কার্ফ কনসালটিং সার্ভিসেস নামক সংস্থা থেকে এসেছি। আপনাদের এলাকায় বাস্তবায়নাধীন **"ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফর মুহুরী ইরিগেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধন)"**-শীর্ষক একটি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার উদ্দেশ্যে আমাদের নিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্পটি ২০১৪-২০২২ মেয়াদে বাংলাদেশ সরকার ও এডিবি'র অর্থায়নে ৫৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বাস্তবায়ন করছে এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এ সমীক্ষা পরিচালনা করছে।

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা কিংবা কোনোরূপ ত্রুটি বা সমস্যা আছে কিনা সমীক্ষায় তা গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে যাতে ভবিষ্যতে এইরূপ প্রকল্প আরো সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা যায়। আপনার দেওয়া তথ্য কেবলমাত্র এ সমীক্ষার প্রতিবেদন তৈরিতে ব্যবহার করা হবে এবং আপনার পরিচয় গোপন রাখা হবে। এই সমীক্ষা থেকে কেউ ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তবে সার্বিকভাবে সকলের কল্যাণ হবে।

সমীক্ষা কাজে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য আপনাকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি।

তথ্য সংগ্রহকারীদের নির্দেশনা

১. উত্তরদাতাদের অনুমতি নেওয়া;
২. উত্তরদাতাদের পরিচয় গোপন রাখা হবে এটা নিশ্চিত করা;
৩. নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণনা করা;

ক. উত্তরদাতার সাধারণ পরিচিতি			
১.১	নাম:		
১.২	পিতার/স্বামীর নাম:		
১.৩	গ্রামের নাম:		
১.৪	ইউনিয়ন:		
১.৫	উপজেলা:		
১.৬	জেলা:		
১.৭	আপনার বয়স কত?	..... বছর	
১.৮	লিঙ্গ:	[কোড: ১ = মহিলা; ২ = পুরুষ;]	
১.৯	পরিবারের সদস্য সংখ্যা কত?	..... জন	

১.১০	আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা (টিক চিহ্ন দিন)	১=নিরক্ষর; ২=কেবলমাত্র নাম সই করতে পারেন; ৩=লিখতে ও পড়তে পারেন; ৪=বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পাশ; ৫=মাধ্যমিক পাশ; ৬=উচ্চমাধ্যমিক পাশ; ৭=স্নাতক/তদূর্ধ্ব	
১.১১	মোবাইল নম্বর:		
খ. উত্তরদাতার আর্থ-সামাজিক তথ্যাদি			
২.১	আপনার প্রধান পেশা কি? (টিক চিহ্ন দিন)	পেশা: ১=কৃষি; ২=চাকরী; ৩=ব্যবসা; ৪=কৃষি মজুর; ৫=মৎস্যচাষী, ৬=রিক্সা/ভ্যান/ঠেলাগাড়ি; ৭=লঞ্চ/নৌকা/অটোরিক্সা/চার্জার গাড়ি/ট্রাক/বাস/অন্যান্য বড় গাড়ির ড্রাইভার; ৮=কুটির শিল্প/কামার/কুমার/তাঁতী; ৯=ক্ষুদ্র উদ্যোগতা (পোল্ট্রি, রাইসমিল/স'মিল মালিক/ইটভাটা; ১০= শিক্ষক; ১১=অন্যান্য (যদি থাকে) উল্লেখ করুন;	
২.২	বাড়ির অবস্থান (টিক চিহ্ন দিন)	১=নিজস্ব বাড়ি; ২=বাঁধের উপরে; ৩= আশ্রয়ানে; ৪=অন্যান্য (লিখুন)	
গ. প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বিষয় সম্পর্কিত তথ্যাদি			
অঙ্গ-১	**উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন সংক্রান্ত তথ্যাদি**		
৩.১	আপনি কি মনে করেন উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়েই সম্পন্ন হয়েছে/হবে? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানি না]		
৩.২	উপকূলীয় বাঁধটির পুনর্বাসন কাজের ফলে আপনি কি উপকৃত হয়েছেন? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানি না]		
৩.৩	উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসনের কাজ শুরুর পর ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কি নিয়মিত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানি না]		
৩.৪	উপকূলীয় বাঁধটির পুনর্বাসন কাজের মান নিয়ে কি আপনি সন্তুষ্ট? [কোডঃ ১=খুব সন্তুষ্ট, ২=সন্তুষ্ট, ৩=মোটামুটি সন্তুষ্ট, ৪=একেবারেই সন্তুষ্ট নয়]		
অঙ্গ-২	**স্লুইস পুনবার্সন সংক্রান্ত তথ্যাদি**		
৪.১	২০১৫ সালের আগে স্লুইসের অবস্থা কেমন দেখেছেন? [কোডঃ ১=ভালো; ২=প্রায় অকেজো, ৩=একেবারেই অচল]		
৪.২	আপনি কি মনে করেন স্লুইস পুনর্বাসন প্রক্রিয়াতে অধিক সময় লেগেছে? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানি না]		
৪.২.১	হ্যাঁ হলে, কেন অধিক সময় লেগেছে বলে মনে করেন? [কোড: ১= ঠিকাদারের কাজে গড়িমসি, ২=সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তদারকীর অভাব, ৩=আবহাওয়া বা ঋতু জনিত সমস্যা, ৪=এলাকাবাসীর অসহযোগিতা, ৫=মজুরি কম হওয়ায় শ্রমিক সংকট, ৬= যন্ত্রপাতি অকেজো হওয়া, ৭=পরিবহন জনিত সমস্যা, ৮=অন্য কিছু হলে উল্লেখ করুন;] (একাধিক উত্তর হতে পারে)		
৪.৩	আপনি কি মনে করেন স্লুইসটির পুনর্বাসনের ফলে আপনার কোনো উপকার হবে? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানি না]		
অঙ্গ-৩	**স্লুইস নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যাদি**		
৫.১	স্লুইস নির্মাণে ব্যবহার করা উপাদানের গুণগত মান কেমন? [কোডঃ ১= খুবই ভালো, ২= ভালো, ৩=মোটামুটি, ৪=ভালো নয়;]		
৫.২	স্লুইসগুলো নির্মাণের ফলে পানির ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে করা সম্ভব হবে বলে কি আপনি মনে করেন? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানি না]		
৫.৩	আপনি কি মনে করেন স্লুইসটির নির্মাণ নির্দিষ্ট সময়ে ও সঠিক উপায়ে সম্পন্ন হয়েছে/হবে? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানি না]		
৫.৪	প্রকল্পের এই কাজটি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ তদারকি কীভাবে করছেন? [কোড: ১=নিয়মিত আসেন, ২= কম আসেন, ৩=অনেক কম আসেন, ৪=একেবারেই আসেন		

	না]	
অঙ্গ-৪	**পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো পুনর্বাসন সংক্রান্ত তথ্যাদি**	
৬.১	আপনি কি মনে করেন পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রক্রিয়াতে অধিক সময় লাগছে? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানি না]	
৬.১.১	হ্যাঁ হলে, কেন লাগছে বলে আপনি মনে করেন? [কোড: ১= ঠিকাদারের কাজে গড়িমসি, ২=সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তদারকীর অভাব, ৩=আবহাওয়া বা ঋতু জনিত সমস্যা, ৪=এলাকাবাসীর অসহযোগিতা, ৫=মজুরি কম হওয়ায় শ্রমিক সংকট, ৬= যন্ত্রপাতি অকেজো হওয়া, ৭=পরিবহন জনিত সমস্যা, ৮=অন্য কিছু হলে উল্লেখ করুন;] (একাধিক উত্তর হতে পারে)	
৬.২	প্রকল্পের এই কাজটি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাগণ তদারকি কীভাবে করছেন? [কোড: ১=নিয়মিত আসেন, ২= কম আসেন, ৩=অনেক কম আসেন, ৪=একেবারেই আসেন না]	
অঙ্গ-৫	**পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যাদি**	
৭.১	পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণে ব্যবহার করা নির্মাণ উপাদানের মান কেমন বলে আপনি মনে করেন? [কোড: ১=খুবই ভালো, ২=ভালো, ৩=মোটামুটি, ৪=ভালো নয়, ৫=বলতে পারছি না]	
৭.২	প্রকল্পের এই কাজটি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাগণ তদারকি কীভাবে করছেন? [কোড: ১=নিয়মিত আসেন, ২= কম আসেন, ৩=অনেক কম আসেন, ৪=একেবারেই আসেন না]	
৭.৩	আপনি কি মনে করেন এটি নির্মিত হলে উপকৃত হবেন? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানি না]	
৭.৪	পানি নিমন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শুরুর পর ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কি নিয়মিত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানি না]	
অঙ্গ-৬	**খাল পুনঃখনন সংক্রান্ত তথ্যাদি**	
৮.১	খাল পুনঃখননের পূর্বে অবস্থা কেমন ছিল? [কোডঃ ১=ভরাট হয়ে গিয়েছিল, ২=অধিক ভরাট ছিল না, ৩=পানির প্রবাহ সচল ছিল;]	
৮.২	খাল পুনঃখননের ফলে উদ্ভূত মাটি কি সঠিক উপায়ে পাড়ে ফেলা হচ্ছে? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানি না]	
৮.৩	খাল পুনঃখননের ফলে খালে পানির প্রবাহ ২০১৫ সালের পূর্বের তুলনায় বেড়েছে কিনা? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানি না]	
৮.৪	খাল পুনঃখননের বর্তমান অবস্থা কী? [কোডঃ ১=খনন সঠিক উপায়ে হচ্ছে, ২=আগের মতই আছে, ৩=খননকৃত মাটি পুনরায় খালে গিয়ে পড়ে ভরাট হয়ে যাচ্ছে, ৪= খালের গভীরতা ঠিক নেই। ৫=অন্যান্য নির্দিষ্ট করুন...।	
অঙ্গ-৭	**ফার্মার ক্যানাল সিস্টেম সংক্রান্ত তথ্যাদি**	
৯.১	ফার্মার ক্যানাল সিস্টেমের ফলে আপনি কি উপকৃত? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানি না]------না, হলে কেন নয়?	
৯.২	আপনি কি মনে করেন ফার্মার ক্যানাল সিস্টেম তৈরি নির্দিষ্ট সময়েই সম্পন্ন হয়েছে/হবে? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানি না]	
৯.২.১	না হলে, কেন হবে না বলে মনে করেন? [কোড: ১= ঠিকাদারের কাজে গড়িমসি, ২=সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তদারকীর অভাব, ৩=আবহাওয়া বা ঋতু জনিত সমস্যা, ৪=এলাকাবাসীর অসহযোগিতা, ৫=মজুরি কম হওয়ায় শ্রমিক সংকট, ৬=যন্ত্রপাতি অকেজো হওয়া, ৭=পরিবহন জনিত সমস্যা, ৮=অন্য কিছু হলে উল্লেখ করুন;] (একাধিক উত্তর হতে পারে)	
অঙ্গ-৮	**বিদ্যুতায়ন বিলিকরণ লাইন সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ**	
১০.১	বিদ্যুৎ বিতরণ লাইনের এখন কি অবস্থা? [কোডঃ ১=পাম্পগুলোতে বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিয় হয়েছে, ২=সংযোগের কাজ খুবই ধীর গতিতে চলছে, ৩=এখনও শুরুই হয় নি।]	
১০.২	পাম্প হাউসগুলোতে কি নিয়মিত বিদ্যুৎ থাকে? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানি না]	
১০.৩	আপনি কি মনে করেন বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন তৈরি নির্দিষ্ট সময়েই সম্পন্ন হবে? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানি না]	

১০.৩.১	না হলে, কেন হবে না বলে মনে করেন? [কোড: ১= ঠিকাদারের কাজে গড়িমসি, ২=সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তদারকীর অভাব, ৩=আবহাওয়া বা ঋতু জনিত সমস্যা, ৪=এলাকাবাসীর অসহযোগিতা, ৫=মজুরি কম হওয়ায় শ্রমিক সংকট, ৬=যন্ত্রপাতি অকেজো হওয়া, ৭=পরিবহন জনিত সমস্যা, ৮=অন্য কিছু হলে উল্লেখ করুন;] (একাধিক উত্তর হতে পারে)	
অঙ্গ-৯	**স্কিম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ**	
১১.১	স্কিম ব্যবস্থাপনা, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দক্ষ জনবল তৈরিতে কোনো প্রকার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানি না]	
১১.২	প্রাইভেট সেচ ব্যবস্থাপনা দলগুলোর (IMO) কাজে আপনি কি সন্তুষ্ট? [কোডঃ ১=খুব সন্তুষ্ট, ২=সন্তুষ্ট, ৩=মোটামুটি সন্তুষ্ট, ৪=একেবারেই সন্তুষ্ট নয়]	
১১.৩	আপনি কি মনে করেন প্রাইভেট সেচ ব্যবস্থাপনা দল নিয়োগের মাধ্যমে স্কিম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সঠিকভাবে সম্পন্ন হবে? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানি না]	
১১.৩.১	না হলে, কেন হচ্ছে না বলে মনে করেন?	
১১.৪	পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে আপনি স্মার্ট কার্ড ব্যবহার করেন কিনা? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]	
১১.৫	স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে পানির সংস্থানে কোন প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন কিনা? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না] হ্যাঁ হলে, তা কী ধরণের সমস্যা উল্লেখ করুন।	
১১.৬	প্রিপেইড কার্ডগুলো রিচার্জ করার ক্ষেত্রে আপনি কি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না] হ্যাঁ হলে, তা কী ধরণের সমস্যা উল্লেখ করুন।	
১১.৭	পানি ব্যবস্থাপনা সংস্থা (WMO) যেমন, পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ (WMG), পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন (WMF), পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন (WMA) সমন্বয়ে প্রাইভেট সেচ ব্যবস্থাপনা দলগুলো (IMO) গঠিত হয়েছে কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানি না]	
১১.৮	কৃষকদের নিজেদের মধ্যে অথবা কৃষক ও বেসরকারী সেচ ব্যবস্থাপনা দলের মধ্যে সেচ সংক্রান্ত সমস্যার সৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে পানি ব্যবস্থাপনা সংস্থাগুলো সমস্যার সমাধানে কোনো ধরনের ভূমিকা পালন করছে কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানি না]	
	ঘ. প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ভূমিকা সংক্রান্ত তথ্যাদি	
শাখা-১	**সংশ্লিষ্ট এলাকায় পরিবেশগত অবস্থার তথ্যাদি**	
১২.১	চলমান এই প্রকল্পের ফলে আপনি কি মনে করেন পরিবেশ ও প্রতিবেশের কোনোভাবে ক্ষতি হচ্ছে? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানি না]	
১২.১.১	হলে তা কীভাবে? [কোড: ১= প্রাকৃতিক বন ধ্বংস, ২ = প্রাকৃতিক জলাশয় ক্ষতিগ্রস্ত, ৩ = অপরিকল্পিত মাটি খনন, ৪ = গাছপালা বিনষ্ট, ৫ = নির্মাণের পর অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় উপাদান ফেলে রেখে পরিবেশ দূষণ, ৬ = অন্যান্য]	
১২.২	এই প্রকল্প নেওয়ার আগে জলাধারের পানিতে কি লবনাক্ত প্রবেশ করেছিল? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানি না]	
১২.২.১	উত্তর হ্যাঁ হলে, এই প্রকল্পের ফলে আপনি কি মনে করেন পানির লবনাক্ততা হ্রাস পাবে? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানি না]	
১২.২.২	উত্তর না হলে কেন পাবে না? [কোডঃ ১ = পর্যাপ্ত বাধঁ নির্মাণ করা হয় নি, ২ = বাঁধ নির্মাণে ত্রুটি রয়েছে, ৩ = স্লুইস বা পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামোতে সমস্যা, ৪ = অন্যান্য]	
শাখা-২	**সেচ পানির প্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি**	
১৩.১	আপনি কি আপনার কৃষি জমিতে সেচ প্রদান করেন? [কোডঃ ১=হ্যাঁ; ২=না;]	
১৩.২	আপনার জমিতে সেচের পানির উৎস কি? [কোড: ১= মুহুরী সেচ প্রকল্প, ২=প্রকল্প বহির্ভূত অন্য কোন উৎস হতে, ৩=নদী/খাল, ৪=গভীর নলকুপ, ৫=অগভীর নলকুপ, ৬=অন্য উৎস (উৎসের নাম বলুন)----------]	
১৩.৩	২০১৪ সালের তুলনায় বর্তমানে মুহুরী সেচ প্রকল্পের পানি সরবরাহে কোন পরিবর্তন অর্থাৎ বেড়েছে কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]	
১৩.৪	যদি পরিবর্তন হয়ে থাকে, তাহলে পানি সরবরাহে কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে?	

	[কোড: ১=পানি সরবরহের পরিমাণ খুব বেশী বেড়েছে, ২=বেশী পরিমাণ বেড়েছে, ৩=মোটামোটি বেড়েছে, ৪=অল্প পরিমাণ বেড়েছে, ৫=পানি সরবাহ কমেছে, ৬=পানি সরবরাহ পূর্বের ন্যায় অপরিবর্তিত রয়েছে]	
১৩.৫	প্রকল্প পুনর্বাসনের ফলে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি প্রাপ্তি সকলের জন্যই নিশ্চিত হয়েছে কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানি না]	
১৩.৬	যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহলে নিশ্চয়তার পরিমাণ কেমন? [কোড: ১=সারা বছর যথেষ্ট পরিমাণ পানি সরবরাহ থাকে, ২=মাঝে মধ্যে থাকে মাঝে মধ্যে থাকে না, ৩=অধিকাংশ সময়ই পানি সরবরাহ থাকে না]	
১৩.৭	পানি ব্যবস্থাপনা দল/পানি ব্যবস্থাপনা সমিতি আপনাদের থেকে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নিধারিত অর্থের অধিক টাকা চার্জ করে কি-না? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]	
শাখা-৩	**ফসল উৎপাদন, মৎস্য চাষ ও উৎপাদনশীলতা সংক্রান্ত তথ্যাদি**	
১৪.১	সেচ ব্যবস্থার আধুনিকায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করেন কী? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানি না]	
১৪.১.১	না পেলে তার কারণ কি? [কোড: ১=জমি নিচু হওয়ার কারণে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়, ২=সারা বছর সমান হারে পানি পাওয়া যায় না, ৩=সরবরাহ ড্রেনের পানির সরবরাহ ক্ষমতা কম থাকে, ৪=পাম্পের দক্ষতার অভাবে পানি সরবরাহ কম থাকে, ৫=অন্য কোন কারণ---------- (উল্লেখ করুন)]	
১৪.২	সেচ সুবিধা বৃদ্ধির কারণে ফসল উৎপাদনে ভিন্নতা এসেছে কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানি না]	
১৪.২.১	যদি ভিন্নতা এসে থাকে তাহলে কি ধরনের ভিন্নতা এসেছে? [কোড: ১=রবি শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, ২=উচ্চফলনশীল জাতের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে, ৩=শাক সবজির উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, ৪=গমের উৎপাদন বৃদ্ধি পেছেছে, ৫=ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, ৬= অন্য কোন ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে--][একের অধিক উত্তর হতে পারে]	
১৪.৩	চলমান প্রকল্পের নদী বা খালগুলোতে মাছ পাওয়া যায় কিনা?[কোড:১=হ্যাঁ,২=না,৩=জানি না]	
১৪.৪	বর্তমানে পূর্বের চেয়ে মাছচাষের ভূমি বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানি না]	
১৪.৫	নদী ও খালের ফলে প্রকল্প এলাকায় মাছের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করেন কী? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানি না]	
শাখা-৪	**সবল ও দুর্বল দিক সংক্রান্ত তথ্যাদি**	
১৫.১	প্রকল্পের নির্মাণ ও পুনর্বাসন কাজের তিনটি সবল/ভালো দিক উল্লেখ করুনঃ	
১৫.২	প্রকল্পের নির্মাণ ও পুনর্বাসন কাজের তিনটি দুর্বল/ত্রুটি উল্লেখ করুনঃ	
১৫.৩	প্রকল্পের কোন ধরনের ঝুঁকি থাকলে তা উল্লেখ করুনঃ	
১৫.৪	প্রকল্পের ফলে কী কী ধরনের সুযোগ পাওয়া যেতে পারে?	
১৫.৫	প্রকল্পটিকে টেকসই ও অধিক কার্যকরী করতে আপনার কোন মতামত আছে কিনা? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না] উত্তর হ্যাঁ হলে তা তুলে ধরুন।	

১. তথ্য সংগ্রহকারীর নামঃ	স্বাক্ষরঃ
মোবাইল নম্বরঃ	তারিখঃ
২. সুপারভাইজারের নামঃ	স্বাক্ষরঃ
মোবাইল নম্বরঃ	তারিখঃ

উত্তরদাতার আইডি নং- | | | | |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

"ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফর মুহুরী ইরিগেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)"
উপকারভোগীদের সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) গাইডলাইন
নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার উদ্দেশ্য

(তথ্য সংগ্রহের পূর্বে নিম্নলিখিত ভূমিকাটি ব্যাখ্যা করুন)

মুহুরী সেচ প্রকল্পের আধুনিকায়ন ও প্রকল্প সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন ও দরিদ্রতা দূরীকরণ এবং গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প ও তিস্তা প্রকল্পের অনুরূপ উন্নয়নের নিমিত্ত "ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফর মুহুরী ইরিগেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)"-শীর্ষক প্রকল্প এলাকায় ৪০৫ কিমি খাল পুনঃখনন, ১৭.৮৫ কিমি উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ, ২টি স্লুইস নির্মাণ, ৪টি স্লুইস পুনর্বাসন, ৪টি পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ, ৩টি পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনর্বাসন, ১টি বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন নির্মাণ, ২১০ কিমি বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন, ১৮০০০ হেক্টর ফার্মার ক্যানেল সিস্টেম নির্মাণ, ৮৫০টি স্কিম সংখ্যা, ৮৫০টি পাম্প হাউস, ৮৫০টি হেডার ট্যাঙ্ক, ৮৯০টি পাম্প নির্মাণ, ৮৬০টি প্রিপেইড মিটার সরবরাহ ও ৮৫০ কিমি ইউপিভিসি পাইপ লাইন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি যাতে সুষ্ঠুভাবে যথাযথ সময়ে সমাপ্ত হয়, কাজের গুণগত মান বজায় থাকে এবং প্রকল্প সংলগ্ন এলাকার জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখে সে জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অন্তুর্ভুক্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে এই প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ফোকাস গ্রুপ আলোচনার ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহের নির্দেশিকা	
তারিখ:	
আলোচনার স্থান:	
গ্রাম:	
ইউনিয়ন:	
উপজেলা:	
জেলা:	
সংগঠকের নাম:	
সহায়তাকারীর নাম:	
তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:	
অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা:	

১.	**"ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফর মুহুরী ইরিগেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)" বর্তমান কার্যক্রম বিষয়ক তথ্যাদিঃ**
১.১	"ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফর মুহুরী ইরিগেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করার পূর্বের অবস্থা সম্পর্কে বলুন।

১.২	"ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফর মুহুরী ইরিগেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)" সম্পর্কে আপনারা কী জানেন?
১.৩	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণ কীভাবে চলমান এ প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়েছে? এ প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কীভাবে চলছে?
১.৪	চলমান এ প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা ও কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে আপনারা কী জানেন বলুন?
১.৫	প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে আপনি কী জানেন? মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ কী বলে আপনার মনে হয়?
১.৬	প্রকল্পটির বর্তমান অবস্থা ও অগ্রগতি আশানুরূপ না হয়ে থাকলে তার কারণ কী বলে আপনি মনে করেন?
১.৭	সময়সীমার মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করতে চাইলে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে আপনার মনে হয়?
১.৮	আপনার দৃষ্টিতে চলমান এই প্রকল্পের স্থান/সাইট নির্বাচন সঠিক ছিল কিনা? হ্যাঁ হলে তিনটি ও না হলে তিনটি কারণ উল্লেখ করুন।
১.৯	প্রকল্পের নির্মাণ কাজে মহিলা, গরীব ও সামাজিকভাবে বঞ্চিত শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছিল কী?
২.	**পানি সম্পদ, সেচ, কৃষি ও মৎস্য সংক্রান্ত তথ্যাদি**
২.১	প্রকল্পের ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার সেচ সুবিধা কেমন উন্নতি হবে বলে আশা করেন?
২.২	আপনাদের কি মনে হয় এ প্রকল্পটি সংশ্লিষ্ট এলাকায় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপকভিত্তিক ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে? হ্যাঁ, হলে তার তিনটি কারণ; না হলে তার তিনটি কারণ উল্লেখ করুন।
২.৩	খালগুলোতে শুষ্ক মৌসুমে পানি থাকবে না বলে মনে করেন কী? মনে করার কারণগলো কী?
২.৪	প্রকল্পের এ পর্যন্ত যতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তাতে সেচ কাজে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে কী? প্রকল্প সমাপ্তের পরে এ থেকে কতটুকু সাফল্য আশা করেন?
২.৫	প্রকল্প এলাকায় মাটির অপসারণের কাজে আপনারা কোনভাবে কী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন/হচ্ছেন/হবেন? হলে বিস্তারিত উল্লেখ করুন?
২.৬	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশগত অবস্থা তুলে ধরুন।
২.৭	পুনঃসংস্কারকৃত প্রধান খাল ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোগুলো সংস্কারকাজের গুণগত মান কেমন বলে মনে করেন?
২.৮	সেচ প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট থেকে সময়মত প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাওয়া যায় কি?

২.৯	এই প্রকল্পের সমাপ্তির ফলে সংলগ্ন এলাকায় কি ধরনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে বলে আপনার মনে হয়?
২.১০	চলমান প্রকল্পের ফলে প্রয়োজনীয় পরিমাণ সেচ পানি পাওয়া যাবে বলে মনে করেন কী?
২.১১	পানি ব্যবস্থাপনা সংস্থা (WMO) যেমন, পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ (WMG), পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন (WMF), পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন (WMA) গঠিত হয়েছে কি?
২.১২	কতগুলো Water Management Group (WMG) বর্তমানে চলমান রয়েছে?
২.১৩	প্রকল্পের পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাইভেট সেচ ব্যবস্থাপনা দল (IMO) নিয়োগ দেওয়া হয়েছে কি?
২.১৪	পানি ব্যবস্থাপনা সংস্থাগুলো কীভাবে প্রাইভেট সেচ ব্যবস্থাপনা দলকে সাহায্য করছে?
২.১৫	প্রকল্পে কতগুলো সেচ ব্যবস্থাপনা দল রয়েছে?
২.১৬	প্রকল্পে সেচ ব্যবস্থাপনা দল নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে কী?
২.১৭	স্থানীয় বা সামাজিক কোনো প্রকার টানাপোড়েন/সমস্যা সেচের পানি প্রাপ্তিতে কোন প্রকার সমস্যার সৃষ্টি করছে কি না?
২.১৮	প্রাইভেট সেচ ব্যবস্থাপনা দল আপনাদের থেকে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নিধারিত অর্থের অধিক টাকা চার্জ করে কি-না এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন?
২.১৯	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড স্কিম ব্যবস্থাপনা, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বেসরকারী খাতে স্থানান্তরে কোনো প্রকার বাধার সৃষ্টি করেছে কি?
২.২০	কৃষকদের নিজেদের মধ্যে অথবা কৃষক ও বেসরকারী সেচ ব্যবস্থাপনা দলের মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে পানি ব্যবস্থাপনা সংস্থাগুলো সমস্যার সমাধানে কোনো ধরনের ভূমিকা পালন করছে কী?
২.২১	আপনি সেচ প্রকল্প থেকে কোন প্রকার সহায়তা পাচ্ছেন কী?
২.২২	প্রকল্পের ফলে জমিতে ফসল চাষের নিবিড়তা কেমন বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করেন?
২.২৩	সেচ সুবিধা বৃদ্ধির কারণে ফসল উৎপাদনে ভিন্নতা এসেছে কি?
২.২৪	চলমান প্রকল্পের নদী বা খালগুলোতে কিংবা পানির সহজলভ্যতায় খামারে মাছের চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে কি না?
২.২৫	বর্তমানে পূর্বের চেয়ে মাছ চাষের নিবিড়তা ও ভিন্নতা এসেছে কি না?
২.২৬	সংস্কারের ফলে প্রকল্প এলাকায় মাছের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করেন কী?
২.২৭	এই প্রকল্পের ফলে মহিলারা কীভাবে উপকৃত হয়েছে বলে মনে করেন?
২.২৮	সেচ ব্যবস্থাপনা দলে মহিলাদের অংশগ্রহণ আছে কিনা? থাকলে কত শতাংশ?

৩.	**প্রকল্পের সবল, দুর্বল, ঝুঁকি ও পরামর্শ সংক্রান্ত তথ্যাদি**
৩.১	নির্মাণ ও পুনর্বাসন কাজের দুটি ভালো/সবল দিকগুলো সম্পর্কে বলুন।
৩.২	নির্মাণ ও পুনর্বাসন কাজের দুটি দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে বলুন।
৩.৩	নির্মাণ ও পুনর্বাসন কাজের দুটি ঝুঁকির দিক থাকলে সেগুলো সম্পর্কে বলুন।
৩.৪	মুহুরী সেচ প্রকল্পের কার্যক্রমকে সমুন্নত রাখার উপায়গুলো সম্পর্কে পরামর্শ দিন।

এফজিডি -তে অংশগ্রহণকারীদের তালিকাঃ

স্থান---------- **তারিখ----------**

ক্রমিক নং	অংশগ্রহণকারী নাম	পেশা	মোবাইল নম্বর	শিক্ষাগত যোগ্যতা	স্বাক্ষর
১					
২					
৩					
৪					
৫					
৬					
৭					
৮					
৯					
১০					
১১					
১২					

(বি.দ্র. এফজিডির একটি ছবি নিন)

১। আলোচনা পরিচালনাকারী:	স্বাক্ষর:
মোবাইল নম্বর:	
২। সঞ্চালনকারী:	স্বাক্ষর:
মোবাইল নম্বর:	

উত্তরদাতার আইডি নং- | | | | |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা
"ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফর মুহুরী ইরিগেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)"

চেকলিস্ট-১: কেআইআই (পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি)

মুহুরী সেচ প্রকল্পের আধুনিকায়ন ও প্রকল্প সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন ও দরিদ্রতা দূরীকরণ এবং গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প ও তিস্তা প্রকল্পের অনুরূপ উন্নয়নের নিমিত্ত "ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফর মুহুরী ইরিগেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)" প্রকল্প এলাকায় ৪০৫ কিমি খাল পুনঃখনন, ১৭.৮৫ কিমি উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ, ২টি স্লুইস নির্মাণ, ৪টি স্লুইস পুনর্বাসন, ৪টি পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ, ৩টি পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনর্বাসন, ১টি বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন নির্মাণ, ২১০ কিমি বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন, ১৮০০০ হেক্টর ফার্মার ক্যানেল সিস্টেম নির্মাণ, ৮৫০টি স্কিম সংখ্যা, ৮৫০টি পাম্প হাউস, ৮৫০টি হেডার ট্যাঙ্ক, ৮৯০টি পাম্প নির্মাণ, ৮৬০টি প্রিপেইড মিটার সরবরাহ ও ৮৫০ কিমি ইউপিভিসি পাইপ লাইন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি যাতে সুষ্ঠুভাবে যথাযথ সময়ে সমাপ্ত হয়, কাজের গুণগত মান বজায় থাকে এবং প্রকল্প সংলগ্ন এলাকার জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখে সে জন্য আইএমইডি কর্তৃক পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে এই প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ক. উত্তরদাতার পরিচয়		
১	উত্তরদাতার নাম:	
২	মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম:	
৩	পদবী:	
৪	ফোন নম্বর:	
৫	ই-মেইল:	
৬	অবস্থান:	

১. প্রতিনিধি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	
১.১	দরিদ্রতা দূরীকরণে এই প্রকল্পের গুরুত্ব কতটুকু?
১.২	এই প্রকল্পের ফলে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার কী ধরনের উন্নতি হবে বলে আপনি মনে করছেন?
১.৩	প্রকল্পটির উদ্দেশ্যসমূহ এ পর্যন্ত কতটুকু অর্জিত হয়েছে?

১.৪	প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনগণ এই প্রকল্পের ফলে কীভাবে উপকৃট হচ্ছে?
১.৫	এই প্রকল্পকে আরো কার্যকর ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য কি করা যেত?
১.৬	প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলো যথাযথভাবে পূরণের জন্য আর কোন কোন উপায়ে অধিক সক্রিয় করা যেতে পারে?
১.৭	আপনি প্রকল্পটি সমাপ্ত ও টেকসই করতে কীভাবে পরিকল্পনা করছেন? (এক্সিট প্লান)
১.৮	প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনটি সবল দিক সম্পর্কে বলুন।
১.৯	প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনটি দুর্বল দিক সম্পর্কে বলুন।
১.১০	প্রকল্পের ঝুঁকি সম্পর্কে বলুন।
১.১১	প্রকল্পের ফলে সুযোগগুলো উল্লেখ করুন।
১.১২	প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কী কী কৌশলগত ভুল ছিল এবং এগুলো এড়িয়ে যাওয়ার উপায় কী?
১.১৩	প্রকল্পের যে কাজগুলো এখনও অসমাপ্ত বা চলমান সে সম্পর্কে আপনার সুপারিশ কী?

২. প্রতিনিধি, পরিকল্পনা কমিশন	
২.১	দরিদ্রতা দূরীকরণে এই প্রকল্পের গুরুত্ব কতটুকু?
২.২	এই প্রকল্পের ফলে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার কী ধরনের উন্নতি হবে বলে আপনি মনে করছেন?
২.৩	প্রকল্পটির উদ্দেশ্যসমূহ এ পর্যন্ত কতটুকু অর্জিত হয়েছে?
২.৪	প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনগণ এই প্রকল্পের ফলে কীভাবে উপকৃট হচ্ছে?
২.৫	এই প্রকল্পকে আরো কার্যকর ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য কি করা যেত?
২.৬	প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলো যথাযথভাবে পূরণের জন্য আর কোন কোন উপায়ে অধিক সক্রিয় করা যেতে পারে?
২.৭	আপনি প্রকল্পটি সমাপ্ত ও টেকসই করতে কীভাবে পরিকল্পনা করছেন? (এক্সিট প্লান)
২.৮	প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনটি সবল দিক সম্পর্কে বলুন।
২.৯	প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনটি দুর্বল দিক সম্পর্কে বলুন।
২.১০	প্রকল্পের ঝুঁকি সম্পর্কে বলুন।
২.১১	প্রকল্পের ফলে সুযোগগুলো উল্লেখ করুন।

২.১২	প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কী কী কৌশলগত ভুল ছিল এবং এগুলো এড়িয়ে যাওয়ার উপায় কী?
২.১৩	প্রকল্পের যে কাজগুলো এখনও অসমাপ্ত বা চলমান সে সম্পর্কে আপনার সুপারিশ কী?

৩. মহাপরিচালক ও প্রতিনিধি, আইএমইডি, সেক্টর-০৪	
৩.১	প্রকল্পের জন্য পরিচালিত ফিজিবিলিটি রিপোর্ট প্রণয়ন/পর্যালোচনায় সম্পর্কে বলুন।
৩.২	প্রকল্পের নকশা, ডিপিপি ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে বলুন।
৩.৩	প্রকল্প সংশোধন সম্পর্কে বলুন।
৩.৪	প্রকল্প সংশোধনের কারণ উল্লেখ করুন।
৩.৫	প্রকল্প সংশোধনের কারণে প্রকল্প কাজের আর্থিক ও ভৌত অবকাঠামো কাজের কোন ক্ষতি হয়েছে কী? হলে কী কী ক্ষতি হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?
৩.৬	প্রকল্প সংশোধনের কারণে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধির কারণ কী?
৩.৭	প্রকল্পের ফিজিবিলিটি রিপোর্টে কি ধরনের অসঙ্গতি ছিল যার ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব/বিঘ্নিত হয়েছে?
৩.৮	প্রকল্পটির উদ্দেশ্যসমূহ এ পর্যন্ত কতটুকু অর্জিত হয়েছে?
৩.৯	প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনগণ এই প্রকল্পের ফলে কীভাবে উপকৃট হচ্ছে?
৩.১০	এই প্রকল্পকে আরো কার্যকর ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য কি করা যেত?
৩.১১	প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলো যথাযথভাবে পূরণের জন্য আর কোন কোন উপায়ে অধিক সক্রিয় করা যেতে পারে?
৩.১২	আপনি প্রকল্পটি সমাপ্ত ও টেকসই করতে কীভাবে পরিকল্পনা করছেন? (এক্সিট প্লান)
৩.১৩	প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনটি সবল দিক সম্পর্কে বলুন।
৩.১৪	প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনটি দুর্বল দিক সম্পর্কে বলুন।
৩.১৫	প্রকল্পের ঝুঁকি সম্পর্কে বলুন।
৩.১৬	প্রকল্পের ফলে সুযোগগুলো উল্লেখ করুন।
৩.১৬	প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কী কী কৌশলগত ভুল ছিল এবং এগুলো এড়িয়ে যাওয়ার উপায় কী?
৩.১৭	প্রকল্পের যে কাজগুলো এখনও অসমাপ্ত বা চলমান সে সম্পর্কে আপনার সুপারিশ কী?

৩. প্রতিনিধি, ইআরডি	
৪.১	প্রকল্প সংশোধনের কারণে প্রকল্প কাজের আর্থিক ও ভৌত অবকাঠামো কাজের কোন ক্ষতি হয়েছে কী? হলে কী কী ক্ষতি হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?
৪.২	প্রকল্প সংশোধনের কারণে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধির কারণ কী?
৪.৩	প্রকল্পের ফিজিবিলিটি রিপোর্টে কি ধরনের অসঙ্গতি ছিল যার ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব/বিঘ্নিত হয়েছে?
৪.৪	প্রকল্পটির উদ্দেশ্যসমূহ এ পর্যন্ত কতটুকু অর্জিত হয়েছে?
৪.৫	প্রকল্পে ক্রয় সংক্রান্ত কোনো পরামর্শ রয়েছে কিনা।
৪.৬	এই প্রকল্পকে আরো কার্যকর ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য কি করা যেত?
৪.৭	প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনটি সবল দিক সম্পর্কে বলুন।
৪.৮	প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনটি দুর্বল দিক সম্পর্কে বলুন।
৪.৯	প্রকল্পের ঝুঁকি সম্পর্কে বলুন।
৪.১০	প্রকল্পের ফলে সুযোগগুলো উল্লেখ করুন।
৪.১১	প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কী কী কৌশলগত ভুল ছিল এবং এগুলো এড়িয়ে যাওয়ার উপায় কী?
৪.১২	প্রকল্পের যে কাজগুলো এখনও অসমাপ্ত বা চলমান সে সম্পর্কে আপনার সুপারিশ কী?
৪.১৩	প্রকল্পটি টেকসই (Sustainable) করার ক্ষেত্রে আপনার কোনো পরামর্শ রয়েছে কী?

৪. প্রতিনিধি, এডিবি	
৫.১	প্রকল্প সংশোধনের কারণে প্রকল্প কাজের আর্থিক ও ভৌত অবকাঠামো কাজের কোন ক্ষতি হয়েছে কী? হলে কী কী ক্ষতি হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?
৫.২	প্রকল্প সংশোধনের কারণে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধির কারণ কী?
৫.৩	প্রকল্পের ফিজিবিলিটি রিপোর্টে কি ধরনের অসঙ্গতি ছিল যার ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব/বিঘ্নিত হয়েছে?
৫.৪	প্রকল্পটির উদ্দেশ্যসমূহ এ পর্যন্ত কতটুকু অর্জিত হয়েছে?
৫.৫	প্রকল্পে ক্রয় সংক্রান্ত কোনো পরামর্শ রয়েছে কিনা।
৫.৬	এই প্রকল্পকে আরো কার্যকর ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য কি করা যেত?

৫.৭	প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনটি সবল দিক সম্পর্কে বলুন।
৫.৮	প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনটি দুর্বল দিক সম্পর্কে বলুন।
৫.৯	প্রকল্পের ঝুঁকি সম্পর্কে বলুন।
৫.১০	প্রকল্পের ফলে সুযোগগুলো উল্লেখ করুন।
৫.১১	প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কী কী কৌশলগত ভুল ছিল এবং এগুলো এড়িয়ে যাওয়ার উপায় কী?
৫.১২	প্রকল্পের যে কাজগুলো এখনও অসমাপ্ত বা চলমান সে সম্পর্কে আপনার সুপারিশ কী?
৫.১৩	প্রকল্পটি টেকসই (Sustainable) করার ক্ষেত্রে আপনার কোনো পরামর্শ রয়েছে কী?

তথ্য সংগ্রহকারী

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:	
মোবাইল নম্বর:	
স্বাক্ষর:	

উত্তরদাতার আইডি নং- | | | | |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা
"ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফর মুহুরী ইরিগেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)"

চেকলিস্ট-২: কেআইআই (প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রকল্প সাইটে কর্মরত বাপাউবো কর্মকর্তা)

মুহুরী সেচ প্রকল্পের আধুনিকায়ন ও প্রকল্প সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন ও দরিদ্রতা দূরীকরণ এবং গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প ও তিস্তা প্রকল্পের অনুরূপ উন্নয়নের নিমিত্ত "ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফর মুহুরী ইরিগেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)" প্রকল্প এলাকায় ৪০৫ কিমি খাল পুনঃখনন, ১৭.৮৫ কিমি উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ, ২টি স্লুইস নির্মাণ, ৪টি স্লুইস পুনর্বাসন, ৪টি পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ, ৩টি পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনর্বাসন, ১টি বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন নির্মাণ, ২১০ কিমি বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন, ১৮০০০ হেক্টর ফার্মার ক্যানেল সিস্টেম নির্মাণ, ৮৫০টি স্কিম সংখ্যা, ৮৫০টি পাম্প হাউস, ৮৫০টি হেডার ট্যাঙ্ক, ৮৯০টি পাম্প নির্মাণ, ৮৬০টি প্রিপেইড মিটার সরবরাহ ও ৮৫০ কিমি ইউপিভিসি পাইপ লাইন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি যাতে সুষ্ঠুভাবে যথাযথ সময়ে সমাপ্ত হয়, কাজের গুণগত মান বজায় থাকে এবং প্রকল্প সংলগ্ন এলাকার জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখে সে জন্য আইএমইডি কর্তৃক পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে এই প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ক. উত্তরদাতার পরিচয়		
১	উত্তরদাতার নাম:	
২	মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম:	
৩	পদবী:	
৪	মোবাইল নম্বর:	
৫	ই-মেইল:	
৬	অবস্থান:	

১. প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা		
১.১	প্রকল্পে পদবী:	
১.২	১. প্রকল্পে যোগদানের তারিখ:	
১.৩	শিক্ষাগত যোগ্যাত (সর্বশেষ):	

১. প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা				
১.৪	ইতিপূর্বে প্রকল্পে কাজ করলে তার বিবরণ:	ক.প্রকল্পের নাম:	খ.পদ/সংস্থা:	গ.সময়ের ব্যাপ্তি:
১.৫	এ প্রকল্প প্রণয়নে জড়িত ছিলেন কি? (টিক চিহ্ন দিন)	[কোডঃ ১.পুরোপুরি, ২. আংশিক, ৩. জড়িত ছিলাম না]		
১.৬	অন্য প্রকল্প পরিচালকের বিবরণ:	ক. নাম	খ. সংস্থা	খ. সময়ের ব্যাপ্তি
	১			
	২			
	৩			
১.৭	প্রকল্পে মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংখ্যা কত?			
১.৮	বর্তমানে সব পদে জনবল আছে কি না?			
১.৯	যদি না থাকে তবে কেন নেই?			
১.১০	বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারী অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কি না?			
১.১১	যদি অভিজ্ঞতা না থাকে তবে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে?			
১.১২	কোনো ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কিনা? হলে সে সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।			
১.১৩	প্রকল্পটির আধুনিকায়ন ইতিপূর্বে বাস্তবায়িত সেচ প্রকল্পের কোন কোন সমস্যার কারণে নেওয়া হয়েছে বলে মনে করেন?			
১.১৩.১	সেই সমস্যাগুলো কতটুকু যৌক্তিক?			
১.১৪	প্রকল্পের মনিটরিং কার্যক্রম কিভাবে চলছে তা উল্লেখ করুন?			

১. প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা		
১.১৫	প্রকল্পটির বেইজলাইন জরিপ আছে কি না? হ্যাঁ হলে বিস্তারিত বিবরন দিন।	[কোডঃ ১= হ্যাঁ; ২=না;]
১.১৬	প্রকল্পের ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন হচ্ছে কি না? যদি না থাকে তবে কেন নেই?	[কোডঃ ১= হ্যাঁ; ২=না;]
১.১৭	প্রকল্পটির এক্সিট প্লান আছে কি না? থাকলে উল্লেখ করুন।	[কোডঃ ১= হ্যাঁ; ২=না;]
১.১৮	যদি এক্সিট প্লান না থাকে তবে কেন নেই?	
১.১৯	প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হবে কি না? যদি সম্পন্ন না হয় তবে কেন হবে না এবং কত দিন বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে?	
১.২০	প্রকল্পের বরাদ্দ সঠিকভাবে পাওয়া যাচ্ছে কি না? যদি না পাওয়া যায় তবে তার কারণ কি?	
১.২১	আপনার প্রকল্পটি বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং হয় কি না? হ্যাঁ/ না মনিটরিং হয়ে থাকলে প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম ও পরিদর্শনের তারিখ বলুন। --- ---	
১.২২	প্রকল্পের বরাদ্দ যথাযথ আছে কি না?	
১.২৩	প্রকল্প অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নে সমস্যা (যদি থাকে) উল্লেখ করুন	
১.২৪	সমস্যা সমাধানে কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন বা করণীয় কি বলে মনে করেন?	

১. প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা		
১.২৫	ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করেছে কি না? হ্যাঁ/ না উত্তর না হলে এক্ষেত্রে আপনার পর্যবেক্ষণ জানান	
১.২৬	এই প্রকল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ ও মালামাল এর গুণগত মান কেমন ছিল? (কিছু যন্ত্রাংশের টেস্ট রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ করে দেখা হবে)	
১.২৭	আলোচ্য প্রকল্পের জন্য বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত আছে কি না? থাকলে বিস্তারিত লিখুন। (পরামর্শক কর্তৃক প্রকল্পের শুরু থেকে সবগুলো কর্ম-পরিকল্পনা পর্যবেক্ষেণ করা হবে)	হ্যাঁ/ না
১.২৮	বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রগতি হচ্ছে কি না? হ্যাঁ/ না না হয়ে থাকলে কারনসহ বিস্তারিত বলুন ---------- ----------	
১.২৯	প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়ে থাকলে বা পরিকল্পনা থাকলে তা কতটুকু?	
১.৩০	জমি অধিগ্রহণ কি সম্পন্ন হয়েছে? হ্যাঁ হলে কোন এলাকাতে এবং কতটুকু অধিগ্রহণ হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে তবে তার কারণ কী? বিস্তারিত বলুন।	
১.৩১	ভূমি অধিগ্রহণ জনিত জটিলতার কারণে কতটুকু প্রকল্প ব্যয় ও সময়ক্ষেপণ হয়েছে/হচ্ছে?	
১.৩২	অধিগ্রহণের জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে?	
১.৩৩	জমি অধিগ্রহণে বিলম্বের ফলে প্রকল্প কাজের কি ক্ষতি হয়েছে? হ্যাঁ হলে কী কী ক্ষতি হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?	
১.৩৪	কতদিনের মধ্যে জমির অধিগ্রহণ সম্পন্ন হবে বলে আপনি মনে করেন?	
১.৩৫	প্রকল্পের সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য একজন প্রকল্প পরিচালক(পিডি) নিয়োগ করা হয়ে থাকে, এই প্রকল্প পরিচালক পূর্ণকালীন বা খন্ডকালীন বা মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই বদলি জনিত কারণে প্রকল্পের কোন ধরনের ক্ষতি হতে পারে বলে মনে করেন? এ সম্পর্কে আপনার সুপারিশ তুলে ধরুন।	

১. প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা		
১.৩৬	আপনার দৃষ্টিতে প্রকল্পের সবল দিকগুলো কি কি?	
১.৩৭	আপনার দৃষ্টিতে প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলো কি?	
১.৩৮	আপনার দৃষ্টিতে প্রকল্পের ঝুঁকি আছে কি? থাকলে উল্লেখ করুন	
১.৩৯	আপনার দৃষ্টিতে প্রকল্পের সুযোগ আছে কি? থাকলে উল্লেখ করুন।	
১.৪০	প্রকল্পের সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই করার লক্ষ্যে কোনো পদক্ষেপ আছে কি না? হ্যাঁ/ না যদি থাকে তবে সংযুক্তি হিসাবে প্রদান করুণ ---------- ----------	
১.৪১	কোনো সুপারিশ বা মতামত থাকলে লিখুন	
১.৪২	ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এ ধরণের আরো প্রকল্প হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা আছে কি? উত্তর হ্যাঁ হলে বিস্তারিত বলুন	টিক দিনঃ হ্যাঁ/না লিখুন.....
১.৪৩	প্রকল্পে কতজন পরামর্শক নিয়োগের সংস্থান ছিল ?	
১.৪৪	তার মধ্যে কতজন পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে।	
১.৪৫	বর্তমানে কতজন কর্মরত আছেন।	
১.৪৬	পরামর্শকের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।	
১.৪৭	দেশি ও বিদেশি পরামর্শকের সংখ্যা উল্লেখ করুন।	
১.৪৮	পরামর্শক কার্যপরিধি (TOR) অনুযায়ী কাজ করেছিল কিনা?	

১. প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা		
১.৪৯	পরামর্শক কর্তৃক কোন প্রকার প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছে কিনা ? এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।	
১.৫০	ডিপিপি অনুযায়ী পরামর্শক বাবদ বরাদ্দ অর্থের কি পরিমাণ পরামর্শক বাবদ এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে?	

২. প্রকল্প সাইটে কর্মরত বাপাউবো কর্মকর্তা	
ক. প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ	
২.১	প্রকল্পের জন্য পরিচালিত ফিজিবিলিটি রিপোর্ট প্রণয়ন/পর্যালোচনায় ভূমিকা লিখুন। .....
২.২	প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন সংক্রান্ত...
২.৩	ডিপিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত...
২.৪	প্রকল্প বাস্তবায়নে...
২.৫	প্রকল্প কাজের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি সম্পর্কে বলুন। ১। আর্থিকঃ.....। ২। ভৌত অবকাঠামোঃ ..... আপনি কি মনে করেন বাকি মেয়াদে প্রকল্পটি যথাযথভাবে সমাপ্ত হবে?যদি হ্যাঁ হয় তবে কেন মনে হয়ঃ ১। ২। ৩। যদি না হয় তবে তার কারণ কী? ১। ২। ৩।
২.৬	প্রকল্প সংশোধনের কারণে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধির কারণ কী?
২.৭	কী কী কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়ন পিছিয়েছে?
২.৮	প্রকল্প বাস্তবায়নেকালে ডিপিপি/আরডিপিপির কোন সমস্যা/ঘাটতি আছে বলে আপনার মনে হয়েছে কি? হ্যাঁ হলে কী কী ঘাটতি আছে বলে আপনার মনে হয়? ক। নকশাঃ খ। পরিকল্পনাঃ গ। সম্ভাবতাঃ

২. প্রকল্প সাইটে কর্মরত বাপাউবো কর্মকর্তা	
	ঘ। রুট নির্বাচনঃ ঙ। খাল পুনঃখনন ও ফার্মার ক্যানাল সিস্টেমঃ চ। খালের গভীরতাঃ জ। ভূমি অধিগ্রহণ ঝ। পাম্প হাউস, পাম্প, প্রিপেইড মিটার সংক্রান্তঃ
২.৯	প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।
২.১০	প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় বেশি নেওয়ার কী? যথাসময়ে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হলে কী কী করতে হবে? ১। ২। ৩।
২.১১	প্রকল্পের গুণগত মান ঠিক রাখতে কী কী ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন? .....
২.১২	ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গুণগত মানের ব্যত্যয় ঘটলে কী কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন? .....
	পিপিপি'র ভিত্তিতে সেচ ব্যবস্থাপনা দল (IMO) নিয়োগ দেওয়া হয়েছে কী?
২.১৩	কতগুলো সেচ ব্যবস্থাপনা দল কাজ করছে?
২.১৪	প্রাইভেট সেচ ব্যবস্থাপনা দলগুলো কীভাবে গঠিত হয়েছে?
২.১৫	সেচ ব্যবস্থাপনা দলগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করতে না পারার অন্তরায়গুলো কী হতে পারে বলে মনে করেন?
২১.৬	বাস্তবায়ন সমন্বয় কমিটি (ICC) গঠন করা হয়েছে কি? হলে কীভাবে?
২.১৭	বাস্তবায়ন সমন্বয় কমিটি ও প্রাইভেট সেচ ব্যবস্থাপনা দলের মধ্যে কোনো প্রকার সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে কী?
২.১৮	পানি ব্যবস্থাপনা সংস্থাগুলো (WMG, WMF, WMA) কীভাবে প্রাইভেট সেচ ব্যবস্থাপনা দলের সাথে সহযোগিতা করছে?
২.১৯	এলএলপিগুলো কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে সঠিক সময়ে সরবরাহ হয়েছে কি না?
২.২০	প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কৌশলগত ভুল ছিল কিনা? থাকলে সেগুলো এড়িয়ে যাওয়ার উপায় কী?
২.২১	প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধান বাঁধাগুলো কী কী? আপনারা সেগুলো কীভাবে সমাধান করছেন?
২.২২	প্রকল্পের চলমান ও সমাপ্ত অঙ্গসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ কীভাবে করা হচ্ছে?

২. প্রকল্প সাইটে কর্মরত বাপাউবো কর্মকর্তা				
২.২৩	রক্ষণাবেক্ষণে জনবলের সংকট রয়েছে কিনা? থাকলে সেটি কীভাবে সমাধান করছেন?			
২.২৪	সেচ ব্যবস্থাপনা দলে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব আছে কিনা? থাকলে কত শতাংশ?			
২.২৫	প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনটি সবল দিক সম্পর্কে লিখুন।			
২.২৬	প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনটি দুর্বল দিক সম্পর্কে লিখুন।			
২.২৭	প্রকল্পের কোনরূপ ঝুঁকি রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে লিখুন।			
২.২৮	প্রকল্প থেকে কী কী ধরনের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আপনি মনে করেন?			
নিম্নের ছক অনুসারে প্রকল্পের প্রধানতম অঙ্গসমূহের উপর আপনার মন্তব্য প্রদান করুন				
ক্রমিক	প্রকল্পের অঙ্গসমূহ	বর্তমান অবস্থা ও অগ্রগতি	আশানুরূপ অগ্রগতি না হলে তার কারণ	করণীয়
৪.১	উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন			
৪.২	স্লুইচ পুনর্বাসন			
৪.৩	স্লুইচ নির্মাণ (২×৩ ভেন্টস)			
৪.৪	পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো পুনর্বাসন			
৪.৫	পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ (২×২ ভেন্টস, ১×১ ভেন্টস, ১×৫ ভেন্টস)			
৪.৬	খাল পুনঃখনন			
৪.৭	ফার্মার ক্যানেল সিস্টেম			
৪.৮	বিদ্যুতায়ন বিলিকরণ পদ্ধতি উন্নতকরণ			
৪.৯	স্কিম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (ভূ-গর্ভস্থ পাইপলাইনের আংশিক নির্মাণ; ফার্মের সেচ ব্যবস্থাপনা) (নতুন প্যাকেজ)(তিনটি প্যাকেজ একীভূত)			

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:----------

স্বাক্ষর:----------

মোবাইল নম্বর:----------

উত্তরদাতার আইডি নং- | | | | |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা
"ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফর মুহুরী ইরিগেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)"

চেকলিস্ট-৩: কেআইআই (প্রকল্প সংশ্লিষ্ট উপজেলায় কর্মরত কৃষি সম্প্রসারণ ও মৎস্য কর্মকর্তা)

মুহুরী সেচ প্রকল্পের আধুনিকায়ন ও প্রকল্প সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন ও দরিদ্রতা দূরীকরণ এবং গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প ও তিস্তা প্রকল্পের অনুরূপ উন্নয়নের নিমিত্ত "ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফর মুহুরী ইরিগেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)" প্রকল্প এলাকায় ৪০৫ কিমি খাল পুনঃখনন, ১৭.৮৫ কিমি উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ, ২টি স্লুইস নির্মাণ, ৪টি স্লুইস পুনর্বাসন, ৪টি পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ, ৩টি পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনর্বাসন, ১টি বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন নির্মাণ, ২১০ কিমি বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন, ১৮০০০ হেক্টর ফার্মার ক্যানেল সিস্টেম নির্মাণ, ৮৫০টি স্কিম সংখ্যা, ৮৫০টি পাম্প হাউস, ৮৫০টি হেডার ট্যাঙ্ক, ৮৯০টি পাম্প নির্মাণ, ৮৬০টি প্রিপেইড মিটার সরবরাহ ও ৮৫০ কিমি ইউপিভিসি পাইপ লাইন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি যাতে সুষ্ঠুভাবে যথাযথ সময়ে সমাপ্ত হয়, কাজের গুণগত মান বজায় থাকে এবং প্রকল্প সংলগ্ন এলাকার জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখে সে জন্য আইএমইডি কর্তৃক পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে এই প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ক. উত্তরদাতার পরিচয়		
১.১	উত্তরদাতার নাম:	
১.২	মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম:	
১.৩	পদবী:	
১.৪	মোবাইল নম্বর:	
১.৫	ই-মেইল:	
১.৬	অবস্থান:	

১. কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	
১.১	এই প্রকল্প এলাকায় সাধারণ কী ধরনের ফসলের চাষবাস হয়?
১.২	প্রকল্পটি সংস্কারের ফলে ফসলের চাষের কোনো ভিন্নতা এসেছে কী?
১.৩	মুহুরী সেচ প্রকল্পের সংস্কারের ফলে ফসলের উৎপাদনশীলতায় কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে কি না?
১.৪	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকায় সেচের পানির উৎস কী?

১. কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	
১.৫	২০১৪ সালের তুলনায় বর্তমানে মুহুরী সেচ প্রকল্পের পানি সরবরাহে কেমন পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে করেন?
১.৬	চলমান প্রকল্পের ফলে শুষ্ক মৌসুমে ফসল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ সেচের পানির সংস্থান সম্পর্কে লিখুন।
১.৭	ফসল উৎপাদনে সেচ ব্যবস্থাপনা দলগুলোর ভূমিকা কেমন বলে মনে করেন?
১.৮	এই প্রকল্পের ফলে শুষ্ক মৌসুমে ফসলী জমি কী পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে?
১.৯	কৃষক পর্যায়ে সেচ সুবিধা বৃদ্ধির কারণে ফসল উৎপাদনে কী ধরনের ভিন্নতা এসেছে?
১.১০	এই প্রকল্পের ফলে ফসল উৎপাদন সংক্রান্ত ২টি সবল দিক তুলে ধরুন।
১.১১	এই প্রকল্পের ফলে ফসল উৎপাদন সংক্রান্ত ২টি দুর্বল দিক তুলে ধরুন।
১.১২	প্রকল্প এলাকায় ফসল উৎপাদন সংক্রান্ত কোনো সুপারিশ থাকলে তা তুলে ধরুন।

২. মৎস্য কর্মকর্তা	
২.১	চলমান প্রকল্পের নদী বা খালগুলোতে মাছ চাষ হচ্ছে কিনা? হলে কী পরিমাণ জলাশয়ে তা হচ্ছে?
২.২	প্রকল্প এলাকায় কী কী ধরনের মাছ চাষ করা হয়?
২.৩	বর্তমানে পূর্বের চেয়ে মাছ বেশি পাওয়া যায় কিনা?
২.৪	মুহুরী সেচ প্রকল্পের ফলে ২০১৪ সালের তুলনায় মাছ চাষের কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে করেন?
২.৫	সংস্কারের ফলে প্রকল্প এলাকায় মাছের উৎপাদনশীলতা কেমন বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করেন?
২.৬	এই প্রকল্পের ফলে মাছ চাষ সংক্রান্ত ২টি সবল দিক তুলে ধরুন।
২.৭	এই প্রকল্পের ফলে ফসল উৎপাদন সংক্রান্ত ২টি দুর্বল দিক তুলে ধরুন।
২.৮	প্রকল্প এলাকায় মাছ চাষ সংক্রান্ত কোনো সুপারিশ থাকলে তা তুলে ধরুন।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:----------

স্বাক্ষর:----------

মোবাইল নম্বর:----------

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

"ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফর মুহুরী ইরিগেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)"

উপকারভোগীদের জন্য কেস স্টাডির প্রশ্নমালা

ক.উত্তরদাতার ব্যক্তিগত ও পেশাগত তথ্যাদি		
১.১	উত্তরদাতার নাম:	
১.২	পিতার নাম:	
১.৩	মাতার নাম:	
১.৪	স্বামী/স্ত্রীর নাম:	
১.৫	গ্রামের নাম:	
১.৬	ইউনিয়নের নাম:	
১.৭	উপজেলা:	
১.৮	জেলা:	
১.৯	বয়স:	.....বছর
১.১০	উত্তরদাতার মোবাইল নং:	
১.১১	উত্তরদাতার লিঙ্গ:	[কোড: ১= মহিলা, ২=পুরুষ]
১.১২	উত্তরদাতার পেশা:	পেশাঃ ১=কৃষি; ২=চাকুরী; ৩=ব্যবসা; ৪=কৃষি মজুর; ৫=রিক্সা/ভ্যান/ঠেলাগাড়ি/; ৬=লঞ্চ/নৌকা/অটোরিক্সা/চার্জার গাড়ি/ট্রাক বা বাস বা অন্যান্য বড় গাড়ির ড্রাইভার; কুটির শিল্প/কামার/কুমার/তাঁতী;৭=ক্ষুদ্র উদ্যোগতা(পোল্ট্রি, রাইসমিল/স'মিল মালিক/ইটভাটা; ৮=অন্যান্য (যদি থাকে) উল্লেখ করুন
১.১৩	আপনি অত্র এলাকায় কত বছর যাবৎ বসবাস করছেন?	ক)স্থায়ী বাসিন্দা খ) স্থানান্তরিত .....বছর(পূর্ণ বছর উল্লেখ করুন)
খ.প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত		
২.১	আপনি "ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফর মুহুরী ইরিগেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)" সম্পর্কে কী জানেন?	
২.২	প্রকল্পের ব্যবহার করা উপাদানের গুণগত মান ও সার্বিক কাজের মান নিয়ে কি আপনি সন্তুষ্ট? হ্যাঁ হলে, কেন? .....। না হলে, কেন? .....।	
২.৩	এই প্রকল্পের ফলে আপনি কি ধরনের উপকার পাবেন বলে আশা করেন?	
২.৪	উপকূলীয় বাঁধটির পুনর্বাসন কাজের ফলে আপনি কি উপকৃত হয়েছেন?	
২.৫	স্লুইসের পুনর্বাসন কাজটি কি সঠিক উপায়ে ও নির্দিষ্ট সময়ে ঘটেছে?	

২.৬	প্রকল্পের এই কাজটি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাগণ তদারকি কীভাবে করছেন?
২.৭	আপনি কি মনে করেন পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রক্রিয়াতে অধিক সময় লাগছে?
২.৮	খাল পুনঃখননের পূর্বে অবস্থা কেমন ছিল?
২.৯	খালের তলদেশ ভরাট হওয়ার কারণগুলো কী বলে আপনি মনে করেন?
২.১০	প্রিপেইড কার্ডগুলো রিচার্জ করার ক্ষেত্রে আপনি কি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন?
২.১১	পাম্প হাউসগুলোতে কি নিয়মিত বিদ্যুৎ থাকে?
২.১২	পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে আপনি স্মার্ট কার্ড ব্যবহার করেন কিনা?
২.১৩	এই প্রকল্প নেওয়ার আগে জলাধারের পানিতে কি লবনাক্ত প্রবেশ করেছিল?
২,১৪	আপনার জমিতে সেচের পানির উৎস কি?
২.১৫	প্রকল্পের ফলে জমিতে ফসল চাষের নিবিড়তা বৃদ্ধি পেয়েছে কি?
গ.প্রকল্পের সবল/দুর্বল চ্যালেঞ্জগুলো	
৩.১	আপনার মতে এই প্রকল্পের সবল দিকগুলো কী কী?
৩.২	আপনার মতে এই প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলো কী কী?
৩.৩	এই প্রকল্পের ঝুঁকি বা চ্যালেঞ্জ রয়েছে কী, থাকলে তা কী ধরনের?
৩.৪	প্রকল্প চলাকালীন সময়ে আপনারা কি কোন সমস্যার মুখে পড়েছেন কখনও? কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন? কিভাবে এই সমস্যাগুলোর সমাধান করেছেন?
৩.৫	এই প্রকল্প সম্পর্কে আপনার মতামত ও সুপারিশসমূহ কী কী? বিস্তারিত বলুন দয়া করে।

অংশগ্রহণের জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:	স্বাক্ষর:
মোবাইল নাম্বার:	তারিখ:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা
"ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফর মুহরী ইরিগেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)"
সরেজমিন পরিদর্শন চেকলিস্ট

সাইটের নাম:	
উপজেলার নাম:	
জেলার নাম:	
অঙ্গভিত্তিক কাজের নাম:	

ক্রমিক	সরেজমিন পরিদর্শন	বর্তমান অবস্থা
১.১	কাজের বর্তমান অবস্থাঃ সমাপ্ত/চলমান	
১.২	কাজের গুণগত মানঃ ভালো/গ্রহণযোগ্য/ভালো নয়	
১.৩	কাজের BOQ সমূহঃ (প্রতিটি সাইট)	
১.৪	নির্মাণ কাজ সংক্রান্ত ড্রইং সমূহ ক) আর্কিটেকচারাল খ)স্ট্রাকচারাল গ)অন্যান্য(যদি থাকে)	
১.৫	সাইট অর্ডার বই	
১.৬	নির্মাণ কাজ সম্পাদনের সময় অনুমোদিত ড্রইং এর কোন ব্যত্যয় ঘটেছে কিনা।	
১.৭	নির্মাণ সামগ্রী টেস্ট করা হয়েছে কিনা ক) এমএস রড খ) কংক্রিট গ)অন্যান্য (যদি থাকে)	

ক্রমিক	সরেজমিন পরিদর্শন	বর্তমান অবস্থা
১.৮	সার্ভে করা হয়েছে কিনা ক) প্রি-ওয়ার্ক লেভেলিং খ) পোস্ট-ওয়ার্ক লেভেলিং	
১.৯	পরামর্শক সংস্থার নাম ও ঠিকানা ক)প্রকৌশলীর নাম খ)মোবাইল নাম্বার	

নিম্নের ছক অনুসারে প্রকল্পের প্রধানতম অঙ্গসমূহের উপর আপনার মন্তব্য প্রদান করুন			
প্রকল্পের অঙ্গসমূহ	বর্তমান অবস্থা ও অগ্রগতি	আশানুরূপ অগ্রগতি না হলে তার কারণ	করণীয়
উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন			
স্লুইচ পুনর্বাসন			
স্লুইচ নির্মাণ (২×৩ ভেন্টস)			
পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো পুনর্বাসন			
পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ (২×২ ভেন্টস, ১×১ ভেন্টস, ১×৫ ভেন্টস)			
খাল পুনঃখনন			
ফার্মার ক্যানেল সিস্টেম			
বিদ্যুতায়ন বিলিকরণ পদ্ধতি উন্নতকরণ			
স্কিম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (ভূ-গর্ভস্থ পাইপলাইনের আংশিক নির্মাণ; ফার্মের সেচ ব্যবস্থাপনা) (নতুন প্যাকেজ)(তিনটি প্যাকেজ একীভূত)			

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪

শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বাস্তবায়িত

"ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফর মুহুরী ইরিগেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

ক্রয় সংক্রান্ত চেকলিস্ট

(প্রতিটি ক্রয় প্যাকেজের জন্য আলাদা চেকলিস্ট ব্যবহার করতে হবে)

পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলি

উত্তরদাতার পরিচয়		
১	উত্তরদাতার নাম:	
২	মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম:	
৩	পদবী:	
৪	ফোন নম্বর:	
৫	ই-মেইল:	
৬	অবস্থান:	

প্যাকেজের নাম :					
ক্রমিক	**বিবরণ**	**নির্ধারিত সময়**	**প্রকৃত**	**বিলম্ব**	**কারণ**
১- দরপত্র আহবান সংক্রান্ত					
১.১	মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ				
১.২	বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ				
১.৩	প্রকল্পের নামঃ				
১.৪	প্যাকেজ/দরপত্র নংঃ				
১.৫	কাজের ধরনঃ মালামাল/কার্য/সেবাঃ				
১.৬	দরপত্র অনুযায়ী প্যাকেজের নামঃ				
১.৭	প্রতিটি প্যাকেজে কতটি করে লট আছে ?				
১.৮	ক্রয়-পদ্ধতিঃ				
১.৯	দরপত্র পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে কিনা। প্রকাশের তারিখ ও পত্রিকার নাম।				

প্যাকেজের নাম :					
ক্রমিক	**বিবরণ**	**নির্ধারিত সময়**	**প্রকৃত**	**বিলম্ব**	**কারণ**
১.১০	দরপত্র (১ কোটি টাকার বেশি সিপিটিউ এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে কিনা				
২-দরপত্র দাখিল সংক্রান্ত					
২.১	দরপত্র দাখিলের তারিখ কত ছিল ?				
২.২	কতগুলো দরপত্র বিক্রয় করা হয়েছে ?				
২.৩	কতগুলো দরপত্র জমা পড়েছে ?				
২.৪	পুনঃদরপত্র আহবান করা হয়েছিল কিনা ?				
৩-দরপত্র উন্মুক্ত করণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত					
৩.১	দরপত্র উন্মুক্ত কমিটি'র কত জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল ?				
৩.২	দরপত্র উন্মুক্ত কমিটি'র কতজন সদস্য দরপত্র উন্মুক্ত করণের সময় উপস্থিত ছিলেন ?				
৩.৩	দরপত্র মূল্যায়নে কমিটি হতে ০১ (এক) জন সদস্য 'দরপত্র উন্মুক্ত কমিটি'-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল কিনা ?				
৩.৪	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে অত্র দপ্তরের বাইরের দপ্তর হতে ০২(দুই) জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কিনা ?				
৩.৫	কত তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন শেষ করা হয়েছে ?				
৩.৬	উপযুক্ত (রেসপন্সিভ)দরদাতার সংখ্যা কত ছিল ?				
৩.৭	দরপত্র মূল্যায়ন রিপোর্ট কত তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেয়া হয়েছিল ?				
৩.৮	কত তারিখে দরপত্র চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে ?				
৩.৯	দরপত্র Delegation of Financial Power অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে কিনা ?				
৪-কার্যাদেশ প্রদান সংক্রান্ত					
৪.১	কত তারখে Notification of Award জারি করা হয়েছিল ?				
	Initial Tender Validity Period এর মধ্যে Contract Award করা হয়েছে কিনা ?				
৪.২	Contract Award CPTU- এর Website-এ প্রকাশ করা হয়েছিল কিনা ?				
৪.৩	প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা)				
৪.৪	উদ্ধৃত দর(টাকা)				
৪.৫	চুক্তি মূল্য(টাকা)				
৪.৬	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ কত ছিল ?				
৪.৭	বাস্তবে কাজ সমাপ্তির তারিখ উল্লেখ করুন।				

প্যাকেজের নাম :					
ক্রমিক	**বিবরণ**	**নির্ধারিত সময়**	**প্রকৃত**	**বিলম্ব**	**কারণ**
৪.৮	কাজ সমাপ্তিতে বিলম্ব হয়ে থাকলে Liquidated Damage আরোপ করা হয়েছে কিনা ?				
৪.৯	কাজটি মূল ঠিকাদার (প্রথম কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদার) কর্তৃক সমাপ্ত হয়েছিল কিনা ?				
৪.১০	ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনাকারী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একইসাথে একই প্রতিষ্ঠানের/ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজ করছে কিনা?				
৫- বিল প্রদান সংক্রান্ত					
৫.১	প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক কাজটি সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত মর্মে প্রত্যায়নের তারিখ কত ?				
৫.২ ৫.৩	ঠিকাদারের চূড়ান্ত বিলের পরিমাণ ও দাখিলের তারিখ কত ?				
৫.৪	কর্তনকৃত আয়কর+ভ্যাট-এর পরিমাণ (টাকা)				
৫.৫	বিলম্বে কোন বিল পরিশোধ করা হয়েছে কিনা ?				
৫.৬	বিলম্বে বিল পরিশোধের জন্য সুদ পরিশোধ করা হয়েছে কি না?				
৬-দরপত্র গ্রহণ যোগ্যতা ও স্বচ্ছতা সংক্রান্ত					
৬.১	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণের কোন পর্যায়ে কোন ধরনের অনিয়ম হয়েছে এ বিষয়ে আপনি কিছু জানেন কিনা ?				
৬.২	কোন অনিয়ম হয়ে থাকলে তা কোন পর্যায়ে এবং কি ধরনের অনিয়ম হয়েছে সে বিষয়ে কিছু জানেন কি না?				
৬.৩	ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয়নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা				
৬.৪	ক্রয়কৃত পণ্য বা মালের কোন ওয়ারেন্টি ছিল কিনা ? থাকলে কত দিনের ?				
৬.৫	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ/কার্যাদেশ প্রদান বিষয়ে কোন ধরনের অভিযোগ ছিল কি না।				
৬.৬	অভিযোগের কারণে কোন দরপত্রের Award Modification করতে হয়েছে কিনা ?				
৬.৭	দরপত্রে উল্লিখিত মূল্য অপেক্ষা অধিক ব্যয় হয়েছিল কিনা?				
৬.৮	পণ্য/মালামাল গুলোর গুণগত মানের ক্ষেত্রে কোন বিচ্যুতি ঘটেছিল কিনা ? হয়ে থাকলে কেন ?				
৬.৯	কোন অভিযোগ থাকলে উহা নিস্পত্তি হয়েছে কিনা ?				

প্যাকেজ নং	প্যাকেজভিত্তিক ক্রয় পরিকল্পনার বিস্তারিত	প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয়ে ক্রয়-পরিকল্পনা বাস্তব চিত্র
১		
২		
৩		
৪		
৫		
৬		
৭		
৮ক		
৮খ		

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষরঃ----------

তারিখঃ ----------

Description of the Services

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
www.imed.gov.bd

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR):

ক. প্রকল্পের বিবরণীঃ

১.	**প্রকল্পের নাম**	:	**Irrigation Management Improvement Project (IMIP)- for Muhuri Irrigation Project (MIP)**		
২.	**উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ**	:	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়		
৩.	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	:	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড		
৪.	**প্রকল্পের অবস্থান**	:	**বিভাগ**	**জেলা**	**উপজেলা**
			চট্টগ্রাম	ফেনী	পরশুরাম, ছাগলনাইয়া, ফুলগাজী, ফেনী সদর ও সোনাগাজী
				চট্টগ্রাম	মিরসরাই

৫. অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় (লক্ষ টাকা) :

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়				বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদনের তারিখ
	মোট	জিওবি	প্র:সা:	অন্যান্য		
মূল	৪৫৭৩৫.৭২	৮৯৩৫.৭২	৩৬৮০০.০০	–	জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২০	
সংশোধিত (১ম)	৪৬৭১০.১৬	৮৯৩৫.৭২	৩৭৭৭৪.৪৪	–	জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২	

৬. প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- সার্বিকভাবে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে মুহুরী সেচ এলাকা ভুক্ত ১৭,০০০ হে: জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানপূর্বক খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে জনগনের জীবনমান উন্নয়ন ও দারিদ্রতা দূরীকরণের ব্যবস্থা করা;

- মহুরী সেচ প্রকল্প (MIP) এর আধুনিকায়ন ও প্রকল্প সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ;

- বন্যা ও লবণাক্ততা প্রতিরোধ, সাগর থেকে সুরক্ষা এবং সেচ সুবিধা প্রদান পুর্বক বিদ্যমান পানি সম্পদের কার্যকর ব্যবহার;

- মুহুরী সেচ প্রকল্পের ভৌত নির্মাণ কাজে তদারকী, ভূগর্ভস্থ পাইপলাইন স্থাপনের নক্সা প্রণয়ন ও সেচ চার্জ আদায়ের জন্য Irrigation Management Operator (IMO) নিয়োগ;

- মুহুরী সেচ প্রকল্পের বাস্তব কাজের অবশিষ্ট ডিজাইন সম্পন্নকরণ, প্রাক্কলনসহ জি-কে এবং তিস্তা সেচ প্রকল্পে অনুরূপ উন্নয়নের নিমিত্তে পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা কাজ পরিচালনা জন্য Project Management and Design Consultant (PMDC) নিয়োগ করা; এবং

- সার্বিকভাবে কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও উন্নত জীবনমান নিশ্চিতকরণ।

৭. প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গ ঃ প্রকল্পের আওতায় মূল কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছেঃ-

♦	উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন	২২.৬ কি:মি:
♦	স্লুইচ পুনর্বাসন	৪টি
♦	স্লুইচ নির্মাণ	২টি
♦	পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো পুনর্বাসন	৩টি
♦	পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ (২×২ ভেন্টস, ২×৪ ভেন্টস, ১×৭ ভেন্টস)	৫টি
♦	খাল পুনঃখনন	৪৬০ কি:মি:
♦	বাপাউবা অফিস মেরামত	১টি
♦	ফার্মার ক্যানেল সিস্টেম	১৭০০০ হেঃ
♦	বিদ্যুতায়ন বিলিকরণ পদ্ধতি উন্নতকরণ	১৮০ কি:মি:
♦	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ স্কীম	থোক
♦	সিডি/ভাট	থোক
♦	ফিন্যান্স চার্জ ডিউরিং ইমপ্লিমেন্টেশন	থোক

খ. পরামর্শকের কার্যপরিধি (TOR) :

৮.০ **পরামর্শকের দায়িত্বঃ**

(১) প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(২) প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী/ লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

(৩) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৪) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিল উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৫) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৬) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৭) প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যোলোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৮) প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়. বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৯) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(১০)প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;

(১১) প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT ANALYSIS;

(১২) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ, ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;

(১৩) প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(১৪) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী।

৯. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতাঃ

ক্রমিক	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান		• গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০১(এক) বছরের অভিজ্ঞতা।
২)	ক) টিম লিডার-	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল/পানি সম্পদ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক ডিগ্রীসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাস্টার্স/উচ্চতর ডিগ্রী থাকলে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।	• পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা; • টিম লিডার হিসেবে কাজ অভিজ্ঞতা; • পানি সম্পদ ষ্ট্রাকচারাল ডিজাইন সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা; • প্রকিউরমেন্ট (পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮) সংক্রান্ত কাজের অভিজ্ঞতা; • কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং • প্রতিবেদন উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।
	খ) মিড-লেভেল ইঞ্জিনিয়ার	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নূন্যতম সিভিল/পানি সম্পদ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক ডিগ্রি	• পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট কাজে ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতাসহ অফটেক সিল্ট ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে কারিগরি জ্ঞান ।

	গ) আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞান/ অর্থনীতি/ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ/পরিসংখ্যান/ সমাজকল্যাণ/সমাজকর্ম বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী	• আর্থ-সামাজিক গবেষণা/ প্রভাব মূল্যায়ন/ নিবিড় পরিবীক্ষণ সংশ্লিষ্ট কাজে ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা।
	(ঘ) পরিসংখ্যানবিদ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান/ ফলিত পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী	• তথ্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণে ০৩ (তিন) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; • প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় দক্ষতা; এবং • কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান।

১০. নিম্নলিখিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবেঃ

ক্র নং	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়
১.	ইনসেপশন রিপোর্ট	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে
৪.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলায় ৪০ কপি ও ইংরেজিতে ২০ কপি)	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে

১১. ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: আইএমইডি-০৫ প্রতিবেদন);
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

ইস্কার্ফ কনসালটিং সার্ভিসেস
বাড়ী নং-৩বি (২য় তলা), রোড-১, ব্লক-বি, পিসি কালচার হাউজিং
সোসাইটি, আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
ই-মেইল: scarfbd@gmail.com, ওয়েবসাইট: www.scarfbd.com